স্বর্ণকুমারী দেবীর
শ্রেষ্ঠ কবিতা

স্বর্ণকুমারী দেবীর

শ্রেষ্ঠ কবিতা

ড. বারিদবরণ ঘোষ
-সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২

প্রচ্ছদ ও রেখাঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২



একটি পরিবারে এত প্রতিভার সম্মিলন—জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার ছাড়া বোধকরি আর এমনটির তুলনা বিশ্বে পাওয়া যায় না। পুরুষেরা তো বটেই, মেয়েরাও সমান প্রতিভাধর। স্বর্ণকুমারী দেবীকে (১৮৫৫-১৯৩২) দিয়েই সে ক্রমের সূচনা বলা যেতে পারে। তাঁর জীবনের উপকরণ ও ধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শুধুমাত্র সাহিত্য-চর্চা নয়, জনহিতকর কর্মে, স্বদেশবোধে, চরিত্র-গঠনে এবং বিশ্ব-জীবনেও তাঁর ভূমিকা গণনীয় ছিল উল্লেখযোগ্য মাত্রায়।

যাকে বলে বিধিবদ্ধ শিক্ষালাভ, স্বর্ণকুমারীর জীবনে তা পুরো ঘটে ওঠেনি। তাঁর শিক্ষা-জীবন ছিল অন্তঃপুরিকার শিক্ষালব্ধ। অবশ্য এটি তাঁর প্রথম জীবনের পক্ষে সত্য। ঠাকুর-পরিবারের অভ্যন্তরে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল, স্বর্ণকুমারী তার সার-অংশটুকু আত্মীকরণ করেছিলেন। পরন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে যৌবনের সূচনায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে মুম্বাই যাওয়ার সুবাদে বাইরের মুক্ত হাওয়ারও তিনি পন্থী হয়ে পড়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়পুত্র দেশে যে স্ত্রী-স্বাধীনতার পরিমন্ডল গড়ে তুলেছিলেন, তাঁর চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী তার ফসলটুকু নিজ জীবনে গ্রহণ করেছিলেন।

করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর জীবনে জীবনযোগ সম্ভবপর হয়েছিল, পশরা ব্যর্থ হয়ে যায়নি। তিনি বিবাহ করেছিলেন এমন এক উচ্চশিক্ষিত-দৃঢ়চেতা-প্রসারিতচিত্ত পুরুষকে, যিনি পিরালি-ব্রাহ্মণের ঘরে বিবাহ করার 'অপরাধে' সমাজচ্যুত হয়েও জীবনকে সম্মুখদিকে প্রসারিত করার স্বপ্ন দেখতেন। স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল স্ত্রী স্বর্ণকুমারীকে এই উদারপ্রাঙ্গণের বিশালতায় বিচরণের অধিকার দিয়েছিলেন এবং নিজ অধ্যাবসায়ে 'রাজা' -উপাধি অর্জন করেছিলেন।

স্বর্ণকুমারী সাহিত্যক্ষেত্রেও এক বিশাল মুক্তাঙ্গনে এসে পড়েছিলেন 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করার সুবাদে। দীর্ঘ প্রায় বারো বছর ধরে (১২৯১-১৩০২ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত এই পত্রিকা সম্পাদনা-সূত্রে তিনি যেমন নিজের রচনাও প্রকাশ করার অবকাশ পেয়েছিলেন, তেমনি এক বৃহৎ সাহিত্য-গোষ্ঠী নির্মাণে সক্রিয় ও সফল হয়েছিলেন। একজন সম্পাদকের জীবনে তখনই সফলতা আসে যখন তিনি একদল সাহিত্য-সাধক উত্তরসূরি হিসেবে রেখে যেতে পারেন। বলা বাহুল্য, এই পত্রিকাটি দেশের অন্যান্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ বহুজনের সাহিত্য-প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল।

জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জানকীনাথ ঘোষাল। স্বর্ণকুমারীও ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রকাশ্য-সভায় উপস্থিত অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে অগ্রগণ্যা ছিলেন। কন্যা সরলা দেবীকেও তিনি দেশের ও দশের

উপযুক্ত করে রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। নারীকল্যাণ তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। আপন জীবনে স্বামীর বিশিষ্ট ভূমিকার কথা স্মরণ করে তিনি তাঁর Fatal Garland নামের ইংরেজি উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছিলেন,

> It was my loving and revered father, Maharshi Devendra Nath Tagore, who prepared me for my life's career by giving me an education unusual for Hindu girls of those days. Still, but for the help and encouragement given to me by my beloved husband, I do not think that it would have been possible for me to venture so far. It was he who moulded and shaped me in the fashion that the outside world knows to-day, and under his loving guidance I passed through stormy waves of literary life as easily and pleasantly as a good swimmer through a rough sea. And though he is not present with me in the body to-day, yet his benign spirit still works in me and through me, and I feel his helping hand in every struggle and hear his prompting voice in each good resolution.

তিনি যখন কিশোরী তখন থেকেই সাহিত্যের এবং সংস্কৃতির দিকে তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যেত। গান শুনে তিনি মোহিত হতেন, কেউ বাঁশি বাজালে তিনি তা শুনতেন তদগত চিত্তে। মনের কল্পনার ছবি সহসা তাঁর ওষ্ঠাধরে সংগীতের আকারে ঝরে পড়ত। এমনি এক আনমনা গান শুনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিস্ময়ে বলে উঠেছিলেন—'স্বর্ণ! তুমি যে এমন গান গাইতে পার, তা তো জানতাম না।'

ফলত তাঁর এই স্ব-ভাবই পরবর্তীকালে কবিতা ও গানে মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। দেবী ভারতীকে বন্দনা করে তাই একদিন তিনি লিখেছিলেন,

ওগো কমল-আসনা, রঞ্জিনী-বীণাপাণি!
আমি কাহাকেও আর জানি না. ভারতি.
তোমারেই শুধু জানি।
*　　*　　*
তোমারই পদে অর্ঘ্য রচিয়া
জীবন ধন্য মানি।
*　　*　　*
আমি চাহি না অন্য বিভাব-ঋদ্ধি
চাহি না মুক্তি, চাহি না সিদ্ধি
তোমার প্রসাদ লভিবারে সাধ
তোমারই অমৃত বাণী।

স্বর্ণকুমারীর এই 'সাধ' দেবী ভারতী পূর্ণ করেছিলেন। বস্তুত এক অসামান্য পরিবারের অসামান্য প্রতিভা স্বর্ণকুমারী দেবী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই কন্যাটি সাহিত্যক্ষেত্রে সরস্বতীর বরপুত্রী ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের সম্ভবত এমন কোনও

শাখা ছিল না, যেখানে তাঁর লেখনীর অনুপ্রবেশ ঘটেনি। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রহসন, হাস্য-কৌতুক, গীতিনাট্য, প্রবন্ধ, বিজ্ঞানরচনা, ভ্রমণ, গান, গাথা, কাব্য-নাটক—এমনকি পাঠ্য-পুস্তক রচনাতেও তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। পত্র-সাহিত্যেও তিনি স্মরণীয়। ইংরেজি ভাষাতেও তাঁর কলম সহজগ। সুর-সংযোজনাতেও পারঙ্গম। দক্ষ সম্পাদকও। তাঁর বিপুল-পরিমাণ সাহিত্য-কীর্তির কথা স্মরণ করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যসাধক চরিতামালায় তাঁর জীবনীতে লিখেছেন, 'বাংলাদেশের কোনও নারীর সাহিত্যকীর্তি এত বিরাট নয়, তিনি শুধু অগ্রণী নন, শ্রেষ্ঠ। তাঁর সাহিত্য পঠিত ও আলোচিত হইলে এই সত্য দিনে-দিনেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।'

ঘটনাক্রমে একদা তাঁর 'সাহিত্য পঠিত ও আলোচিত' হলেও ক্রমশ সাহিত্য-পাঠকের কৌতূহল থেকে তিনি নির্বাসিত। তাঁর 'কাহাকে?' —উপন্যাসের অনুবাদ Unfinished song বিলাতেও সাড়া জাগিয়েছিল। কিন্তু আমরা তাঁকে ভুলে গিয়েছি। ভুলে গিয়েছি এমন সত্যও যে, কোনও-কোনও বিষয়ে তিনি অনুজ রবীন্দ্রনাথের অগ্রবর্তী। তবুও কেন এই বিস্মরণ? একটা কারণ অবশ্যই আমাদের জাতীয় বিস্মরণশক্তি। অন্য কারণটি, বিতর্কযোগ্য হলেও, তিনি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজার দুর্ভাগ্য নিয়ে জাত। রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য প্রতিভার অন্তরালে তিনি প্রচ্ছন্ন। আমি অবশ্যই একথা বলতে চাইছি না যে, স্বর্ণকুমারীর সৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ যবনিকার অন্তরালে ঠেলে দিয়েছিলেন। পরন্তু উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্কটিই চকিতে মনে উদিত হয়। দার্জিলিঙ-এর Castleton House-এর কাব্যপাঠের বিশাল হলঘরটি মহিলা শ্রোতাতে পরিপূর্ণ। আর সেই আসরে একমাত্র পাঠক রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ কাব্য-পাঠের সরস শ্রুতিসুখকরতায় কঠিন সব কবিতা সজীব হয়ে উঠেছিল সেদিন। স্বর্ণকুমারী লিখেছেন, 'সন্ধ্যাবেলা সমস্ত চৌকি একখান কৌচের কাছে জড় হয়, তার মধ্যে একটা ছোটো টিপয়ে আলো জ্বলে। তার চারদিকে কেহ চৌকিতে কেহ কৌচে সুবিধা মতো বসে-শুয়ে নিলে আমাদের সঙ্গী অভিভাবকটি টেনিসন থেকে, ব্রাউনিং থেকে, খাবার আসা পর্যন্ত আমাদের কবিতা পড়ে শোনান। বাস্তবিক তিনি কি সুন্দর করে পড়েন, তোমাকে একবার শোনাতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

শোনাতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার স্বর্ণকুমারীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'গাথা'র উৎসর্গপত্রটি এই ভূমিকার পাঠকদের :

উপহার।
ছোট ভাইটি আমার,
যতনের গাথা হার কাহারে পরাব আর?
স্নেহের রবিটি, তোরে আয়রে পরাই,
যেন রে খেলার ফুলে ছিঁড়িয়ে ফেলো না খুলে,
দুরন্ত ভাইটি তুই—তাইতে ডরাই।

'দুরন্ত ভাইটি' সম্পর্কে 'ছিঁড়ে ফেলার' আশঙ্কা কি নিতান্ত অমূলক ছিল? রবীন্দ্রনাথের বিপুল পরিমাণ গ্রন্থের উৎসর্গের পৃষ্ঠাগুলিতে চোখ বুলিয়ে বৃথাই অক্ষিপীড়ন করবেন পাঠক—একটি বই-ও তিনি ন-দিদিকে উৎসর্গ করার কথা ভাবেননি! কেন কেউ কি জানেন?

একথা আমরা সবাই জানি, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আদিকালে অনুপ্রেরণা যাঁরা জুগিয়েছিলেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী তাঁদের অগ্রগণ্য। একই পরিবেশে জাত স্বর্ণকুমারীর কাব্যেও বিহারীলালের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য যে নয়, তা একটু পরেই বলব। কিন্তু এমন কথা যদি বলি, কোনও-কোনও ব্যাপারে স্বর্ণকুমারী রবীন্দ্রনাথের উপর প্রভাব ফেলেছিলেন, তাহলে কেউ-কেউ হয়তো ভ্রূ-সংকোচন করবেন। একটা গানের কয়েক পংক্তি শোনাই—

'সজনি, নেহারো বসন্ত সাজে
ক্যাযসে মাতল হরষে দিক
কাননে কাননে ফুলকুল জাগল,
কুঞ্জে কুঞ্জে কুহরল পিক।

—ব্রজবুলিতে রচিত এই পদ 'ভানুসিংহের পদাবলী' থেকে আমরা উদ্ধার করিনি। এটি রবীন্দ্রনাথের অনেক আগেই স্বর্ণকুমারীর লেখনী-নিঃসৃত। এই কাব্য-সংকলনের পাঠক এমনতর বহু ব্রজবুলি পদ পড়তে পাবেন, যা রবীন্দ্রনাথের অনেক আগেই তাঁর অগ্রজা রচনা করে গিয়েছেন! অবশ্যই একথা বলতে চাইছি না, রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারীকে অনুকরণ করেছেন—কিন্তু ইতিহাসের কথা তো বলতেই হয়। যেমন এমনতর বহু পংক্তি রয়েছে উভয়ের গানে, যার সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। অনুপুঙ্খ বিচার করেই তবে পারস্পরিক প্রভাবের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। 'নলিনী' উভয়ের প্রিয় নাম। 'সাশ্রু-সম্প্রদানে' (গাথা) স্বর্ণকুমারী লেখেন,

জলেতে রাখিয়া রাঙা পা দুখানি
নলিনী, নলিনী মেয়ে,
ঢল ঢল ঢল দুলিছে কমল,
দেখিছে তাহাই চেয়ে ...

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু-শোকে স্বর্ণকুমারী লেখেন ('কবিতা-পারিজাত-হার') :

গুরু গুরু গর্জনে বারিধারা বহে,
কি জানি প্রমত্ত ভাবে কি কথা সে কহে।
এমন বর্ষণ-ক্ষণে বিরহী যক্ষের মনে
যে ছন্দ উঠিল জাগি তাহা এ নহে—'

আর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন একই প্রসঙ্গে : 'বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্ব দ্বারে'...। স্বর্ণকুমারীর 'সখিলো, রিমঝিম ঘন বরিষে', রবীন্দ্রনাথে 'ঝিমঝিমরে ঘন ঘন বরিষে।' স্বর্ণকুমারীর 'সন্ধ্যা-সংগীত'-এর 'মরণ-সোহাগ' কবিতার দুটি পংক্তি : 'ও যে শুধু ঝরা দল,/কেন আর সমীরণ উহারে ছুঁইবি বল?' মনে পড়িয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের এই পংক্তিদ্বয়কে—'আর কেন, আর কেন/দলিত কুসুমে বহে বসন্ত সমীরণ'। এমনিতর শতেক তুলনা পাঠক নিজেই আবিষ্কার করে নিতে পারবেন।

২.

স্বর্ণকুমারীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'গাথা' প্রকাশিত হয় ১২৮৭ বঙ্গাব্দে। এতে চারটি আখ্যানমূলক দীর্ঘ কবিতা আছে—সাশ্রু-সম্প্রদান, সাধের ভাসান, খড়্গ পরিণয় এবং অভাগিনী (আমরা উদাহরণস্বরূপ অংশাবিশেষ চয়ন করেছি মাত্র)। প্রথমটির

রোমান্টিক সরল কাহিনীতে দেখি : অজিত নলিনীকে ভালোবেসেছিল—কিন্তু নলিনী তার শৈশবেই এক যুবককে হৃদয় সমর্পণ করেছিল। পূর্ব প্রণয়ী বিদেশ থেকে ফিরে নলিনীকে ভুল বোঝায় সে সন্ন্যাসিনী হয়েছে। অনেক পরে অনুতপ্ত প্রণয়ী নলিনীকে আবিষ্কার করল 'যৌবনে যোগিনীরূপে'। বনের মন্দিরের পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে উভয়ের বিবাহ দিলেন। 'খড়্গ-পরিণয়' কাহিনীটি টডের 'রাজস্থান' থেকে মেবারের রাণা রত্ন ও অম্বররাজকন্যার গোপন বিবাহ অবলম্বনে রচিত। কাব্যটির সমালোচনা প্রসঙ্গে ১১ নভেম্বর ১৮৮১ তারিখের Sunday Mirror লিখেছিল :

> The little book of poetical tales is a novelty in Bengali literature, and a novelty, the charms of which challenge our sincere admiration. The poetry is the poetry of genuine heart-felt pathos——powerful from its sublimity and affecting from its tenderness. There is not a word or image in the Gathas to disturb the placid tenor of sacred melancholy that pervades it, nor an idea or conception to break our dream of soft communion with something holy and far removed from earth. Lest we should be deemed to rhetorical, we give below a rather loose translation of a picture drawn by the writer of an unhappy girl—lost, in the reveries of her sorrow and pains...'

স্বর্ণকুমারীর প্রধান কাব্যগ্রন্থ—কবিতা ও গানের সংকলন 'কবিতা ও গান' ১৩০২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রথম কবিতা 'বাল্যসখী' 'ভারতী' পত্রিকার ফাল্গুন ১২৮৪ সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়। বইটিতে মোট ৭৪টি কবিতা এবং ৯৯টি গান সংকলিত আছে। অতিরিক্ত আছে ৬টি জাতীয় সংগীত এবং ১৪টি ধর্মসংগীত। সংকলিত কবিতাগুলি চারভাগে বিন্যস্ত —প্রভাত-সংগীত, মধ্যাহ্ন-সংগীত, সন্ধ্যা-সংগীত ও নিশীথ-সংগীত। বিহারীলাল 'প্রভাত-সংগীত' ও 'সন্ধ্যা-সংগীত' লেখেন 'ভারতী'তে ১২৮৯ সালে। রবীন্দ্রনাথের এই নামের গ্রন্থ-দুটি প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১২৯০ ও ১২৮৮ সালে। বিহারীলালও 'মধ্যাহ্ন-সংগীত' ও 'নিশীথ-সংগীত' লেখেন। স্বর্ণকুমারীর 'সংগীত-শতক' নামেও বিহারীলালের প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণকুমারীর বহু কবিতায় বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই প্রভাব লক্ষণীয়।

'প্রভাত-সংগীত' পর্যায়ের প্রথম কবিতা 'প্রভাত' :

> অরুণ-মুকুট শিরে,
> অধরে ঊষার হাসি,
> পদতলে প্রস্ফুটিত
> শত-শত ফুল-রাশি!

এক সপ্রাণ সজীব কবিতায় কবি বিহঙ্গগীতি, সমীর-আন্দোলিত তরুশ্রেণী, ধরাস্পর্শী শ্যাম-শস্য দূর্বাদলে যে অনুপম বাতাবরণ রচনা করেছে তার ঔদার্য অনবদ্য। 'খুকুরাণী' কবিতায় বাৎসল্য রসের স্বতোৎসার একদিকে যেমন, তেমনি রূপস্পর্শী আনন্দগীতির অতুলন সৃষ্টি 'আমি কি চাহি' কবিতাটি— 'রূপের তরণী প্রেমেতে চালাই, আনন্দ

সংগীত গাহি।' একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাঁর কবিতার সহজ উচ্ছ্বাস দীপ্যমান হয়ে এমন কোনও অন্তরাল নির্মাণ করতে পারেনি যা তৃতীয় কোনও ভুবনের ইঙ্গিত বহন করে। সর্বস্পর্শী প্রকৃতি আছে, কিন্তু তার অলৌকিক-অনুভব যেন পরিব্যপ্ত হয়ে উঠতে পারেনি।

'মধ্যাহ্নে'র কবিতায় আমরা যেন অক্ষয় বড়ালের অনুভূতির পূর্বাভাস পাই দ্বি-প্রহরের বনভূমির শিহরণ বা ঘুঘুর আর্তরবের মধ্যে। সমাজ-স্পর্শী কবিতায় স্বর্ণকুমারী অবশ্যই সফল। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বঙ্গের বিধবা'—যেখানে তিনি বিধবাদের 'স্বর্গের গরিমা' বলে আখ্যাত করেছেন। মধুসূদনের প্রতিধ্বনি শুনি 'বলি শোন খুলে' কবিতায়—অথবা এখানে কূজিত হয় বৈষ্ণবপদাবলীর পিকরব। প্রেমের বেদনা উচ্চারিত 'কেমনে ভুলি' কবিতায়। মানবীয় প্রেম আবার ঐশী-মহিমায় দীপ্ত 'নহে অবিশ্বাস' কবিতায়।

এমনি করে সন্ধ্যার বিরহে লীন হয় সন্ধ্যা-সংগীত পর্যায়ের কবিতাগুলি—'সন্ধ্যার স্মৃতি'র মধ্যে যার চির-অনুরণন। এখানে পাঠক লক্ষ্য করবেন এক আশ্চর্য কবি-নির্লিপ্তি, এক অনাড়ম্বর উদাসীনতা। চমৎকার একটি কবিতা 'বাল্যসখী' মনে পড়িয়ে দেয়, মিলন-পাতানো সই গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কথা। 'নিশীথ-সংগীত' পর্যায়ে 'জীবন-অভিনয়' কবিতা দিয়ে শুরু করে জীবনের আপাত-অসহায়তা, 'একা আমি যাত্রী'-তে নিঃসঙ্গ একক যাত্রার আশ্রয়হীনতা—কবির স্বভাব-দর্শনকে ব্যক্ত করেছে। 'গান গাহে যারা/নাকি তারা;/জানাক ব্যথা/আমার নাহি ভাষা, নাহি আশা,/শুধু আকুলতা'—'নীরব বীণা' কবিতাতেই কবির মনোভূমি যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ।

স্বর্ণকুমারীর কবিতার দুই আধান—প্রেম ও প্রকৃতি। প্রেম সে কেমন—স্বর্ণকুমারীর ভাষায়—'যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে বীজ, যেমন বাষ্পাবস্থা হইতে জমাট সৌরজগৎ এবং তাহা হইতে আবার বাষ্পপ্রবণতা, সেইরূপ আমাদের ভালোবাসাও ছায়াময় হইতে মূর্তিমান এবং মূর্তিমান হইতে বিশ্বব্যাপী।' স্বর্ণকুমারীর কবিতাও ছায়াময় থেকে মূর্তিমান হয়ে ক্রমশ বিশ্বাভিমুখী।

স্বর্ণকুমারী বহু সংগীতেরও রচয়িত্রী। কিছু গান ও কবিতায় যেমন প্রকট স্বদেশপ্রেম, তেমনি কিছু সংগীতে আছে ধর্মের বিশিষ্ট ভাবনা। কখনও তা অনুরণিত ব্রহ্মকে আবর্তন করে, কখনও বা কৃষ্ণ ও শ্যামাকে অবলম্বন করে। তাঁর জাতীয় সংগীতের মধ্যে কয়েকটি অপূর্ব। 'বড় সাধ বড় আশা বড় আকিঞ্চন—/পরাতে, জননি, তোরে রত্ন আভরণ'—কবিতাটি অতুলপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্তের জাতীয় সংগীতগুলিকে মনে করিয়ে দেয়। আমরা স্বর্ণকুমারীর বেশ কিছু সংগীতও বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে এই সংকলনে স্থান দিয়েছি কবিকে সম্পূর্ণত প্রকাশের আশায়।

২ জানুয়ারি, ২০০২ বারিদবরণ ঘোষ

সূ চি প ত্র

গাথা (১৮৮০)

কবিতা ও গান (১৮৯৫)

প্রভাত সংগীত :

মধ্যাহ্ন সংগীত :

গান :

প্রেম পারিজাত

গান :

কবিতাবলী :

জাতীয় সংগীত :

ধর্মসংগীত :

পারিজাত হার

সাধের ভাসান

(প্রথমাংশ)

কে ও উন্মাদিনী, কে ওই বালিকা,
সুধার সুরেতে ছাড়িছে তান,
আকাশ পাতাল, মোহিয়া কে ওই,
আপনার মনে গাহিছে গান?

মলিন বদন, মলিন ভূষণ,
এলোকেশরাশি উড়িছে বায়,
শৈবাল পরে শতদল সম,
মুখানির শোভা বেড়েছে তায়!

ডাগর ডাগর বিজলি-উজল
নীল আভাময় নয়ন দুটি,
শূন্য ভাব ভরে, এ-দিকে ও-দিকে,
চারদিকে যেন খুঁজিয়া বেড়ায়।

কি যেন খুঁজিছে নিজেই জানে না,
অথচ পরান কি যেন চায়,
চোখের সমুখে গিরি-নদী-বন,
দেখেও যেন না দেখিছে তায়।

গরবে উথলি তটিনী ওই যে
আপনার মনে বহিয়া যায়,
তীরে তীরে তার উন্মাদিনী বালা
ঐ শুন—শুন—কি গান গায়।

ভৈরবী
"ভুলে যাও ভুলে যাও ভুলে যাও দুখিনীরে,
নহিলে হবে না সুখী একটি দিনের তরে।

এমনি অভাগী বালা
বিষাদ যাতনা জ্বালা
যেখানে সেখানে আমি,
মোর সাথে সাথে ফিরে,
ভুলিবারে কহিতে গো
কি বেদনা লাগে প্রাণে—
কেবলি যাতনা-জীর্ণ মরমে সে ব্যথা জাগে,
হোক তবু তাও সবে, তুমি নাথ, সুখে রবে,
তাই ভিক্ষা, হও সুখী, ভুলে যাও অভাগীরে।"

গাইতেছে বালা, জানে না সে তবু
কি গান গাইছে? কি ভাব তার।
হৃদি হতে শুধু আপনি উথলে
এ ছাড়া কিছু সে জানে না আর।

গাহিতে গাহিতে চলেছে বালিকা
কিছুতেই যেন খেয়াল নাই,
আপনার ভাবে আপনি ভোর,
বাহিরে যা হয় হোক না তাই।

প্রখর হয়েছে রবির উত্তাপ,
প্রহর তিনেক হয়েছে বেলা,
নদীর উরসে কিরণের রেখা,
চমকিছে যেন দামিনী-মালা।

দূর শূন্যপটে আঁকা আছে যেন
ও পারেতে ছোটো পাহাড়গুলি,
দু-একটি কভু শাদা শাদা মেঘ
শিখরের পরে পড়িছে ঢুলি।

মৃদু ঝর ঝর, পড়িছে নিঝর,
কোথায অথচ না যায় দেখা,
মাঝে মাঝে শুধু পাহাড়ের গায়,
ঝলসিছে যেন রজত রেখা।

নদীর মধুর মৃদুল সুরেতে
মিশিছে মধুর নিঝর-তান,
বালিকা গাইছে আপনার মনে,
কোনো দিকে তার নাহি কান।

প্রখর উত্তাপ, হয়েছে, হোক না,
বালিকার তায় আসিবে কিবা?
বহে যদি ঝড়, বহুক ঝটিকা,
কিবা এল গেল নিশি কি দিবা?

কিন্তু একি একি, চমকি উঠিয়ে,
সহসা বালিকা থামিল কেন?
পরিচিত সুরে, কে গাহিছে গান,
কেন রে হৃদয অবশ হেন?

মনে পড়ে পড়ে—পড়ে না যে মনে,
কি ভাবে হৃদয় উঠিল পূরে,
কে গাইছে গান—কে গাইছে গান
সেই যে পুরানো মোহিনী সুরে!

কাঁপে যে হৃদয়, বেঁধে যে পরাণে,
গানের একটি একটি কথা;
একি রে বালার বিভোল হৃদয়ে
একি রে সহসা একি রে ব্যথা?

নিজেই জানে না, কি ভাবে আকুল,
মাথাটি ঘুরিয়ে আসিল তার,
নদীর ধারেতে গাছের তলায়,
রাখিল বালিকা শরীর-ভার।

অভাগিনী

১

"শুধু দুদিনের তরে প্রবাসে যেতেছি, ওরে,
হাসি মুখে, প্রিয়তমে, দাও লো বিদায়,
প্রেয়সি রে, জান নাকি অশ্রুময় ওই আঁখি
দেখিলে প্রতিজ্ঞা পণ চূর্ণ হয়ে যায়?

দামিনি, তোরি-না তরে যেতেছি লো দেশান্তরে
ছাড়িয়ে জনমভূমি, প্রিয় পরিজন,

প্রাণ হতে প্রিয়তম, সুখের প্রতিমা মম;
প্রাণের সর্বস্ব তোরে, করে বিসর্জন?"—

বলিয়ে এ কথা শোকাকুল মনে
যুবক একটি কুটিরবাসী—
ভূমি হতে ধীরে তুলি দামিনীরে
মুছাইল অশ্রু সলিল রাশি।

উথলিত আঁখি কুয়াশা জড়িত,
আকুল পরানে দারুণ ব্যথা—
কহিল দামিনী বাধ বাধ স্বরে
স্বামীর হৃদয়ে রাখিয়ে মাথা—

"অভাগী মিনতি করি বলিছে চরণ ধরি
যেয়ো না, যেয়ো না একা ফেলিয়ে আমায়,
কি কাজ ঐশ্বয সুখে?—তোমাবে পাইলে বুকে
অলকার রত্ন ধন অভাগী না চায়।

ধন-পরিজন-আশ, অমর ভুবনে বাস,
রাজ-রাজেশ্বরী হয়ে চমকিতে সবে,
না, গো, না, বাসনা নাই, শুধু এই টুকু চাই
দুখিনী তোমার দাসী সকলেই কবে।

সুখ না থাকিলে মনে, কি কাজ সম্পদে ধনে?
তোমাকে ছাড়িয়ে কিসে থাকিবে পরান?
তুমি যে আমার স্বামী, কিছু নাহি চাহি আমি.
কুটিরই তোমার সনে প্রাসাদ সমান।

দরিদ্র বলিয়ে যবে অপমান করে সবে
তাহাতে এমন কেন হও গো কাতর?
সুখী আমাদের মতো দেবতাও নহে এত,
কি সুখের আশে তবে যাবে দেশান্তর?

বলিতে বলিতে লতাটির মতো
বুক হতে মাথা পড়িল ঢলে,
বিষাদ-গম্ভীর অটল যুবক
কহিল মাথাটি রাখিয়ে কোলে—

কেন প্রিয়ে, বার বার ও কথা বলিয়ে আর
ভাঙিতে চাহিছ মম কঠোর এ পণ?
প্রাণের পরান সম এক সাধ আছে মম—
তোমাকে পরাব প্রিয়ে রত্ন-আভরণ।

জান না, জান না, কি রে, মরমের শিরে শিরে
দারুণ আঘাত কি যে লাগে লো আমার-
যখন দরিদ্র বলে লোকে উপহাস ছলে
ঘৃণার ভ্রূকুটি হানে হৃদয়ে তোমার?

জ্বলন্ত অনল জ্বালা সহিব, তা চেয়ে বালা,
সেই উপহাস হাসি অসহ্য যে মম,
চলিনু, চলিনু, ওরে, বিদায় দেহ গো মোরে,
তোর অপমান বাজে অশনির সম।

যেখানে সেখানে থাকি তোমার মুখানি, সখি,
এ হৃদে জ্বলন্ত ভাবে রবে অনুক্ষণ,
ভাবিয়ে ও অশ্রু জল দ্বিগুণ পাইব বল,
সাধিব আপন কাজ করি প্রাণপণ।

আজিকে দেবতা করে সঁপিয়ে চলিনু তোরে,
রাখুন কুশলে প্রিয়ে তোরে দেবগণ,
সফল হইয়ে পুনঃ আবার আসিব, পুনঃ
আবার দেখিয়ে তোরে জুড়াব জীবন।

স্ফুরিল না কোন কথা দামিনীর,
নয়নে না আর বহিল ধারা,
যাতনা ব্যথিত নীরব নয়নে
চাহিয়ে রহিল পাথর পারা।

উথলিত জল যতনে সামালি,
পাষাণে বাঁধিয়ে হৃদয় জ্বালা,
বিষাদে জড়িত আধ স্ফুট স্বরে
বলিল তখনি দামিনী বালা;—

"চলিলে প্রবাসে তবে, হৃদয়ের ধন,
শূন্য করি অভাগীর হৃদি প্রাণ মন ;
যাও, তবে যাও, সখা, হয় তো এ শেষ দেখা,
এ বিদায় হল বুঝি জন্মের মতন।

লভিয়ে সৌভাগ্য কান্তি পাবে যথা সুখশান্তি,
যাও তবে, প্রিয়তম, সুদূর সেখানে,
আজিকে হৃদয় খুলে উপহার অশ্রুজলে
দুখিনী বিদায় দেয় সরবস্ব ধনে।

অভাগিনী অনাথিনী রহিল যে একাকিনী
মনে রেখো এইটুকু ধরি গো চরণে,
প্রণয় কুসুমে গাঁথা বিগত সুখের কথা,
আমোদ উল্লাস মাঝে করো তবু মনে।

না, না, নাথ, সুখে থেক,
মনে রাখ নাই রাখ
তোমারি স্মরণে জেনো রাখিনু জীবন,
তোমারি তোমারি ধ্যানে রব অনুক্ষণ।

কাঁপায়ে ঘুমন্ত নীরব মেদিনী,
কাঁপায়ে নিস্তব্ধ নিশীথ প্রাণে,
কাঁপায়ে দারুণ আঘাতে হৃদয়,
পশিল এ-কথা যুবার কানে।

উপরে বিস্তৃত আকাশ সাগরে
সুধাকর দিল সহসা দেখা,
আঁধার-মাখানো দামিনীর মুখে
পড়িল একটি উজল রেখা।

আলোকে ছাইল পৃথিবী আকাশ,
আঁধারে ছাইল পরান মন,
ভাঙিয়ে কোমল দামিনীর হৃদি
প্রবাসে চলিল হৃদয় ধন।

কবিতা ও গান
১৮৯৫

প্রভাত সংগীত :

প্রভাত

অরুণ মুকুট শিরে,
অধরে উষার হাসি,
পদতলে প্রস্ফুটিত
শত শত ফুল রাশি।

শুভ্র পরিমল বায়ে
উথলিত তনুখানি,
ধরায় চরণ দান
করেন প্রভাতরানী।

আনন্দের কোলাহলে
চারিদিক নিমগন,
পাখি গায় আগমনী
হাসে বন উপবন।

কম্পিত সরণি-হিয়া
মৃদু ঝুরু ঝুরু বায়,
কমল কোমল আঁখি
সুধীরে খুলিতে চায়!

উপকূলে থরে থরে
বায়ু ভরে দুলি দুলি,
হরষে সরসে মুখ
দেখিতেছে তরুগুলি!

শ্যামশস্য দুর্বাদল
ভক্তিভরে নুয়ে নুয়ে,

প্রণমে তাঁহারে সুখে,
ধরাতল ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

শুভ্র অভ্র জ্যোর্তিময়
অরুণ-কিরণ মাখা,
গাহিয়া উড়িছে পাখি
বিছায়ে পেলব পাখা।

এসেছে তুলিতে ফুল
বালিকা সাজিটি হাতে।
ভুলে গেছে ফুল তোলা
চেয়ে আছে নভ-পাতে!

বালিকা দেখিছে চেয়ে,
ফুল তোলা গেছে ভুলে,
প্রতিধ্বনি গাহিতেছে
সপ্তমে লহরী তুলে!

কোমল অমৃত সুরে
বিভু নামে ওঠে তান,
প্রভাত আনন্দে মগ্ন
সে গীত করিয়ে পান!

খুকুরানী

আমার খুকুরানী, সোনামনি,
আয় তো কোলে ভাই!
বুকে থুয়ে মুখখানি তোর
সদাই দেখতে চাই।

অমন মধুর হাসি মধুর মুখে
কোথায় আছে কার,
চাঁদ মামা ঢেলে গেছে
সুধা যত তার।

অমন নরম নরম, বাধো বাধো
আধো কথাগুলি,

কোথা থেকে শিখে এলি
বোনটি বল শুনি।
তোরে দেখলে পরে, হরষ ভরে
হৃদয় ভেসে যায়।
রাখি তোরে বুকে করে
আয় রে খুকু আয়।

আমি কি চাহি

আমি কি চাহি?
সে আমার, আমি তার,
আমার কি নাহি!
আনন্দ সাগর,
তার, খেলে পদতলে ;
কোটি চন্দ্র তারা
শিরোপরি জ্বলে;
বিশ্ব ভুবনের রূপরত্ন মণি,
তাহাতে বিরাজে,
সে মোর তরণী,
আমি তাহারে বাহি,
আর কি চাহি!
সে আমার আমি তার,
আমার কি নাহি!
দূর থেকে দেখে
ভাবে লোকে সবে,
দীনহীন নেয়ে
আমি এই ভবে!
তরী বাহি আর
হাসি মনে মনে,
তাহারা এ সুখ
বুঝিবে কেমনে!
জগতে সবাই
দুঃখের প্রবাসী,
আমি শুধু সুখে
দিবানিশি ভাসি;

কালাকাল হেথা নাহি;
আমি কি চাহি!
সে আমার আমি তার,
আমার কি নাহি!
আমার মতন
ধনী কেহ নাই
অনন্ত উল্লাস
বাঁধা মোর ঠাঁই;
রূপের তরণী
প্রেমেতে ঢালাই,
আনন্দসংগীত গাহি!
আর কি চাহি।
আমি তার সে আমার,
আমার কি নাহি!

জানি না তো

জানি না তো ভালোবাসি কিনা, শুধু এই জানি,
একটি অব্যক্তভাবে রুদ্ধ যত বাণী।
একটি পরশে দেখি অনন্ত স্বপন,
একটি পরানে দেখি বিশ্ব নিমগন।
স্বর্গের সৌন্দর্য আলো বিকাশে নয়ানে,
ঈশ্বরের প্রেমরূপ একটি বয়ানে!
আত্মায় আত্মায় হেরি মহিমা তাহার,
মঙ্গল সুন্দর সত্য আনন্দ অপার।
দেহের সীমাতে এ যে অনন্তের বাসা,
জন্ম জন্মান্তের পুণ্য ভবিষ্যের আশা।
এই যদি ভালোবাসা ভালোবাসি তবে;
অনাদরে আদরে এ চিরদিন রবে!

কোথায় কোথায়

কোথায় কোথায়?
সবিতার জ্যোর্তিময় রূপে?
চন্দ্রিমার সুস্নিগ্ধ কিরণে?
নক্ষত্রের কনক বিভায়?
বিজুলির চমক বরণে?
পর্বতের অভ্রভেদী দৃশ্যে?
সমুদ্রের মহান শোভায়?
বনানীর গম্ভীর সৌন্দর্যে?
মেঘের বা বিচিত্র খেলায়?
কোথায় কোথায়?
নির্ঝরের ঝরঝর তানে?
তটিনীর মৃদুল কল্লোলে?
বিহগের সুললিত গানে?
বসন্তের সুমন্দ হিল্লোলে?
গভীর নিশীথে উথলিত
বাঁশরীর মধুময় তানে?
প্রস্ফুটিত গন্ধে ঢল-ঢল
সুকোমল কুসুম বয়ানে?
কোথা কোন্‌খানে—
সৌন্দর্যের সে পূর্ণ মহিমা
সৃষ্টির সে মুক্ত শোভা রাজে?
ঐ দেখ একখানি মুখে
দুইটি ও নয়নের মাঝে!
বিশ্বের সৌন্দর্য যাহে ভাতে
আনন্দের বহে পারাবার;
চরাচর ডুবে যায় যাহে,
জীবন মরণ একাকার।

বিরহ কারে কয়?

বিরহ কারে কয়?
আমি দো নিবানিশি, তোমাতে আছি মিশি
জগৎ সদা হেরি তুমি-ময়!
বিরহ কারে কয়?

প্রভাতে রবি ওঠে, কাননে ফুল ফোটে,
পাখিরা গাহে গান, বাতাস ধীরে বয়।
তাহে-তোমারি পরশন তোমারি দরশন,
তোমারি মধুভাব উথলয়!

দুপুরে খর জ্যোতি, তাপের তেজ অতি,
তাহে আর এক ভাতি তোমারি;
কাহারো কটুভাষে, যখন মরি ত্রাসে;
আখে, অমনি রোষানল নেহারি!

আকাশে ঘনঘটা, ঢাকিয়া রবিছটা,
যখন বারি ধারা বরষে;
আমার অভিমান, তোমার প্রেমগান,
আকুল সাধাসাধি যেন সে।

আবার মেঘ ছুটে আলোক-হাসি লুটে,
প্রশান্ত চারিদিক অতিশয়;
ফুরায় ধীরে বেলা ; মেঘের চারুখেলা,
তোমার প্রেমলীলা প্রকাশয়!

সন্ধ্যায় চাঁদ ওঠে, জ্যোৎস্নায় ফুল ফোটে,
পাপিয়া গান গায়, তারারা হেসে চায়;
আবেশে ঢল ঢল মধুর সুকোমল,
অলস দিশা হারা চাহনি তব ভায়!

রজনী সুগভীর নিদ্রায় ধীরস্থির,
স্বপন তোমারি যে বিরচয়;
বিরহ হেথা যত, মিলনে অনুরত,
গাঁথিছে মিলে মিলে প্রেমের সুবিস্ময়!

কে বলে তুমি দূরে? আমার হৃদিপুরে
তোমার করিয়াছি স্থাপনা!
আমি তো দিবানিশি, তোমাতে আছি মিশি,
আপনা হতে তুমি আপনা!

হোক কালের মরণ

বহু কামনার ফলে,
বহু সাধনার বলে,
বহুদিন পরে আজ
আঁখিতে মিলেছে আঁখি;
একটি মুহূর্ত মাঝে,
কালাকাল ডুবিয়াছে;
মুক্ত সত্য এ মুহূর্ত
কেমনে ধরিয়া রাখি!
আঁধার গিয়েছে টুটে,
বাঁধন গিয়েছে টুটে,
আকাঙ্ক্ষার বাসনার
গেছে হাহাকার!
আনন্দ প্লাবনে হিয়া
উঠিতেছে উথলিয়া,
তুমি আমি আমি তুমি,
সবি একাকার!
নয়নে অব্যপ-দীপ্তি;
মরমে চরম তৃপ্তি,
অকুল সুখেতে তবু
অশান্ত আকুল!
বুঝি এ মুহূর্ত, হায়!
এখনি চলিয়ে যায়
এ সত্য এখনই বুঝি
হয়ে যায় ভুল!
ভিক্ষা কিছু নাহি আর,
পেয়েছি যা পাহিবার;
পরিপূর্ণ হৃদি মন
তবুও ভিখারি!
এ মুহূর্ত চিরতরে
রহুক অনন্ত ভরে,
বিন্দুতে হউক পূর্ণ
জলধির বারি।
বহু কামনার ফলে
বহু সাধনার বলে,

বহুদিন পরে যদি
আজি দরশন।
ফেলিও না আঁখি পাতা,
দূর হোক আকুলতা
মুহূর্ত অমর হোক
কালের মরণ!

আশীর্বাদ

বাছা!
যতনে সোহাগে হৃদিমাঝে
সুখে তো রেখেছ চিরদিন
দুঃখ সে যে নিরাশ্রয় অতি,
আতুর মলিন দীন-হীন!
কেহ তারে চাহে না যে, বাছা,
দিয়ো তারে একটুকু স্থান;
উজল সুখের মাঝে মাঝে
হেরি যেন মলিন বয়ান।
হাসি তো, রয়েছে সারাদিন,
যেন বাছা তার সাথে সাথে—
মিলন-সুখেব অশ্রুজল
নেহারিও নয়নের পাতে।
মধু তোর প্রফুল্ল মুখানি!
সুমধুর আরো অশ্রুজল;
খব সুখ স্নিগ্ধ অতি ভায়
অশ্রু-ধোওয়া বিষাদ-কোমল।
সুখ সে যে শুধু সুখটুকু,
তাহা ছাড়া নহে কিছু আর;
দুঃখ বটে দুখের পরশ,
তবু সে রতন-মণি-সার।
সে গরল পান করি উঠে
পরান সুধায় যায় ভরে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জেগে ওঠে
ক্ষুদ্র এই নয়নের পরে।

সুখ শুধু মানুষের ধন,
দুঃখ করে দেব নিরমাণ;
তবু তো চাহে না কেহ তারে,
দিয়ো বাছা, একটুকু স্থান!

২

বাছা,
ও ঠোঁটের পুণ্য হাসি যেন চির ফুটে,
ও মুখের সরলতা যেন নাহি টুটে;
ও প্রাণের পবিত্রতা শুভ্র নিরমল,
করে যেন ব্যথিতের হৃদয় উজল।
অশ্রু-জল বহে যদি বহে যেন তবে,
সান্ত্বনা দিবার তরে দীন-হীন সবে।
প্রাণের বাসনা এই শুধু কথা নয়,
মঙ্গল আশিস ইহা শুভ আলোময়।
ভুলে যদি যেতে চাও ভুলো কথাগুলি,
ভোল যদি কে বলেছে তাও যেয়ো ভুলি;
এ আলোক শুধু যেন আঁখি-পথে থাকে,
পাপ তাপ হতে তোমা দূরে দূরে রাখে!
বাছা,
শুধু এই হাসি-খুশি, শুধু ধুলা-খেলা,
কাটি দিবে জীবনের সুদীর্ঘ এ বেলা?
শুধু এই হাহাকার, শুধু অশ্রু ব্যথা,
হৃদয়ের আঁখি-পাতে রহিবে কি গাঁথা?
কিছুই কি নাহি আর প্রাণ যাহা যাচে?
থাকুক তাহাই তব পরানের কাছে।

মায়াবিনী

নিতান্ত তরল ছোটো
একটি সে মেঘবালা!
সে এমন মায়াবিনী
এত জানে প্রেম খেলা!
বুঝি না তাহার ভাব,
জানি না সে চায় কিবা!

থেকে আচম্বিতে
মলিন হাসির বিভা!
সোনার বরণা এই,
গিরীশিরে দেয় উঁকি!
সহসা কি অভিমানে
অশ্রুভারে পড়ে ঝুঁকি
সমীরণে চাহে বুঝি?
তাও তো বুঝিতে নারি!
সে যদি নিকটে আসে
পলায় যে তাড়াতাড়ি!
সরে যায় উড়ে যায়
দূর নভে যায় ভাসি,
বিষণ্ণ অনিলে হেরি
ঢলি পড়ে হাসি হাসি!
এ কি রঙ্গ কি তামাশা
কিছুই বুঝিতে নারি,
ভালো কি বাসে না তারে?
এমনি কি বাসে নারী?
না তারেই বাসে ভালো,
সেই ভালো আমি দেখি,
শুধু, দিত যদি অশ্রুবিন্দু—
মরিতাম হৃদে রাখি!
মনে মনে এই কথা
কাতরে কহিনু আমি,
দেখিনু বিষণ্ণমুখী
ধীরে আসিতেছে নামি।
শুনিল কি? জানি না তো।
যেতে যেতে গেল চেয়ে।
ফুলে ফুলে উলসিনু
সে যাদু কটাক্ষ পেয়ে।
জীবনের পাতে পাতে
শীতলতা গেল মেখে,
লভিনু যৌবন চির
আমি সেই দিন থেকে।

তুমি জ্যোর্তিময় রবি

প্রতিদিন উষাকাশে
তুমি জ্যোর্তিময় রবি।
কারে দিতে উপহার
হৃদয়ের প্রেম ছবি,
কালকাল তুচ্ছ করি,
যুগ-যুগান্তর ধরি,
গাহিছ প্রণয় গীতি,
তরুণ অরুণ কবি!
হেথায় কে বোঝে তব
প্রাণের গভীর স্নেহ?
হৃদের অসীম রূপ
ধরিতে কি জানে কেহ?
ফুটাইতে পূর্ণ হাসি
আনন্দের জ্যোতি ঢালো
গাহিতে কে পারে হেথা
যত প্রেম যত আলো?
হাসিতে মুখের হাসি
'তাপ তাপ' উঠে গান;
প্রেমের বাসনা যত
বিলাসেতে অবসান।
হেথায় আকাঙ্ক্ষা শুধু
তৃপ্তি কেহ নাহি চায়;
চাহে প্রেম ততক্ষণ,
যতক্ষণ নাহি গায়।
রূপ হেয়া শুধু কথা,
চাহে না স্বরূপ-রূপ
সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু,
তারা খুঁজে মরে কূপ!
হেথায় চাহে না ভাব,
শুধু তারা চাহে কথা;
চাহে না হেথায় সুখ,
পেতে তারা চাহে ব্যথা!
সত্যের আসরে নাই
শুধু হেথা চাহে মায়া,

কে হেথা আলোক চাহে?
তারা শুধু চাহে ছায়া।
এই কি বিশ্বের ধারা
সসীমে অসীম লয়?
তবে কেন অশ্রু জল?
এ অশ্রু মোছার নয়!

আমার ঘুম ভেঙেছে

আমার ঘুম ভেঙেছে,
ওগো ভুল ভেঙেছে!
শীতের প্রভাতের আজ বসন্তের পাখি,
আঁধার বকুল শাখে উঠিয়াছে ডাকি;
কাননের প্রাণ টুটে,
কুয়াশা পড়িছে ছুটে,
আশার উষার রাগে মুখানি রেঙেছে,
আমার ঘুম ভেঙেছে,
এ নহে সে মধুমাস, ভুল ভেঙেছে!

যেতে যেতে বল, পাখি, কোন্ ফুলময় দেশে?
সুদূর প্রবাসে এই একাকী পড়েছ এসে!
দিশাহারা সাথী হারা,
ডাকিছে আকুল পারা,
সে গানের প্রতিধ্বনি হৃদয়ে জেগেছে,
আমার ঘুম ভেঙেছে,
ওগো ভুল ভেঙেছে!

না, পাখি, গেয়ো না আর অমন আকুল গানে!
দেখ দেখি কে চাহিয়ে তোমার মুখের পানে;
কেন গো উতলা তুমি?
এ নহে প্রবাস ভূমি,
তোমারই কানন এ যে, তব আশে বেঁচে প্রাণে।

সে দিনের কথা, হায়! মনে কি পড়ে না তোরে?
গাহিতিস শাখে বসি সুখের স্বপন ঘোরে।

থরে থরে ফুল ফুটে,
চরণে পড়িত লুটে,
হায় রে সে ফুল বটে বহুদিন গেছে ঝরে।

তবু তো এ বন সেই যদিও কুসুমহীন,
সবই আছে গেছে তার শুধু বসন্তেরই দিন!
তাই আজ, পাখি হারে,
চিনিতে নারিস তারে?
তোরি তরে যে হয়েছে এমন মলিন দীন!

যে দিন হইতে তুই গিয়াছিস দেশান্তরে,
সেই দিন হতে তার ফুলগুলি গেছে ঝরে।
সেইদিন হতে তার
হৃদি মন অন্ধকার,
সেই দিন হতে তার হাসি ছটা গেছে মরে!

আজ তুই চাহিলিনে, আজ তারে চিনিলিনে
প্রবাসীর মতো এসে আকুল সবার তরে।
সরলা কাননবালা,
কেমনে সহিবে জ্বালা,
সব দুঃখ ভুলে গেছে সে যে রে নেহারি তোরে!

বসন্তের নব আশা তাহার শীতের প্রাণে,
জাগিয়া উঠেছে যে রে তোর কুহু কুহু তানে;
হায় সে বসন্ত হরে
সে আনন্দ ম্লান করে
কেমনে চলিয়া যাবি কি নিঠুর সেরে হেনে?

ভালোবেসেছিস তুই একদিন যারে,
এবে ফুলহীন বলে
কেমনে যাইবি চলে,
ভাসাইবি নিরাশায় কেমনে তাহারে!

পাখিটিরে, এলি যদি পথ ভুলে, গা রে গা হৃদয় খুলে,
মরমের সাধখানি পুরুক তাহার।
কাননের ফুলহাসি,
করিসনে যেন বাসি,
ফুটেছে শীতের প্রাণে বসন্ত বাহার;
ঘুম ভেঙেছে আমার, ভুল ভেঙেছে আমার!

কলিকালে কালোরূপ

সখি ওলো! চুপে চুপে বলি শোন,
পাইয়াছি দরশন,
কলিকালে কালোরূপে আলো-করা-শ্যাম!
নাই বটে পীত ধড়া,
বাঁশি গোপী-মনচোরা;
শিরে শুধু শোভে পগ্‌গ, কটিতটে চাম!

মরি তাহে কি বাহার!
উপমা কি দিব তার,
প্রকৃতির কোনো দৃশ্যে সে আনন্দ নাই!
মুরতি দেখিলে দূরে
অমনি হৃদয় পুরে,
কি আবেগ উথলিত কেমনে বুঝাই?

অধীর চঞ্চল মন,
আসে হেথা কতক্ষণ!
পিয়াসিত উপহার পাব কতক্ষণে?
হেরি বটে অনিমিখে,
দ্রুত ধায় এই দিকে,
গজেন্দ্রগামিনী তবু আমার নয়নে!

সজনি বল গো বল
আমার এ কেমন হল!
একদিন না হেরিলে শান্তি নাহি মনে।
হৃদয় কেমন করে,
নয়নে সলিল ঝরে
কি মোহ নিয়া সে ফিরে-বলিব কেমনে!

সরমের খেয়ে মাথা
বলি আর এক কথা,
বলিসনে মাথা খাস যেন লো কাহারে;
একা আমি নই; বোন,
আরো হেন কত জন,
তার পথ পানে চেয়ে হা হা করে মরে!

কি শুধাস ওগো সখি?
নাম ধাম বলিব কি?
কিছু আর নাহি জানে অবোধ এ রাধা!
প্রিয় হস্তাক্ষর দেখি
মজিয়াছে শুধু আঁখি!
পেয়াদা সে, এই জানি, ডাকের পেয়াদা!

মধ্যাহ্ন সংগীত :

মধ্যাহ্ন

নিস্তব্ধ নিঝুম দিক
শ্রান্তি ভরে অনিমিষ,
বসন্তের দ্বিপ্রহর বেলা;
রবির অনল কর
শীতলিতে কলেবর
সরোবরে করিতেছে খেলা।

বায়ু বহে শন শন,
বিকশিত উপবন,
ঘুঘু ডাকে সকরুণ ডাক;
মাঝে মাঝে থেকে থেকে
কোথা হতে ওঠে ডেকে
কঠোর গম্ভীর স্বরে কাক।

নীল নীলিমার গায়
সাদা মেঘ ভেসে যায়,
চিল উড়ে পাতার সমান;
চাতক সে ক্ষুদ্র পাখি
সকরুণ কণ্ঠে ডাকি
মেঘ চায় ডুবাইতে প্রাণ।

মুকুলিত আম্র শাখে,
পল্লবিত তরু থাকে,
কুহু কুহু কোকিল কুহার;
হিল্লোলিত সাঁরো কায়া,

ঘুমায় গাছের ছায়া,
গাভী নামি জলপান করে।

এলোচুলে মেয়েগুলি
কলস কোমরে তুলি,
স্নান করি গৃহে ফিরে যায়।
একটি রাখাল ছেলে
দূর মাঠে গরু ফেলে
কুঞ্জবনে বাঁশরী বাজায়!

স্রোত

স্রোত হাসে খেলে,
মধুর বয়ে যায়;
আপনা ভাবে ভোর
কারে না ফিরে চায়।

কে দেখে মুগ্ধ আঁখে,
কে কাঁদে বসে তীরে?
কে তারে ভালোবেসে
পরান সঁপে নীরে।

সে কি তা দেখে চেয়ে
জানিতে সে কি পায়!
সে শুধু হেসে খেলে
আপনি বহে যায়!

সে জানে সংসারে
সে শুধু নিজে আছে,
সাধের ঢেউগুলি
রয়েছে হিয়া কাছে।

উছলে যৌবন
সমীরে দিবানিশি,
ঢালিছে সুখছটা
তারকা রবি শশী।

প্রমোদে উথলিত
স্বপনে ঢল ঢল,
সে কি গো দেখে চেয়ে
দুঃখের আঁখি-জল!

কে তার পায়ে ঝাঁপে,
কে মরে উপেখায়,
জানিতে পারে সে কি?
শুধু ভাসিয়ে নিয়ে যায়!

পাষাণ উপকূলে
আছাড়ি ফেলে শেষে,
যে যায় সে যায় শুধু,
স্রোত সে বহে হেসে!

তরু ও লতার বিলাপ

লতা বলে—
তুমি তরু, ক্ষুদ্র আমি লতা,
ভালোবাসি নাহিকো ক্ষমতা।
যত বাসি আরো বাসিবার
হৃদে ওঠে বাসনা অপার,
কিছুই তো পুরে না তাহার
থাকি যায় শুধু আকুলতা!

তরু বলে—
প্রেয়সী আমার!
ভালোবেসে নাশিছ জীবন!
পুরে না তবুও আকুলতা,
না জানি সে বাসনা কেমন!

সোহাগের বন্ধনের ফেরে
তনু অবসন্ন জর জর,
বিহ্বল প্রেমের সুধা ঘোরে
জ্ঞানহীন আছি মর মর।

একদিন ছিনু বটে তরু,
এখন যে কাঠমাত্র সার;
ক্ষুদ্রলতা আজি সে বিশাল,
পদতলে পড়ে আছি তার!

কোমলতা ভেঙেছে পাষাণ,
লতাতেই পড়িয়াছি ঢাকি,
পূরিল না বাসনা এখনও?
মরিতে যে আছি শুধু বাকি!

কেউ চাহে না আপন পানে

কি রকম এ দাবি তোমার?
সদাই চাহ ক্ষমা ক্ষমা,
একবার হিসাব খুলে দেখ দেখি
কতটা রেখেছ জমা!

বাকি কিছু রাখ না তো
পেলে পরের খুঁটিনাটি!
তখন, পদদাপে আঁৎকে উঠে
ঘরের মধ্যে পাষাণ মাটি।

তারা বুঝি গরীব দুখী
কর্মের ফল তাদের বেলা!
নবাবের আর কে দেয় জবাব,
আপনি কর লীলা খেলা!

সবাই পাপী সবাই তাপী,
অপরাধী বিশ্বজোড়া;
তুমিই কেবল মাঝখানেতে
দাঁড়িয়ে আছ ফুলের তোড়া!

তোমার দোষ কি দোষের বাচ্য?
বক্ষ ফাটে রাগে ভারি;
অযতনে রতন মলিন,
দোষটা সে তো জগতেরি!

এ কি হায় রে ধরার ধারা!
কেউ চাহে না আপন পানে,
সবাই কেবল ভ্রূ বাঁকায়ে
পরের প্রতি দৃষ্টি হানে!

বঙ্গের বিধবা

কে তুমি ধরায়, সতি,
পবিত্রতা মূর্তিমতী,
শুভ্র সুবিমল যেন প্রভাতের ফুল?
নাহি সাজ সজ্জা কোন,
মণি রত্ন আভরণ;
আপন রূপেতে তবু আপনি অতুল।
সংসার কঠোর ঘোর,
ভেঙেছে আশ্রয় তোর,
ছিন্ন বৃন্তে বিকশিত সৌন্দর্য তরুণা;
ম্লান ধরাতলে বাস,
অধরে অটুট হাস,
হৃদয়ে লুকানো অশ্রু, নয়নে করুণা।
আপনার নাই কেহ,
বিশ্ব তাই নিজ গেহ,
পরকে আনন্দ দানে তোমার মহিমা;
যে যায় দলিত করে
তব বাস তারো তরে,
বঙ্গের বিধবা তুমি স্বর্গের গরিমা!

'থাক' ভোর

তুমি, রূপসীবালা নিয়ে,
বিলাশে থাক ভোর,
তোমার তরে মোর
ঝরুক আঁখি লোর।

তুমি, তাহার কানে ঢাল
মধুর প্রেম-ভাষ!
হেথা, বিরহে আমি ফেলি
আকুল দুখ-শ্বাস।
তুমি, বিহ্বলে থাক ভুলে,
শোন হে মধু গান,
তোমায় স্মরি আমি
হুতাশে ধরি প্রাণ।
তুমি দিবস যামি
স্বপনে থাক লীন,
জীবন যাপি আমি
গনিয়ে পল দিন।
ডেকো না কাছে শুধু
একটু দূরে থাকি,
ছুঁয়ো না, সখা, শুধু
উহাই রাখ বাকি।
আমি তো সেই আমি,
তেমনি আছি তব,
শুধু সে প্রেমাদর
স্বামি গো, নাহি সব।
পরিপূর্ণ বিশ্বাসের
করেছ অপমান,
তোমার সেই আমি,
শুধু দেহেব ব্যবধান।
এ হৃদি ভাঙা চোরা,
তবুও তোমা রত,
শুধু সে মিলনের
হয়েছে দিন গত।
সুখেতে শুধু নহি,
দুঃখেতে সেই আমি,
জীবনে নাহি আর
মরণে অনুগামী!

কি দোষ তোমার

অর্জুনের প্রতি জলকুমারী উলুনি

কি দোষ তোমার!
দোষ যদি কারো থাকে দোষ বিধাতার!
দেবতা ক-জন হেথা ফুল শত শত!
যদি কোন পুণ্যফলে কোন সুপ্রভাতে
উষার আলোক শুভ্র শুভ্রতর করি—
কোন সৌম্য দেবমূর্তি প্রকাশ নয়নে,
থাকিতে পারে কি তারা? থাকিবে কেমনে!
যুক্ত করি দিয়া রুদ্ধ চির জীবনের
আবেগিত তরঙ্গিত ক্ষুব্ধ আলোড়িত
মানস পূজার তপ্ত আকাঙ্ক্ষা উচ্ছ্বাস,
নিমেষেতে শত ফুল পায়ে এসে পড়ে;
তুমি কি করিবে, দেব, কি দোষ তোমার!
চরণ সরায়ে নিয়ে তুলিতে একটি
প্রফুল্ল পাপড়ি শত মুহূর্তে দলিত,
ভালোবেসে লও যারে হৃদয়ে তুলিয়া
সরমে মরমে ঢাকি সভয়ে সংকোচে
সেও চাহে খসিবারে শতধা হইয়া,
প্রতিক্ষণে অনুভবি হীনতা আপন।
এইরূপ ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে যারা,
তুমি কি করিবে দেব করুণা করিয়া!
চরণ সামগ্রী তারা হৃদয়ের নহে,
চরণে লভিতে চাহে দুর্লভ মরণ।
সহস্র সোহাগময় আদর যতন
বাঁধিয়া রাখিতে নারে হৃদয়ের পরে।
এই যদি, এই হবে, এই হোক তবে,
বিফল জীবন চেষ্টা করো না ওদের;
দাও মৃত্যু, দাও পুণ্য, যাও চলে যাও,
মরিয়া যাদের সুখ মরুক তাহারা।
তুমি কি করিবে দেব, কি দোষ তোমার!

"চুপ চুপ"

কচের প্রতি দেবযানী

বজ্র হতে রুদ্র স্বরে হইল ধ্বনিত—
"চুপ চুপ", স্তম্ভিত মুখের বাণী!
হৃদয়ের কথা হায়! কহিবারে গিয়া
তরাসে কম্পিত দেহ নীরব রসনা;
দেবতার অভিশাপ, প্রভুর আদেশ।
তাই হোক্, কিন্তু দেব অন্তর নিভৃতে
গিরি গর্ভে জ্বালামুখীসম উদ্গীরিয়া
প্রচন্ড অনল, চলিছে যে আলোড়ন
তরঙ্গিয়া ইথরের অণু পরমাণু
তার কি করিলে? নীরব সে মহাভাষা
শুনিছ না তুমি? কি করিব নিবারিতে
নাহিকো ক্ষমতা; সদাই সশঙ্ক-চিত
তব আজ্ঞা লঙ্ঘি পাছে, ইচ্ছা আটকিয়া
বধি তারে, পারি না তা, অনন্ত প্রবাহে
উথলিছে শতোচ্ছ্বাসে ভীষণ তরঙ্গে।
প্রভু হে, নীরব যদি করিলে রসনা,
এক ভিক্ষা মাগি, নাথ পূর্ণ কর তাহা—
দাও বর, অভিশাপ, দাও আজ্ঞা দাও,
এ হৃদয় রসনাও স্তব্ধ হয়ে যাক;
প্রকান্ড ভাষার রাজ্য নিস্তব্ধ হউক,
সৃষ্টির পূর্বের শান্তি রহুক ধরণী।

কেমনে ভুলি

সে ভুলেছে, আমি কেমনে ভুলি!
নতুন বসন্তে নতুন হাওয়া,
মধুর নয়নে মধুর চাওয়া,
ফুল তুলে চুলে পরাইয়া দেওয়া,
থাকিয়া থাকিয়া পাপিয়া বুলি,—

হায়! সে ভুলেছে বলে কেমনে ভুলি!
গাছের তলায় খেলার ভান,

প্রাণের মাঝারে প্রেমের টান,
কথায় কথায় মান অভিমান,
ভালোবাসে কিনা এই আকুলি,—

হায়! সে ভুলেছে তাই কেমনে ভুলি!
ধীরে ধীরে বলা মনের কথা,
নয়নের নীরে প্রেম-আকুলতা,
পুরাতন ছলে নূতন ব্যথা—
আবেগে দেখান হৃদয়খুলি,—

হায়! সে ভুলেছে বলে কেমনে ভুলি!
স্বপনেতে যেন আত্ম-বিনিময়,
সুখের সাগরে মগন হৃদয়,
মুহূর্তের মাঝে অনন্ত বিলয়,
স্বর্গে পরিণত মরত ধূলি।
ওগো! সে কি ভোল যায়! কেমনে ভুলি!

অলি ও ফুল

অলি। সখি, সকালে ফুটেছিলে,
বিকালে মর মর,
হায়! সে নব রূপরাশি
মলিন ঝর ঝর;
নাহি সে মধু হাসি,
নাহিতো সে পরিমল,
হেরিয়ে মুখ পানে
নয়নে আসে জল।

ফুল। কিসের দুখ সখা!
না হয় গেছে রূপ,
না হয় লুটিব ভূমে
শুষ্ক দল স্তূপ!
আমার ছিল যাহা
সুগন্ধ রূপবিভা
সব তো দিয়ে গেছি,
ঝরিব ক্ষতি কিবা!

অলি। ক্ষতি কি জানি না তো,
হৃদয় কাঁদি কহে—
অমন রূপরাশি
কেন না চির রহে!
ফুটিতে না ফুটিতে
অমনি ম্লান মুখ,
তিয়াস সার শুধু,
সুখ সে কতটুক?

ফুল। 'সুখ সে কতটুক'!
তা নহে ভুল তোর,
দুখ যা দিয়ে যাই,
সুখই সব মোর!
ফুটিয়ে থাকিতাম
যদি গো চিরস্থির,
দিতে কি উপহার
করুণ আঁখি-নীর?
আদর করিতে কি
এমন প্রাণভরে?
যদি না এ রূপ নব
থাকিত চিরতরে?
বাসনা তৃষা হলে
তোদেরই জাগে প্রাণে,
মোরা ফুটিয়ে ঝরে যাই
সুখের মাঝখানে।

অলি। তা যদি সেই ভালো!
আমরা কেঁদে মরি,
তোমরা চিরদিন
আদরে যাও ঝরি!

নীরব বীণা

আমি নীরব বীণা, অতি দীনা,
ভাঙা হৃদয়খানি,
আমার ছেঁড়া তার, নাহি আর
মধুর বাণী!
প্রাণের কথা যত, মাগো গেয়েছি তো
সকলি,
মনে নাই যার, এখন তারে আর
কি বলি?
গান গাহে যারা, গাক তারা,
জানাক ব্যথা;
আমার নাহি ভাষা, নাহি আশা,
শুধু আকুলতা।
সবাই বোঝে হেথা, বলা কথা,
কে বোঝে নীরব প্রাণে?
কেহ কি বুঝিবে না—একজনা?
কে জানে!

আমার সে ফুল দুটি

সারাদিন পথ চেয়ে থাকি!
ধীরে ধীরে রবি উঠে অন্ধকার পড়ে টুটি
ফুলগুলি মেলে হাসি আঁখি,
সারাদিন পথ চেয়ে থাকি।
আমার যে ফুল দুটি কখন উঠিবে ফুটি
উষার বরণ রাঙা মাখি?
সারাদিন এই আশে থাকি!

হল বেলা চলে গেল,
ধীরে ওই সন্ধ্যা এল,
আলোক আঁধারে বাঁধি বিবাহ বাঁধনে;
আধেক আঁধার ভাসে,
আধেক আলোক হাসে,
সব এক হয় শেষে মিশিয়া দু প্রাণে।

সবে প্রভাতের বেলা ·
ফুটেছে যে ফুলবালা,
নবীন বরণ মাখা কিশলয় সাজে,
তাদের ফুরালো খেলা,
সমাপন করি পালা,
ঝরে ঝরে পড়ে সরে দু-দণ্ডেরি মাঝে!

নাই সে মোহিনী সাজ, প্রফুল্ল বয়ান,
বেশ ভূষা সব বাসি,
মলিন সে ফুল্ল হাসি,
নাট্যশালা হতে সবে করিছে প্রয়াণ;
আর এক পথ দিয়ে
নূতন সৌন্দর্য নিয়ে
ফুটিছে তারার ফুল ঝলসি নয়ান।

এক আসে এক যায়,
না ফুরাতে হায় হায়,
সে 'হায়ে' নূতন হাসি অমনি ফেলে রে ঢাকি;
যে যায় সে শুধু যায়, যেমন তেমনি হায়,
জগতের সব বুঝি ফাঁকি!
সারাদিন পথ চেয়ে থাকি!
আসে রাত সন্ধ্যা যায়, প্রাণ করে হায় হায়,
কোথা সে হৃদয়ের আঁখি?

আমাতে যে আমি হারা কখন আসিবে তারা,
আকুল নয়নে চেয়ে দেখি;
কিছু তারা বলে না তো
বাতাস-টুকুর মতো
কি জানি কখন আসে, শুধু চেয়ে থাকি!

আসে তারা অতি ধীরে,
ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায় ফিরে,
শত ফুল সে পরশে হৃদয়ে ফুটিতে চায়;
না খুলিতে দলগুলি,
না চাহিতে মুখ তুলি,
হাসিমাখা সে সমীর পলকে মিশায়ে যায়!
ফুটো ফুটো দলগুলি
বিষাদের তান তুলি,

একে একে পড়ে নুয়ে মরমে মরম ঢাকি,
সারাদিন পথ চেয়ে থাকি।
ধীরে ধীরে রবি উঠে অন্ধকার যায় টুটে
ফুলগুলি মেলে হাসি আঁখি;
সারাদিন পথ চেয়ে থাকি!
আমার সে ফুল দুটি কখন উঠিবে ফুটি
উষার বরণ রাঙা মাখি;
সারাদিন পথ চেয়ে থাকি!

সিন্ধুর বিলাপ

নাহি দিবা নাহি সিন্ধু, যাম,
অবিশ্রান্ত কেন অবিরাম
গাহিতেছ বিষাদের গান?
বিঁধাইয়া পরানে পরানে
শ্রোতাদের পশে যে গো কানে
একই ওই বিলাপের তান!
কি বাসনা বল মনে মনে
জাগিতেছে গোপনে গোপনে?
কিবা সে এমন উচ্চ আশা
পুরাইতে হয়েছে পিপাসা?
যার তরে শ্রান্তি-বিন্দু নাই,
ঝটিকার বিপ্লব সদাই,
বেগে তোড়ে করে আলোড়ন
তোমার মহান হৃদি মন?
কিসের অভাব সিন্ধু তব?
পৃথিবীর ধন রত্ন যত—
সকলি তো উরসে তোমার।
কটাক্ষেতে চরাচরগ্রাসী,
কত রাজ্য সাম্রাজ্য বিনাশি
আপনি করিছ অধিকার!
জলধি গো তোমার প্রতাপে
চারিদিক ভয়ে সদা কাঁপে,
নাহি সীমা তব ক্ষমতার।

অনন্ত ক্ষমতাশালী তুমি
ইচ্ছায় লভিতে পার ভব,
কেন তবে কাঁদ দিবানিশি,
কি আশা সে পোরে নাই তব?
ওই উচ্চ পাহাড়ের গায়
উছলিয়া রজত-কণায়,
ঝরনার ক্ষুদ্র এক রানী
হাসি হাসি খেলিয়া বেড়ায়।
ভালো কি বাসিয়া তবে ওরে
হারায়েছ সুমহান মন?
ক্ষুদ্র এক হৃদয়ের কাছে
সকলই দিয়েছ বিসর্জন?
তোমার মহিমা-গৌরব,
দোর্দণ্ড প্রতাপ সীমাহীন,
একটি বালার পদতলে
সকলই কি হয়েছে বিলীন?
একটি সে অণুতম হৃদি,
তুমি কত উচ্চ সুমহান,
তুমি সে চরণে আজীবন
অশ্রুর তরঙ্গ করি দান,
তবুও সে হৃদয় দেবীর
পাওনি কি, পাওনি কি মন?
তাই কি গো দিন-রাত ধরে
সদা হেন বিষাদ-ক্রন্দন?
কিংবা গো বিফল হয়ে প্রেমে
নাহি কোন পেয়ে প্রতিদান,
আপন গৌরবে তোমার
দারুণ বেজেছে অপমান?
তাই বুঝি হৃদয়ের সনে
মত্ত আছ সদা ঘোর রণে,
বশেতে আনিতে চাও বুঝি
বিদ্রোহী সে অবাধ্য পরান?
তাহাও তো নহে গো, জলধি,
কে না বল ভালোবাসে তোরে?
দেখিলে ও সৌন্দর্য গভীর
কার হৃদি প্রণয়ে না পোরে?

অবিশ্রান্ত দিন রাত ধরে
বড় ব্যগ্র বিয়াকুলমনা,
সঁপিতে তো ওই পদে প্রাণ
চলিয়াছে ছুটিয়া ঝরনা।
অতুল ও রূপের তোমার
কি আছে যে ক্ষমতা মোহন,
দেখিলে একটিবার যে গো
অমনি মোহিত ত্রিভুবন।
যে মুহূর্তে প্রাণ নিয়ে যায়
জলধি করিতে থাক খেলা,
তখনো যে মুগ্ধ আঁখে তোরে
নেহারে সে মরিবার বেলা।
কিছুরই অভাব নাহি তব,
ইচ্ছাতেই পূরে যে কামনা;
তবে কেন কাঁদ দিন-রাত
শুধাই গো তোমারে, বল না?
কত হতভাগ্য নর-নারী
হৃদে পুষি দারুণ হুতাশ,
কাটাইছে দিবস-যামিনী
নাহি তার বাহিরে প্রকাশ;
প্রলয়-ঝটিকা ধরি মনে
নাহি ফেলে একটি নিশ্বাস,
আঁধার মরম অতি ঘোর
অধরেতে হাসির বিকাশ!
তব সম কত অশ্রুসিন্ধু,
লুকায়ে রয়েছে ধরি বুকে;
এক ফোঁটা জল তার তবু
উথলে না নয়নে সে দুখে।
জলধি গো—
দুঃখ নেই জ্বালা নেই ভবে
কেন কাঁদ সারা দিন ধরে?
কিছুরই অভাব নাহি তব,
কেন কাঁদ কাঁদিবারি তরে?

বলি শোন খুলে

হেদে বিন্দে বলি শোন খুলে
ননদী বলেছে আর আসিতে দেবে না কুলে।
গৃহেতে রাখিবে বন্ধ,
নয়ন করিবে অন্ধ,
কালোরূপ-নিধি আর দেখিতে পাব না মূলে।
হৃদি হতে প্রেমলতা শুকায়ে ফেলিবে তুলে!
স্বজনি লো, মিছে কহিছি না,
কাঁদিব কি—কথা শুনে হাসিয়ে বাঁচি না!
বিশ্বে যা আনন্দ পুণ্য,
যাহা বিনা সব শূন্য,
যে নারী সে প্রেমমর্ম না জানে, সে অতি দীনা!
আহা মরি কি বুদ্ধি ধারালো!
দেহই বাঁধিল যেন, কেমনে বাঁধিবে মন, হ্যাঁ লো,
হৃদয়ে হৃদয়ে আঁকা,
যে মধু মুরতি বাঁকা,
প্রাণের পরানে পূর্ণ যে অরূপ রূপ কালো ;
আহা মরি বড় ফন্দি!
শরীর করিয়ে বন্দী।
হরিবে সে জীবন-জীবন্ত প্রেম আলো।
ভালো সই ভালো খুব ভালো!
জানে না কি এই দীনা রাধা,
ভুবন-ঈপ্সিত রূপ শ্যামেরই হৃদয় আধা?
মুদিলেও এ নয়ান,
জ্বলে আঁখে সে বয়ান,
সে মূর্তি দর্শনে তবে কেমনে কে দিবে বাধা?
হিংসুকে সখি রে হায়!
এ প্রেম ঘুচাতে চায়;
দু-মুঠো বালুকা দিয়ে এ বুঝি সমুদ্র বাঁধা!
কাঁদিব কি হাসি তাই, বিষাদ বিস্ময় বাঁধা।

অপরাহ্নে

এ কি অপরূপ ঘটা!
পূরবে চাঁদের আলো পশ্চিমে অরুণচ্ছটা;
রঙের তুফান ওঠে,
পদ্মা, কুলু কুলু ছোটে,
বিকালে উষার লালে রঞ্জিত বটের জটা।
দূর-দূরান্তর পুরে,
কোকিল পাপিয়া ঝুরে,
এ ভাঙন ধরা, হায়, বিজন তটিনী-তীরে—
পশে কি পশে কানে,
স্বপনের মতো প্রাণে,
জাগায়ে অতৃপ্তি ব্যথা শূন্যে তা মিলায় ফিরে
হেথা শুধু সাথে থাকি
ডাকে কে অচেনা পাখি
ঘড়ির কাঁটার তানে মুহুর্মুহু টুক টুক;
বাবলার ফুল আর,
শূন্যে ঢালে উপহার,
কি জানি তাহার প্রাণে ইথে কতখানি সুখ।
আচম্বিতে দুরদাড়
খসে খসে পড়ে পড়ে,
নিস্তব্ধ প্রান্তরে তার জেগে ওঠে প্রতিধ্বনি
অর্ধমূল মাটিহীন,
জটাজুট জলে লীন,
বৃদ্ধ বট প্রতিক্ষণে কাঁপে আয়ু ক্ষীণ গনি
ফেলে শ্বাস মাঝে মাঝে,
যেন কি বেদনা বাজে,
যেন মনে ওঠে জেগে পুরাণ স্মৃতির ভার;
কত লুপ্ত ইতিহাস
তার হৃদে স্বপ্রকাশ
কত সুখ দুঃখ খেলা অভিনীত তলে তার।
আজি হায় কেহ ভুলে
আসে না এ তরুমূলে?
সঁপিয়ে গিয়াছে এরে একেলা মৃত্যুর কাছে।
পরিত্যক্ত তরুবর,
ক্ষীণ ভগ্ন কলেবর,
পুরাণ সে স্মৃতি ধরি বুঝি-বা বাঁচিয়া আছে?

*

নিভিল রবির জ্যোতি,
চন্দ্রমা উজ্জ্বল অতি,
স্তম্ভিত নয়নকোণে, দুই ফোঁটা অশ্রুধার;
সহসা বিস্ময় ত্রাসে,
চমকি চাহিনু পাশে,
আকুল নিশ্বাস যেন পশিল শ্রবণে কার!
এ কি রে কাহার ছবি?
এলোকেশী কে মানবী?
বিষণ্ণ গম্ভীর মূর্তি ছল ছল দুনয়ান!
প্রাণের স্বপন যত
বুঝি এইখানে হত,
তরু কি গাহিতেছিল ইহারি বিলাপ গান!
স্পন্দহীন অনিমেষ
দেখিতেছি সেই দেশ,
সহসা চাহিল নারী এইদিক পানে ফিরে;
দেখিয়া অচেনা আঁখি
ক্ষণেক চমকি থাকি
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি চলি গেল উঠি ধীরে!
কি যেন কি মনে করে,
ডাকিনু কাতর স্বরে,
কে তুমি সলিল? তব কি যন্ত্রণা দুঃখ?
গেল চলে শুনিল না,
একবার চাহিল না,
বুঝি ভুল করিয়াছি লাজেতে কাঁপিল বুক;
পাখিটি মাথার পরে শুধু করে টুক্ টুক্!

নহে অবিশ্বাস

সখা গো, এ নহে অবিশ্বাস;
অপূর্ণ মনের ইহা অতৃপ্ত উচ্ছ্বাস।
তাই অশ্রু অভিমান,
তাই এ বেদনা গান,
তাই এই বুক-ফাটা দুরন্ত নিশ্বাস।
সখা গো, এ নহে অবিশ্বাস!

তব পুণ্য প্রেমে যদি করিব সংশয়,
কোথায় নির্ভর কোথা এ নিখিলময়?
ঈশ্বরের অনুরূপ সত্য সুমহান
তোমার ও সুনীরব আত্ম-প্রেম দান।
তৃপ্ত আছ ভালোবেসে,
যা পাইছ লও হেসে,
আকাঙ্ক্ষা, অভাব কিবা নাহি কোন জ্ঞান!
আত্মা মোর অনুভবে ও প্রেম-মহিমা,
জ্ঞানেতে বুঝিতে পারি নাহি তার সীমা;
তবুও যে মাঝে মাঝে এই হা-হুতাশ,
হৃদয় বাহিরে চাহে হৃদয় প্রকাশ।
মনে রেখো অসম্পূর্ণ মানব-প্রকৃতি,
অপূর্ণ প্রেমেতে তার এইরূপ রীতি!
তাই সাধ দেখিবার
অভাবের অশ্রুধার,
একই কথা শুধাইতে তাই চায় নিতি।
তোমার প্রাণেতে ইথে যদি লাগে ব্যথা,
আর, সখা, তুলিব না হৃদয়ের কথা;
আর শুধাব না, সখা, ভালোবাস কি না,
আজ হতে আঁখি মোর হবে অশ্রুহীনা।
কি কথা কহিব তবে কি গাহিব গান?
প্রেমেরি বাসনা পূর্ণ হায় যে এ প্রাণ!
হোক সে বাসনা রুদ্ধ,
চলুক মরণ-যুদ্ধ
নীরব অশ্রুতে হোক সে তাপ নির্বাণ!

এই তো দেখিনু

এই তো দেখিনু একটি বোঁটায়
দুইটি কুসুম প্রণয় ভরে,
আপনার মনে হাসিছে খেলিছে
মিশায়ে হৃদয় হৃদয় পরে;

একটি শোনিত লহরী উচ্ছ্বাস
বহিছে দুইটি হৃদয় দিয়া,

একটি নিশ্বাস বায়ুতে কাঁপিয়া
উঠিছে পড়িছে দুইটি হিয়া।

কোথায় সে ভাব সে প্রেমের লীলা!
কেহ যে আর কারে না জানে;
আজন্ম কালের প্রেমের বন্ধন
মুহূর্তে এমনি বিলীন প্রাণে!

হারে দুষ্ট বায়ু! তুই মাঝে এসে
কেন ফিরাইলি দুইটি মুখ?
সে মুহূর্ত আর আসিবে না ফিরে,
ঝরে যাবে দল, ভাঙিবে বুক!

সন্ধ্যা সংগীত

সন্ধ্যা

সুনীরব সন্ধ্যাকালে পূরব গগন ভালে
জ্বল জ্বল তারা দুটি চাহে হেসে হেসে;
বায়ু বহি মৃদু মন্দ মধুর চাঁপার গন্ধ
পাতার বিতান হতে আসে ভেসে ভেসে।

নিভৃত নিকুঞ্জবাটী, বসে আছি একেলাটি
নয়নে আঁধার জাগে স্নিগ্ধ অভিরাম;
নভপটে ছায়া ছায়া স্পন্দহীন তরুকায়া
ধ্যেয়ায় একাগ্রচিত্তে কি রহস্য নাম।

বকুল শাখাটি নুয়ে দুলে দুলে মাথা ছুঁয়ে
দু-একটি ফেলে কোলে ফুল টুপটাপ;
প্রশান্ত সরসী তলে ঘটাইছে ছায়া দলে
গভীর প্রাণেতে তার কি যেন বিলাপ।

মালতীর লতা গাছে ফুলে ফুলে ভরিয়াছে,
আঁধারে রূপের আলো চমকে নয়ান;
সুদূর মন্দির মাঝে পূরবী রাগিনী বাজে,
তুলিয়া প্রাণের প্রাণে অনন্তের তান।

শিশু হরি

গিয়েছে বেলা বয়ে এসেছে সন্ধ্যা হয়ে,
শ্রীহরি মা মা কবি ছুটিয়ে আসে;
দেখে মা নাহি ঘরে খুঁজিয়ে গৃহে ফিরে,
আকুল আঁখি নীরে পরান ভাসে।

মেলেতে ভাসে চাঁদ জ্যোৎস্নার নাহি বাঁধ,
তারকা ফুটে ওঠে, গগনময়;
এই তো চাঁদমামা, কোথায় মাগো আমা,
কে দিবে টিপ ভালে এই সময়?

আকাশে আঁখি তুলে, শ্রীহরি ফুলে ফুলে
কেবলি কাঁদে আর কাতরে ডাকে।
মা আসি হেন কালে, মুখানি চুমি বলে,
ভেবে যে সারা হই দেরির পাকে!

কাঁদিয়ে গলা ধরি, হাসিয়ে বলে হরি,
মা গো মা সারাদিন কোথায় ছিলে?
এনেছি দেখ ফুল, পরিয়ে দেব দুল,
যাব না কোথা আর তোরে মা ফেলি!

সন্ধ্যার স্মৃতি

প্রতিদিন দূর হতে তোমা পানে চাই,
আঁখির কিরণ দুটি
আঁখি পরে পড়ে লুটি,
গভীর হরষ মাঝে মগ্ন হয়ে যাই।

আমি সন্ধ্যা পৃথিবীর অতি দীন হীন,
নাহি গুণ, রূপ রাশি
ভুলিয়ে যদি-বা হাসি
বিষাদ অশ্রুর জলে তাহাও মলিন।

তুমি বালা সন্ধ্যাতারা স্বরগের আলো!
এত কথা এত হাসি,
এত ভালোবাসাবাসি,
ক্ষুদ্র আমা-পরে কেন এত মায়া ঢালো?

পাতা না ফেলিতে চায় অবাক নয়ন,
পলকে যদি কি জানি
হারাই ও হাসিখানি,
এই ভয় হিয়া মাঝে জাগে অনুক্ষণ।

ও হাসি অমৃতময় স্বরগের ভাষা,
ও হাসির জ্যোতি ছুটে
অসীম শূন্যেতে লুটে
পুরাইছে জগতের সৌন্দর্য-পিপাসা।

সুরের লহরী আধো সেই ভাষা গায়,
শিখে আধো-আধো খানি
মলয় বায়ু সে বাণী
শিখাইছে বনে বনে কুসুম লতায়।

প্রেমের যৌবন স্বপ্ন সে হাসির ছায়া,
শিশুর অস্ফুট বাণী
সেথাকার স্মৃতিখানি,
সোথাকার মধুময়, শেষ মোহমায়া।

সে ভাষা বুঝিতে গিয়ে হৃদয় আকুল,
যতই বুঝিতে যাই
কিনারা নাহিকো পাই,
ভাবের তরঙ্গ মাঝে হয়ে যায় ভুল।

আপনার ভাষা যেন গিয়াছি ভুলিয়া,
মনে পড়ে পড়ে এই—
ধরি ধরি আর নেই,
প্রাণের অন্তর প্রাণ ওঠে আকুলিয়া।

পড়ে না পড়ে না তবু পড়ে যেন মনে,
যেন দূরে অতি দূরে
কোন এক সুরপুরে
এক সাথে আছিলাম মোরা দুই জনে।

সেথায় বসন্ত চির স্বপনে আকুল,
সেথাকার স্নেহ প্রীতি
কেবল নহে গো স্মৃতি,
ঝরিতে ফোটে না তাই সেথাকার ফুল।

সেথায় কাহার যেন আনন্দের তরে,—
সখিগণ মিলিমিশি সাজিয়াছে দিবানিশি
কুসুমের সবিমল সযতনে ধরে,
সেথায় কুসুম নাহি ঝরে।

যেন কত ফুল বাস চয়ন করেছি,
তুলিয়ে শান্তির বাস,
মিলায়ে আশার হাস,
গাঁথিয়ে মালার রাশ গলায় পরেছি।

যেন গীত সুরে সুরে রচেছি শয়ন,
হাসির সুবাস তুলে
মুকুট করেছি চুলে,
বসন রচেছি করি সুষমা চয়ন।

ভুলে ভুলে যেন যাই, যেন জাগে প্রাণে,
না হইতে মালা গাঁথা,
না হইতে হাসি কথা,
স্বপন বালক দুষ্ট তার মাঝখানে—

চুপি চুপি লুকোলুকি উপবনে আমি
ফুঁ-দিয়ে উড়াত ফুল,
টেনে খুলে দিত চুল,
ছিঁড়ে দিয়ে বাসি মালা সারা হতো হাসি।

ধরিতে যেতেম মোরা যদি তারে রাগে,
দূরে থেকে হেসে হেসে
ছুটে ছুটে পালাত সে
কনক মেঘের দ্বার খুলি আগেভাগে।

সহসা প্রমোদ হাসি হতো অবসান,
একটি নূতন লোক,
সেথাকার দুঃখ-শোক,
মনে পড়ে আঁখি পথে হতো ভাসমান।

কতশত জন সেথা দুঃখ শোকাতুর,
করিতেছে হাহাকার,
উথলিত অশ্রুধার,
তখনই সুখের সাধ হয়ে যেত দূর।

অকূল নিশ্বাস ফেলি বলিতাম মনে,
　　উহাদের দুঃখ লয়ে
　　এ সুখের বিনিময়ে
জনম দাও গো দেব, উহাদের সনে।

বুঝি গো এসেছি হেথা লয়ে সে বাসনা,
　　কই তা পুরিল কোথা
　　একটি হৃদয় ব্যথা,
একটিও অশ্রু ফোঁটা মোছানো হল না।

করুণ নয়নে বুঝি তাই চেয়ে আছ?
　　হৃদি বড় দুরবল,
　　তাহাতে সঁপিছ বল?
হৃদয়ের অবসাদ বুঝি মুছিতেছ?

এখন যে সখীত্বের এই বুঝি শেষ?
　　কে আমরা কোন্ পুরে,
　　চাওয়াচায়ি দূরে দূরে,
পুরাতন সে স্মৃতির এইটুক রেশ?

এটুকুও যায় যদি ভয়ে ভয়ে থাকি,
　　আকুল নয়ন তুলে
　　একদিন যদি মুলে
দেখিতে না পাই তোর ও কিরণ আঁখি!

সারা দিবসের পরে বিশ্রাম কোথায়?
　　নিরাশায় শ্রান্ত অতি,
　　সে হৃদে কে দিবে জ্যোতি?
ফুটাইবে নিরমল উষা কে সন্ধ্যায়!

যদি, সখি, বুঝি, সখি, আসিবে সে দিন।
　　উষাময়ী নিজ দেশে
　　যাবি তুই ভেসে ভেসে,
উদিবে জীবন-সন্ধ্যা সন্ধ্যাতারা-হীন;
কে জানে বুঝি-বা, সখি, আসিবে সে দিন!

যেন আমার দুখে

যেন আমার দুখে—
আমারো চেয়ে কার বাজিছে বুকে!
কে যেন অতি করুণ নয়নে
আছে মুখের পানে চাহিয়া,
হৃদয়ের শত অতৃপ্তি বেদনা
সেই আঁখির অমৃতে নামিয়া।
যেন অতি বিয়াকুল আসিতে নিকটে।
এই নয়নেব জল মুছিতে;
দিগন্ত প্রসার বাধা ব্যবধান
মহাবলে চায় ভাঙিতে।
ব্যথিত নিষ্ফল নিরাশ কাতর
বিষণ্ণ পরান টুটিয়া,
আরো উজল উচ্ছ্বাসে সে করুণ প্রেম
শতধারে উঠে ফুটিয়া।
বল কে তুমি গো, দেব, কোন্ জনমের
পুণ্যস্মৃতি, মূর্তি ধরিয়া—
আঁধার প্রাণের হরিছ তিমির,
হৃদি কি সুখ আনন্দে ভরিয়া!
থাক মাঝে থাক শত ব্যবধান
থাকি তোমারি দূর ভবনে,
যদি ঢাল চিরদিন ওই প্রেমজ্যোতি,
ডরি কোন জ্বালা কোন বেদনে!

বিরহ

অধরে মোহন হাসি,
নয়নে অমৃত ভাষে,
বিরহে জাগাতে শুধু
মিলন পরানে আসে।

সুখের প্রভাত আশে
বিরহ চমকি চায়,
হৃদয়ে আশার আলো
নয়নে আঁধার ভায়!

কই রে মিলন কোথা
সে কি হেথা আছে আর!
রাখিয়ে গিয়াছে শুধু
গরল পরশ তার!

তাপটুকু রেখে গেছে,
প্রভাতের আলো নিয়ে,
হাসি যত নিয়ে গেছে
অশ্রুজল রেখে দিয়ে;

সন্ধ্যা করে দিয়ে গেছে
সন্ধ্যার হরিয়ে তারা,
আঁধার জড়িয়ে আছে
সুষমা হইয়ে হারা!

ফুলটি সে নিয়ে গেছে,
ফেলে গেছে কাঁটাদুটি,
বিরহে কাঁদিয়ে সারা
নয়ন মেলিয়ে উঠি!

প্রতিদান

প্রতিদান প্রতিদান! কি দিবে গো প্রতিদান?
আদর, চুম্বন, হাসি, ভালোবাসা, মনপ্রাণ?
তোমার যা কিছু আছে,
সবই তো আমার কাছে,
কি দিয়ে পূরাবে তবে বৃথা এই অভিমান।

বুঝিয়াছি মাঝে মাঝে তাই এই তিরস্কার,
ধার করা ধন তব নিয়ে আস উপহার।
কেন, সখা, যাও ভুলে, প্রাণের এ অন্তঃপুর
তোমাতেই তন্ময় তোমাতেই ভরপুর!
তোমার যা কিছু নয়
নাহি স্থান হৃদিময়,
হৃদয়ে পশিতে গিয়ে ফিরে যায় অতি দূর!

আঘাত বেদনা টুকু শুধু তার প্রাণে লাগে।
সে কি না তোমারি দান,
তৃপ্ত তাহে অভিমান,
আদরেরি মতো তাই হৃদয়েতে সদা জাগে।

কেন গো শুধাও

কেন গো শুধাও বারবার
কি দুখে বহিছে অশ্রুধার?
এমনি কাঁদিয়া চিরদিন,
এমনিই সুখ-শান্তি হীন,
এ জীবন পড়িবে ঝরিয়া;
নিভিবে না হৃদয়ের ভার!
জনমেছি অশ্রুজল লয়ে,
কাঁদিবও অশ্রুজল হয়ে।
কাঁদিতে দাও গো একা একা,
শুধাও না কারণ কি সখা!
কেন হৃদে জ্বলিছে অনল,
কেন বহে নয়নেতে জল,
কেন যে গো সারা রাতদিন
এ হৃদয় গায় দুখ গান,
জানে না তা জানে না পরান।
কি আর বলিব বল তবে,
শুনিয়ে কি আর বল হবে;
শুনিনে গো যে দুঃখের কথা
সুখী হৃদে জানাইবে ব্যথা,
কেন তা শুধাও বারবার?
জানি না কি দুঃখে
কাঁদে পরান আমার!

মরণ সোহাগ

ও কি আর ফুল আছে?
ও যে শুধু ঝরা দল,
কেন আর সমীরণ
উহারে ছুঁইবি বল?

মধুর সোহাগে তোর
ও তো আর গাহিবে না,
নয়নে ঢালিয়া সুধা
ও তো আর চাহিবে না;

সুখের পরশে শুধু
শুকাইবে দলগুলি,
সমীর ফিরিয়া যা রে
মরণ-সোহাগ ভুলি!

দুটি তারা

অতি ক্ষীণ ক্ষীণতর পাপিয়ার স্বর,
কোথা কোন দূর হতে আসিছে ভাসিয়া,
তরল বারিদপুঞ্জ মেঘের বরণ,
নীলিম শৈলের শিরে জমিছে আসিয়া।

রবির বিদায় দৃষ্টি স্বর্ণ-জ্যোতিময়,
চমকিছে শুভ্রনভ দিবসের শেষে,
দুইটি হারানো তারা সহসা মিলিয়া
চাহিছে দোঁহার পানে বিষণ্ণ আবেশে।

সন্ধ্যায় উষার খেলা সব যেন মোহ,
স্বপনেতে জাগরণ গিয়াছে মিশিয়া,
স্মৃতি উথলিছে চির বিস্মরণ মাঝে,
প্রীতির কাহিনী জাগে অপ্রীতি নাশিয়া

শরমে মরম কথা প্রথম প্রকাশ,
সবে ফোটা হৃদয়ের প্রথম আকুলি—
তরঙ্গ তুলিছে বেগে নিরাশার প্রাণে,
আদরের স্মৃতি মাঝে অনাদর ভুলি।

সুখ বা যন্ত্রণা ইহা? শূন্য, মায়ামোহ?
দু-দণ্ডের মরীচিকা অবসান ভাতি?
এখনই সরিয়া যাবে যে যাহার দূরে—
কে কাহার আঁখিতারা কে কাহার সাথী?
তা নহে তা নহে, ইহা নহে অভিশাপ,
দেবতার আশীর্বাদ মঙ্গলসূচন;
জীবন আরম্ভ পুনঃ নতুন করিয়া,
পরিপূর্ণ প্রেমে তাই বিশ্বাস মিলন।

এই উষাময়ী সন্ধ্যা হইবে বিলীন
নতুন মধুর দৃশ্য শুধু আনিবারে,
নতুন পুলকভরা জ্যোছনা রজনী
অবসান হবে নব প্রভাত মাঝারে।

আসে যদি সুগভীর রজনী আঁধার
ঝটিকার ভয়াবহ তরঙ্গ লইয়া,
এ দুটি তারকা হৃদি আলিঙ্গিয়া দোহে
উজ্জ্বল হইবে আরো অধিক করিয়া।

দুজনের অপূর্ণতা পূর্ণ করি দিয়া
চির প্রেম চির শান্তি চির শান্তি ধরি,
প্রণমি অনন্ত পদে বেড়াবে ভাসিয়া
জীবনের কণাপথ আলোকিত করি।

বাল্যসখী

এই তো সুরম্য নন্দন-কাননে
কত যে করেছি খেলা,
দেখিতে দেখিতে জানিনে কেমনে,
কাটিয়া গিয়াছে বেলা।

তরু মূলে মূলে ফুল তুলে তুলে
কহেছি লুকানো কথা,
সুখেতে হেসেছি, কেঁদেছিও সুখে,
দু-জনে পেয়েছি ব্যথা।

উড়াইয়া অলি, তুলি বেল-কলি,
তুলিয়ে কত কি ফুল,
কুসুমের সাজে সাজাইতে তোরে
গেঁথেছি মালিকা দুল।

আহা লো কতই হরষিত হৃদে
কতই আমোদে মেতে,
লতিকার বিয়ে দিয়েছি যতনে,
অশোক তমাল সাথে।

সরসীর কূলে বসে দুজনায়,
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা,
পাপড়ি ভাসায়ে দেখিতাম সুখে
কেমন করিত খেলা।

মলয়-সমীর ফুল ছুঁয়ে তোর
দোলাত কানের দুল,
মৃদুল মৃদুল ও মুখ চুমিয়া
দুলিত অলক-চুল!

মরি কি মধুর সাজিতে তখন
কমল-বদনখানি!
উজলিয়া রূপে কুসুম-কানন
শোভিতিস বনরানী!

আবার যখন সাঁজের গগনে
পরিয়া তারকামালা,
দেখা দিত বিধু ছড়াইত মধু
জোছনায় করি আলা।

মনে আছে, সখি, চাঁদিমা হইতে
ও মুখ লাগিত ভালো;
বলিতাম, মরি এ রূপের কাছে
জোছনাও যেন কালো!

ও কেমন কথা, বলিয়া সোহাগে
হাসিতে সরম হাসি,
অমনি লাজের রক্তিম মুখে
চুমিতাম রাশি রাশি।

কোকিল পাপিয়া পিউ পিউ কুহু
কুজিয়া মোহিত প্রাণ,
সেই মধু-সুরে মিলাইয়া বীণা
দু-জনে গেয়েছি গান।

আপনা ধ্বনিতে মোহিত হইয়া
আপনা হয়েছি হারা;
ভুলেছি জগতে আছে আর কেহ
আমরা দুইটি ছাড়া।

হৃদয় দুইটি একটি সুরেতে
বাঁধা গো আছিল হেন,
ছুঁইলে একটি হৃদয়ের তার
দুইটি বাজিত যেন।

সারাদিন গেছে বনেতে কাটিয়া
দু-জনে বনের বালা,
জানিতাম না তো তখন আমরা
কেমন বিষাদ-জ্বালা।

সে সুখের দিন কোথায় এখন,
স্বজনি গো, বল দেখি?
হৃদয়ের ধন তুই বা কোথায়
আমি বা কোথায়, সখি!

একটি বোঁটায় দুইটি কুসুম
আছিল কেমন ফুটি,
কে ছিঁড়িল, আহা! একটি গো তার
দুইটি হৃদয়ে টুটি।

সকলই তো হায়, তেমনই রয়েছে!
তেমনই ফুটিছে ফুল,
এ ফুল ও ফুলে মধু খেয়ে খেয়ে
ছোটে তো মধুপ-কুল;

সেই তো বহিছে তেমনি করিয়া
সমীরণ মৃদু মৃদু,
সেই তো তারকা উজলে বিমান,
অমৃত ঢালিছে বিধু,

পাপিয়া কোকিল গাহিছে সেই তো
 কেন নাহি মোহে প্রাণ,
কেন আর, সখি, নাহি মন ওঠে
 গাহিতে লো কোন গান?

সেই তো হোথায় বীণা আছে পড়ে
 ছুঁইতে পারিনে আর,
কত দিন হতে কি বলিব, সখি,
 নীরব আছে ও তার!

দুই দিনে, বালা, সকলই ফুরালো,
 ঘুচিল কি ছেলেবেলা!
ফুরাইল সুখ, ফুরাইল দুখ,
 ফুরালো সাধের খেলা!

স্মরিও আমায়

(মুর হইতে অনুবাদ)

যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায়,
লভিবে সুযশ-কীর্তি-গৌরব যেথায়।
 কিন্তু গো একটি কথা,
 কহিতেও লাগে ব্যথা,
উঠিবে যশের যবে সমুচ্চ সীমায়,
তখন স্মরিও নাথ! স্মরিও আমায়,—
 সুখ্যাতি অমৃত রবে,
 উৎফুল্ল হইবে যবে,
তখন স্মরিও নাথ স্মরিও আমায়।
 কত যে মমতা-মাখা,
 আলিঙ্গন পাবে সখা,
পাবে প্রিয় বান্ধবের প্রণয় যতন,
 এ হতে গভীরতর,
 কতই উল্লাসকর,
কতই আমোদে দিন করিবে যাপন।

কিন্তু গো অভাগী আজি এই ভিক্ষা চায়,
যখন বান্ধব সাথ,
আমোদে মাতিবে নাথ,
তখন অভাগী বলে স্মরিও আমায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে চারু সন্ধ্যাকালে
তোমা সনে মনস্তৃপ্তি,
সন্ধ্যা-তারা দিব্য দীপ্তি,
নেহারিবে সমুদিত আকাশের ভালে;—
মনে কি পড়িবে নাথ,
একদিন আমা সাথ,
বন ভ্রমি ফিরে যবে আসিতে ভবনে—
ওই সেই সন্ধ্যা তারা,
দু-জনে দেখেছি মোরা,
আরো যেন জ্বল-জ্বল জ্বলিত গগনে?

নিদাঘের শেষাশেষি
মলিনা গোলাপরাশি,
নিরখিয়া কত সুখী হইতে অন্তরে,
দেখি কি স্মরিবে তায়,
যেই অভাগিনী হায়!
গাঁথিত যতনে তার, মালা তোমা তরে।
যে হস্ত-গ্রথিত বলে তোমার নয়নে,
হত তা সৌন্দর্য-মাখা,
শিখিলে তুমি গো সখা,
গোলাপে বাসিতে ভালো যাহারই কারণ—
তখন সে দুঃখিনীকে করো নাথ মনে।
বিষণ্ণ হেমন্তে যবে,
বৃক্ষের পল্লব সবে
শুকায়ে পড়িবে খসে খসে চারিধারে,
তখন স্মরিও নাথ স্মরিও আমারে।

নিদারুণ শীতকালে,
সুখদ আগুন জ্বেলে,
নিশীথে বসিবে যবে অনলের ধারে,
তখন স্মরিও নাথ স্মরিও আমারে।
সেই সে কল্পনাময়ী সুখের নিশায়,—

বিমল সংগীত তান,
তোমার হৃদয় প্রাণ
নীরবে সুধীরে ধীরে যদি গো জাগায়—
আলোড়ি হৃদিতল,
একবিন্দু অশ্রুজল,
যদি আঁখি হতে পড়ে সে তান শুনিলে,

তখন করিও মনে,
একদিন তোমা সনে,
যে যে গান গাহিয়াছি হৃদি প্রাণ খুলে,
তখন স্মরিও হায় অভাগিনী বলে।

মাঘ-মেলা

পবিত্র মাঘের মেলা,
গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাবেলা,
মা-র কি অপূর্ব দৃশ্য রূপের তুফান!
পা-দুখানি খোলা খোলা,
হাতে প্রদীপের মালা,
ঈষৎ ঘোমটা টানা উজল বয়ান;

বঙ্গবালা পুণ্যবতী,
পুজিবারে ভাগীরথী,
নামিছে বন্যার ধারে সোপান-লহরী;
ভক্তের চরণ-স্পর্শে,
জাহ্নবী কাঁপিয়া হর্ষে,
কল্লোলি আশিস দান করে প্রাণ ভরি।
পুলক-প্রফুল্ল প্রাণ,
শতকণ্ঠে মা মা তান,
স্তবস্তুতি হুলুধ্বনি আনন্দ-কল্লোল ;
দিগন্ত ধ্বনিয়া ছোটে
স্বর্গে উথলিয়া উঠে,
অচেতন জাগে পেয়ে চেতনা হিল্লোল
উপকূলে সারে সার,
শোভিছে দীপের হার,

তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসে উৎসর্গ দেউটি;
মহোৎসবে হুলস্থূল,
রাতে যেন দিন ভুল,
জলে স্থলে আলোকের ফুল ফোটাফুটি।
বুঝি বা স্বর্গের তারা,
মন্ত্রাহ্বানে আত্মহারা,
ধরায় ফুটেছে আসি দেবী-পদতলে;
সমাপি এ পুণ্যকর্ম
লভিবে নূতন জন্ম,
বিসর্জি জীবন আজ জাহ্নবীর জলে।

* *

সুবিজন নিরালয় ঠাঁই,
প্রমোদ-উৎসব হেথা নাই,
স্নান করে বিধবা একাকী,
সঙ্গে মেয়ে বালিকা বড়াই।
অষ্টমবর্ষীয়া শিশু বালা,
উমা যেন, স্বর্ণলতা নাম
মিষ্ট মিষ্ট আধো আধো কথা,
নাহি কিন্তু কথার বিরাম।
উপকূলে বসিয়া একাকী,
জ্বালাইছে পূজার প্রদীপ,
এই জ্বলে এই নিভে যায়,
দু-একটি করে টিপ টিপ।
করজোড়ে জপিছে জননী,
'দয়া কর দয়াময়ী গঙ্গে!'
সহসা নীরব হয়ে শোনে,
বালিকা কি কহিতেছে রঙ্গে।

দীপ জ্বালি সারি দিয়া কূলে,
নমি গঙ্গা মাগিছে সে বর,
'সীতার মতো হব সতী,
রামের মতো পাব পতি,
ভুলে গেনু এই যা তা পর।'
মাতা কহে 'কর, বাছা, ব্রত,
লক্ষ্মণ দেবর হয় যেন,

কৌশল্যা শাশুড়ি হোক তোর,
শ্বশুর সে দশরথ হেন;
ধৈর্য পাও পৃথিবী সমান,
কাজকর্মে অটল সুদক্ষী,
গঙ্গা তাঁর শীতলতা দিন
স্বামিগৃহে হয়ে থাক লক্ষ্মী।

মেয়ে কহে কাঁদিয়া তখন,
'না, মা, আমি তরিব না বত্ত;
শ্যামা গেছে শ্বশুরের ঘরে,
আসে না সে করে তিন সত্য।

তোরে ছেড়ে যাব না মা, কোথা,
জানিস মা আমি পেমি পিসি!'
মা কহে, 'থাম রে সর্বনাশি,
ও কি কথা কোস্ কোন্ দিশি,
বিধবা সে তাই ঘরে আছে,
বাছা কি করিলি অকল্যাণ!
মা গঙ্গা, শিশু বোধহীন,
ও কথা দিয়ো না মনে স্থান।'

ও পারে চমকে চিতানল,
মা কাঁদি তাহার পানে চায়,
বালা হাসি বলে, 'দ্যাখ, মা গো,
কেমন প্রদীপ ভেসে যায়।'

সেই তিরস্কার

এমনি একটি সন্ধ্যা মধুর-উজ্জ্বল,
পশ্চিমে সোনার মেঘে বহেছিল ঢল।
পূর্বাকাশে প্রকাশিত সুতরুণ শশী,
ছায়াখানি বিকম্পিত সরোবরে খসি।
একাকী বসিয়া ঘাটে ছিনু অপেক্ষায়,
এমন মধুর সন্ধ্যা, কোথা সে কোথায়!
নয়নে বিরহ-অশ্রু, অভাব পবানে
আবেগে আগ্রহে হৃদি পূর্ণ অভিমানে।

সহসা সম্মুখে কার হেরিনু মুরতি?
কার হাসি-সুধা পিয়ে, কার হাসি হরে নিয়ে,
সহসা অপূর্ণ চন্দ্রে পরিপূর্ণ জ্যোতি?
অকূল আনন্দমাঝে অবসিত প্রাণ,
(বুঝিনু) মৃত্যু তো দুঃখের নহে সুখের নির্বাণ।
হায় রে ভাঙিল কেন সেই মৃত্যু-সুখ,
আবার আসিল কেন অভিমান-দুখ।
উচ্ছ্বাস-কাতর প্রাণে হাতখানি ধরে
বলিনু 'বাস না বুঝি ভালো আর মোরে'?
শুনিতে উথলে সাধ সে পুরাণ বাণী,
'বাসি না তোমারে ভালো, হৃদয়ের রানী'?
বার বার শুনিয়াছি এ সোহাগ ভাষা,
তবু নহে মিটিবার জ্বলন্ত পিপাসা!
একই জিজ্ঞাসা তাই, অতৃপ্ত ইচ্ছার,—
"বুঝেছি আমারে ভালোবাসো না তো আর।"
বুঝিল না ভাব মোর বুঝিল না ভাষা,
বলিল, 'সন্দেহ এ কি ঘোর মর্মনাশা'।
নয়নে দেখিনু তীব্র তিরস্কার দৃষ্টি,
মুহূর্তে হেরিনু শূন্য অনন্ত এ সৃষ্টি,
প্রথম হেরিনু সেই সে নয়নে রোষ,
স্বার্থ ভরা আকুলতা তোরি যত দোষ!

* *

সে দিনও এমনি রাত্রি মেঘস্তর কালো
ঢেকে ঢেকে যেতেছিল চন্দ্রমার আলো;
রজনী সুখেতে ম্লান সে জ্যোৎস্না-প::শে,
বিরহের ভয় যেন মিলন-হরষে;
জ্বল জ্বল সন্ধ্যা-তারা নামে ধীরে ধীরে,
বিজনে দাঁড়ায়ে মোরা সরোবর-তীরে;
হৃদয় বেদনা-ভরা, আনত লোচন,
পরানে কত কি কথা, না সরে বচন;
সে দিন কি আছে আর কি কহিব কথা?
কি ব্যথা জানাতে গিয়ে শুধু দিব ব্যথা!
সম্বরি নয়নজল বলিলাম শেষে
'বিদায় দাও গো তবে যাই দূর দেশে।'
পাষাণ সে একটিও কথা কহিল না,
একবার বলিল না যেয়ো না যেয়ো না।

শুধু নয়নেতে সেই তিরস্কার দৃষ্টি,
মুহূর্তে হেরিনু শূন্য অনন্ত এ সৃষ্টি!
সেই দৃষ্টি আনিয়াছি প্রবাস-সম্বল,
দুর্বল হৃদয়ে মোর একমাত্র বল।
প্রশান্তি বহিয়ে আনি ঝড় জ্বালা ক্লান্ত,
ঈশ্বরের রুদ্র বজ্রে পাপী তাপী শান্ত।
সেই তিরস্কার দৃষ্টি অন্য কিছু নয়,
তাহাতে প্রকাশ দেখি তাহারি প্রণয়!
সেই ঘর স্মৃতি দিয়ে দগ্ধ হবে যত,
হবে স্বার্থপূর্ণ প্রেম সুবিমল ততো।
ভুল করেছিনু তাহা নহে তিরস্কার,
বুঝেছি এখন তাহা ভালোবাসা তার!

প্রজাপতির মৃত্যুগান

১

ছিল না তো কোন কাজ কিছু
জীবনটা শুধু হেলাফেলা,
নিরানন্দ হাসি খেলা নিয়ে,
কাটিত সুদীর্ঘ সারাবেলা।

এক দিন সন্ধ্যা অতি ধীর,
বহিয়াছে প্রফুল্ল সমীর,
ক্লান্তি ভরা প্রমোদের ভারে
অবসন্ন স্তিমিত শরীর।

লক্ষ্যহীন ছুটোছুটি করি
সারাদিন গিয়াছে কাটিয়া,
চালিতে না সরে পদ আর
ভূমিতলে পড়িনু লুটিয়া।

চারিদিকে চাহিনু বারেক
কেহ যদি তোলে স্নেহভরে,
জ্বল জ্বল হাসিল কৌতুকে
তারকাটি মাথার উপরে।

মুদে এল ধীর দু-নয়ন
বুঝিলাম পালা হল সায়,
শ্রান্তিময় ধরণীর পাশে
শান্তিময় অন্তিম বিদায়!

পড়িল না অশ্রু এক ফোঁটা,
অধরে ফুটিল হাসি-রেখা,
নিমেষের এই এ জীবন,
কে আমার আমি শুধু একা!

২

জীবনে আরম্ভ হল কাজ,
আজ আমার নতুন জীবন!
সমুখে এ কাহার মূরতি,
শ্রান্ত আঁখি খুলিনু যখন?

কলিকাটি নতমুখী একা,
তুষার-আবৃত হিম-দেহ!
না ফুটিতে অবসন্ন ক্ষীণ
কেহ নাই করিবারে স্নেহ!

ঘুচে গেল শ্রান্তি অবসাদ,
দাঁড়াইনু তার পাশে আসি,
সযতনে আগ্রহে উদ্যমে
ঘুচাইনু সে তুষাররাশি!

আনন্দ-পুলক অভিনব
শিরে শিরে হল বহমান,
মিছে হাসি খেলাধূলা সব
সেই দিন হতে অবসান।

৩

আজ আমার কাজ সমাপন,
চিরতরে জীবনের ছুটি,
মলিন কলিকা সে আমার
মধুরূপে উঠিয়াছে ফুটি।

সযতনে পাখনায় ঢাকি
গনিয়াছি মুহূর্ত পলক,
প্রাণ-ভরা সে স্নেহ আদর
ধন্য বিধি আজিকে সার্থক!

আজ আর নহে সে একাকী,
আজি সে তো নহে দীনহীন,
অলি কহে মধুর বচন,
বায়ু গাহে প্রেম সারাদিন।

প্রাণ ভরে দান করে রবি
সুবিমল আলোক কিরণ,
দেখে চেয়ে কবি মহাকবি
রূপ-মুগ্ধ বিস্মিত নয়ন।

বিকাশিত সুবাস সুহাস,
বিকাশিত রূপের মহিমা,
বিকাশিত সে নবযৌবন,
আজি নাহি আনন্দের সীমা!

উল্লাসে অধীর সে আমার
আনন্দ রাখিতে নারে ঢাকি,
পূর্ণতম আমারও জীবন
কাজ আর নাহি কিছু বাকি।

শূন্য ছিল জীবন সে দিন,
পূর্ণ এবে জীবনের ঘের,
সুখভরা ধরণীর পাশে,
অন্তিম বিদায় মাগি ফের।

ধন্য ধন্য চারিদিক স্তুতি,
প্রশংসা ধরে না কারো মুখে,
প্রসারিত রাজহস্ত অই
আদরে তুলিয়া নিতে বুকে।

একা ছিনু সে দিন এখানে
আজ আমি দোঁহে মিলি মহা,
তাই বুঝি অশ্রু নাহি মানে,
এ হর্ষ নাহি যায় সহা!

বিদায় গো বিদায় ধরণী
সে আমার উঠিয়াছে ফুটি;
এ প্রাণে আর কি প্রয়োজন,
দিয়াছে সে জীবনের ছুটি।

নিশীথ সংগীত :

জীবন অভিনয়

এই তো জীবন অভিনয়।
কেহ কাঁদে কেহ হাসে দাঁড়াইয়ে পাশে-পাশে,
তবুও কাহারো কেহ নয়।
এই তো জীবন অভিনয়।

বিশ্ব ঘোর থমথমে; বৃষ্টি পড়ে ঝমে ঝমে,
নিশীথিনী বিরহে চমকে।
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণ নীরদের গরজন
বায়ু বাহে দমকে দমকে।

গাছপালা জেগে উঠে, এ উহার গায়ে লুটে,
বিজলি চমকি চলি যায়;
লতা পাতা শূন্য জুড়ে, বৃষ্টির কণিকা উড়ে,
তুষার বরণ ধূম তায়।

শ্রান্ত ক্লান্ত ম্লান দীন, রমণী আশ্রয় হীন,
দাঁড়াইয়া ভিজিছে কাননে;
জানালার পথ দিয়া, আলো উঠে ঝলকিয়া
এক পিঠে নেহারে নয়নে।

কে তুমি দুখিনী মেয়ে, অশ্রুধারা পড়ে চেয়ে,
এ বুঝি তোমারই ছিল ঘর?
অভিমান ব্যথা ভরে গিয়াছিলে ছলিবারে
আসিয়া দেখিছ সব পর।

কি আর চাহিয়া দেখ সাড়া আর দিয়োনাকো
আমোদে রয়েছে ওরা থাক!
এখানে নাহিকো স্থান ফিরো নিয়ে অভিমান,
পরান নিভিয়া যাবে যাক।

রমণী আশ্রয় চায়, কে না শুনিতে পায়,
রুনু রুনু নূপুর উথলে;
সুখের সাহানা তান উথলে বৃষ্টির প্রাণ
অভাগিনী কেঁদে যায় চলে।

নিজের বিষাদ ভুলে আকুল নিশ্বাস তুলে
নিশীথিনী গায় শোক গীত,
গৃহেতে উথলে গান রুনুঝু নূপুর তান
অবিশ্রাম এই রঙ্গ রীত।

যবনিকা এ খেলায় কভু না পড়িতে চায়,
চিরকাল ধরে আছে ঠাট;
দর্শকের নাহি শ্রান্তি খেলকের নাহি শান্তি
দুয়ে মিলে এই মহানাট।

প্রকাণ্ড এ নাটকের না ফুরায় ক্ষুদ্র ফের
বাকি তবু কিছুই না রয়
পালা না হইতে সায়, রব ওঠে সে কোথায়?
মাঝখানে চকিত বিস্ময়।
চকিতের সে বিস্ময় চকিতে তখনই লয়
যেই খেলা সেই খেলাময়;
যে যাবার সেই যায়, অন্যে তার পালা গায়
কেহ আর সে কথা না কয়!
এই তো জীবন অভিনয়।
কেহ কাঁদে কেহ হাসে দাঁড়াইয়া পাশে পাশে
তবুও কাহারো কেহ নয় ;
এই তো জীবন অভিনয়।

বর্ষায়

সুনিবিড় ঘন গরজে সঘন
ঝর ঝর বারি ঝরনা;
সচকিত দিশি, চমকিত নিশি,
ঘোর তামসী বরনা!

স্বন-স্বন-স্বন দুরন্ত পবন,
চমকিছে মুহু দামিনী!
সে গো একাকী আপনে রয়েছে কেমনে?
বুঝি জাগরণে কাটে যামিনী!

যত গরজন গুরু হিয়া দুরু দুরু,
শূন্য পানে আঁখি লগনা;
বুঝি আমারই স্মরণে,   আমারই স্বপনে,
আমারই বিরহে মগনা।

ওগো একাকী ফেলিয়া এসেছি চলিয়া,
কেমনে সে হিয়া বাঁধিছে?
সেই মলিন বয়ান,   ছল দু-নয়ান,
আঁখি পরে শুধু জাগিছে।

সে যে কত কেঁদে কেঁদে বাহু দিয়ে বেঁধে
বলেছিল, "ওগো যেয়ো না ;
যদি নিতান্তই যাবে   কি বলিব তবে
বেশিদিন যেন রয়ো না"!

এই কঠোর হৃদয়   বজ্র শিলাময়,
তাই ফেলে আছি তাহারি।
সে যে একা শূন্য ঘরে,   নিশি দিন ধরে
কেবলই ভাবিছে আমারে!

শারদ-জ্যোৎস্নায়

শরতের হিম জ্যোছনায়
নিশীথিনী আকুল নয়নে চায়,
বহুদিন পরে যেন পেয়েছে প্রণয়ী জনে
অশ্রুর লহরী মাখা সুখের অলোক ভায়!

বসন্তের প্রথম বাতাস—
সুখের মাঝারে যথা জাগায় হুতাশ,—
প্রাণ কেঁদে ওঠে হেরি নিশার ও ম্লান হাসি,
হারানো স্মৃতির ছায়া বেড়ায় সমুখে ভাসি।

ও ছায়া কাহার ছায়া? ও মূরতি কার মায়া?
চিনিতে পারিনে যেন চিনি চিনি যত করি!
আকুল ব্যাকুল প্রাণ ধরিবারে আগুয়ান,
যতই ধরিতে যাই ধীরে ধীরে যায় সরি!

বড় যেন আপনার ছিল রে সে এ জনার!
আজ কি ভাবিছে হেথা পাবে না আশ্রয়?
কাছে এসে তাই কি রে পর ভেবে যায় ফিরে?
ফুটন্ত জোছনা হাসি করি অশ্রুময়!
তাই প্রাণ কেঁদে ওঠে বুঝি এ সময়!

বসন্ত জ্যোৎস্নায়

জোছনা হসিত নিশা, বসন্ত পূরিত দিশা,
প্রকৃতি নয়নে ঘুমঘোর;
কুসুম সুবাস হিয়া উঠিতেছে উছলিয়া,
চাঁদ পানে চেয়ে ভাবভোর!

উদাস মলয় বায় আনমনে বহে যায়,
প্রাণে মেশে প্রাণের পিয়াস;
সে মধু পরশ লাগে, তটিনী চমকি জাগে,
ধীরে বহে সুখের নিশ্বাস।

উপকূলে তরুগণ নেহারিয়ে কি স্বপন
কে জানে হরষে মাতোয়ারা;
সুনীল অম্বর পাশে তারাটি মুচকি হাসে,
কোথা থেকে বহে গীত ধারা!

মধুর স্বপন বেশ, মধুর স্বপন দেশ,
সংগীতের মধুর উচ্ছ্বাস;
বিহ্বল চাঁদনী নিশি, বিহ্বল বাসন্তী দিশি,
প্রাণে জাগে আকুল পিয়াস!

অধরে অধরে

এমনি চাঁদিনী নিশি,
পুলক কম্পিত দিশি,
এমনি বিজন উপবনে;
মুখেতে চাঁদের আলো,
দীপ্ত আঁখিতারা কালো,
চেয়েছিল নয়নে নয়নে।

কুঞ্চিত অলক চুল,
ঈষৎ দোদুল দুল
অঞ্চলে বকুল ফুল রাশ;
আধো গাঁথা মালাখানি,
হাতের বাধা না মানি
লুটাইছে চরণের পাশ।

তুলিয়া কুসুম হার
সঁপিলাম করে তার,
অনন্ত খুলিল আঁখি পরে,
মুহূর্তে বন্ধন চূর্ণ,
অপূর্ণ হইল পূর্ণ,
স্পর্শ হল অধরে অধরে!

লজ্জাবতী

নিশীথ ঘুমায় যবে
স্তব্ধতার সুখ কোলে,
কামিনী কানন বালা
মুখখানি ধীরে খোলে;

লজ্জাবতী চুপে চুপে
ভালোবেসে হেসে চায়,
কে জানে বোঝে কি চাঁদ?
নীলাকাশে ভেসে যায়!

তটিনী ঘুমের ঘোরে
গায় তারে উপহাসি,
কোথা কোন্ দূর হতে
বেজে কার ওঠে বাঁশি!

শিয়রে তারকা দুটি
হেসে ঢলে পড়ে যায়,
মরমে মরম ঢাকি
সরমে সে সরে যায়!

থামাও বাঁশরি তান

বেদনা-আকুল প্রাণ, অন্ধ আঁখি আঁখিনীরে,
কার পথ নিরীখিয়ে দাঁড়াইয়ে আছি তীরে?
তরী চলে শত শত, আসে যায় লোক কত,
কোথায় সে কোথায় সে, আঁখি শুধু খুঁজে ফিরে।
আসিবে কি? আসিবে না—পাষাণ নিষ্ঠুর ধরা,
কে কার আপন হেথা? কে কাহারে দেয় ধরা?
শূন্য হেথা ব্যবধান, দেয় না কেহ তো দেখা,
সব দূর, সব পর, সব হেথা একা একা!

*   *

গেল যুগান্তর বেলা, স্তব্ধ ঘোর সন্ধ্যাকায়া,
কাঁপিছে নদীর বুকে নিরাশ মৃত্যুর ছায়া।
সুদূরে সংগীত একি বাঁশরিতে কার ভাষ?
মরণের কালে সাড়া কি দারুণ উপহাস!
এলে যদি এসো কাছে কেন দাঁড়াইয়া দূরে?
দেখাও অমৃত নদী অনন্ত পিপাসাতুরে!
বলহীন জীর্ণদেহ দীর্ঘ জাগরণ নিয়ে
জীবন্ত সমাধি শুধু রহিয়াছি দাঁড়াইয়ে।
নিকটে যাইব আমি—ক্ষমতা কি আছে হা রে!
এলে যদি এসো কাছে, কেন দাঁড়াইয়ে পারে?
আসিবে না? বেশ তবে থামাও বাঁশরি তান;
কঠোর বজ্রেতে চাহি করুণার অবসান!

অশ্রু-জল

কেন, অশ্রু-জল
স্বরগ সৌন্দর্য তোর মুখে
হৃদয়েতে দারুণ গরল?
পাছে মৃদু নিশ্বাসের বায়ে,
পাছে কোন উপহাস ঘায়ে,
অশ্রু তোর বহে, অশ্রু-জল,
ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে
হৃদে রাখি লুকায়ে যতনে,
তারি কি রে দিস প্রতিফল?
কেন, অশ্রুজল,
ফুল হতে হয়ে সুকোমল,
ধরিস বজ্রের হিয়া বল?
কত যে রে ভালোবেসে তোরে,
কত যে প্রাণের মতো করে,
হৃদয়ের রক্ত পিয়াইয়া,
সোহাগে রাখিতে চাহি সদা,
হৃদি মাঝে ঘুম পাড়াইয়া।
কেবলই শোণিত পান করে
সাধ কেন মেটে না রে তোর,
দেখিবারে হৃদয় শোণিত
কেন এত আমোদেতে ভোর?
হৃদি-রক্তে সবল হইয়া,
মনোসাধে হৃদি দংশিয়া,
রক্ত-নদী বহাইয়া বুকে,
দেখিস বড়ই মনোসুখে!
কুটিল অমন কেন সে রে,
মুখ যার এমন বিমল?
জুড়াইতে হৃদয় বেদনা,
জুড়াইতে হৃদয় যাতনা,
হৃদয়ের সখা মনে করি
হৃদে তোরে যত চেপে ধরি,
ততোই যে ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া
ফেলিস রে মরমের তল!
কেন, অশ্রু-জল,
সুকোমল দেহখানি লয়ে
দারুণ নিঠুর হেন বল?

উপহার

তেমনি রয়েছে সাধ, সখি রে, সে সব কোথা!
চাঁদিনী যমুনা তীরে
কই সে হাসিটি রে?
তটিনীর কলতানে সেই চুপি চুপি কথা?

উল্লাসের মাঝখানে
কোথা সে প্রেমের গানে
আঁখি দুটি ছল ছল, মিছে অভিমান ছুতা?
হেসে এসে কেঁদে যাওয়া
যেতে যেতে ফিরে চাওয়া,
থমকি দাঁড়ান সেই, অনিমেষ আঁখি পাতা?

নেই তো সে দেখাশোনা,
নেই সে মুহূর্ত্ত গোনা,
সে সব কিছুই নেই, প্রাণে শুধু আছে ব্যথা;
মনে শুধু আছে স্মৃতি,
হৃদে শুধু জাগে প্রীতি, তবু
ফুল ফোটা গেছে ঘুচে বেঁচে তবু আছে লতা।
থাক, সখি, তাই থাক,
ধর, তবে তাই রাখ,
সেই স্মৃতি প্রীতি দিয়ে, সখি, এ মালিকা গাঁথা!

আশা

অস্তমিত চন্দ্র-তনু, কম্পিত তমস-তনু
স্তব্ধ ঘেরা দ্বিপ্রহর নিশি;
নির্ম্মল অম্বর তলে সহস্র তারকা জ্বলে,
নিদ্রায় আকুল দশ দিশি।
বায়ু বহে ধীরে ধীরে আঁধার সরসী তীরে,
গাছ-পালা কাঁপে মুহুর্মুহু;
চক্রবাক চক্রবাকী সাড়া দেয় থাকি থাকি,
ঘুম ঘোরে ডাকে পিক কুহু।
খদ্যোতিকা দলে দলে এই নিভে এই জ্বলে,
স্বপনেতে যেন কাঁদে হাসে ;

কুটিরে মাটির দীপ করিতেছে টিপ টিপ,
    শিশু শুয়ে জননীর পাশে।
পুটপুটে দাঁত দুটি হাসিতে রয়েছে ফুটি,
    কচি অধরের মাঝখানে;
ভাঙা জানালাটি দিয়ে বৃহস্পতি আছে চেয়ে,
    বিমল সে মধু মুখ পানে।
থাক, শিশু, ঘুমাইয়া, এই পুণ্য প্রাণ নিয়া
    যৌবনে উঠিও জাগি তুমি;
আশীর্বাদ পূর্ণ হবে, সবে ধন্য ধন্য কবে,
    পবিত্র হইবে মাতৃভূমি!

নহে তিরস্কার

১

এ অশ্রু তোমার প্রতি নহে তিরস্কার,
ভুল ভালোবেসেছিলে, কি দোষ তোমার?
এখন ভেঙেছে মোহ, ফুরায়ে গিয়েছে স্নেহ,
তোমার কি হাত তাহে, কপাল আমার!
কে কারে কাঁদাতে পারে এ নিখিল ভবে?
আপনার কর্ম ফলে কেঁদে মরি সবে!
নিজ দোষে কাঁদি আমি, তুমি কি করিবে, স্বামী?
ভয় নাই, এ অশ্রু না চির দিন রবে!

২

আমি কাঁদি রাগ করে আপনার প্রতি,
ভুলিতে পারিনে বলে পুরাতন স্মৃতি।
মঙ্গল আমার ধরা, নবীন সৌন্দর্য ভরা,
তার মাঝে কেন জাগে শবের মুরতি?
আমি কাঁদি দু-জনের কেন হোল দেখা,
তাই তো এ ভুল তুমি করিয়াছ, সখা!
বিশ্বাস কর হে নাথ, তাই এই অশ্রুপাত,
ভুলিয়াছ বলে নহে তিরস্কার বাঁকা!

ভুলে যেতে গিয়াছি ভুলিয়া

মনে যেন পড়িছে এখন,
একদিন ছিল যে আপন!
উঃ! সে কি যুগ যুগান্তর
জ্যোৎস্নায় মগন চরাচর,
মর্‌মর্‌ তরুর পাতায়
বিহগের মধুর গাথায়,
উথলিত সন্ধ্যা উপবন,
উলসিত হৃদি প্রাণ মন,
বাহুপাশে বাঁধা দুইজনে,
চুপে কথা চুম্বনে চুম্বনে!
না জানি সে কত কাল গত!
স্মৃতি তার স্বপনের মতো,
প্রাণপণে করিয়া যতন
জাগে যদি বিদ্যুৎ মতন,
তখনই মিলায় ধীরে ধীরে,
যে আঁধার সে আঁধার ঘিরে।
সমুখে সেই যে অমানিশি,
স্তম্ভিত নীরব দশদিশি,
দু-জনে বসিয়া কাছাকাছি;
তবু দূরে—অতি দূরে আছি!
নক্ষত্রে ক্ষীণালোক ফুটি
দেখাইছে বিরাগ ভ্রূকুটি;
অশ্রুজলে উথলিত প্রাণ,
অভিমানে বিশুষ্ক নয়ান;
সহসা চাহিয়া নভপাতি
কি দেখি এ ভীম দৃশ্য অতি!
অনলের বর্ষি শতধারা
চারিদিকে খসিতেছে তারা;
ক্রোধে বিশ্ব উঠেছে রাঙিয়া,
সৃষ্টি বুঝি পড়ে বা ভাঙিয়া!
শিহরি চকিতে মুদি আঁখি
সকাতরে 'নাথ' বলি ডাকি—
আলিঙ্গিতে বাহু প্রসারিয়া
ভূমিতলে পড়িনু লুটিয়া।

পুনঃ যবে দেখিলাম চাহি
চারিদিকে কোথা কেহ নাহি;
আঁধারে স্তম্ভিত চরাচর,
আমি শুধু পড়ে ভূমিপর;
কোথায় সে গিয়াছে চলিয়া,
নিতান্তই একেলা ফেলিয়া
এই মোর প্রণয়ের স্মৃতি,
এই মোর জীবনের মায়া,
এই মোর হৃদয়ের গান,
ভুলে যেতে গিয়াছি ভুলিয়া।

একা আমি যাত্রী

একি দেখি দুঃস্বপন ঘোর!
অন্তহীন মহা ভীম রাত্রি,
জীবনের সুদুস্তর পথে
চলিয়াছি একা আমি যাত্রী;

সাথী নাই সঙ্গী নাই কেহ,
স্তব্ধ শূন্য কোথা নাহি কেহ;
দুর্বল মুমূর্ষু প্রাণ নিয়ে
চলেছে একটি ক্ষীণ দেহ!

সত্য ইহা নহে স্বপ্ন ভ্রম!
পারি না তো পারি না তো আর!
কোথায় আশ্রয় কোথা পাব?
অন্ধকার মহা অন্ধকার!

ওই উঠে প্রতিধ্বনি শুন,
'দীনের আশ্রয় হেথা নাই,
যে চাহে বাঁচিতে এই পথে
বল চাই, বল তার চাই।'

সঙ্গী! মিলিবে না হেথা,
যাবে যদি যাও একা চলে;
না পার পড়িয়া থাক ভূমে,
কঠিন যাউক পদে দলে;

এই তব জীবনের সুখ!
ফেল না নিশ্বাস অশ্রুজল,
দুর্বলের বল বিন্দু দানে,
সবলের পূর্ণ কর বল!

হা ধিক মানব!

হা ধিক মানব, তুই কি করিলি, হীন!
অনন্ত শক্তি তোর অক্ষয় ভান্ডার,
অনন্ত প্রেমের স্ফূর্তি ইচ্ছার অধীন;
জানিয়াও জানিলিনে ব্যবহার তার!

চৌদিকে ছড়ানো এই ব্রহ্মাণ্ড অপার
ছাপিয়া উঠেছে তোর জীবন্ত মহিমা;
অনন্ত এ জীবনের নিত্য পারাবার
অনন্ত কালের জ্যোতি, নাহি তার সীমা।

ক্ষুদ্র জড় শক্তি পৃথ্বী, অতি ক্ষুদ্র ওরে,
অপ্রেম অন্যায় মিথ্যা প্রবৃত্তির কণা!
বুঝিতে পারিনে কোন বিস্মৃতির ভরে
তারি মাঝে হারাইলি মহান আপনা?

অনন্ত আনন্দ জ্যোতি দিলি বিনিময়,
লভি শুধু এক বিন্দু আঁধার সংশয়!

ঝটিকা

মেঘে মেঘে মেঘে ছেয়েছে আকাশ,
দেখা নাহি যায় চাঁদিমা আর,
নদীর উরসে ঢেউ সাথে ঢলি
খেলে না জ্যোছনা রজতধার!

মৃদুল পবন বহেনাকো আর,
গাছের একটি পাতা না নড়ে,
বহে কি না বহে তটিনী কে জানে,
ঢেউ তো একটি নাহিকো পড়ে!

আঁধার আকাশ স্তম্ভিত ধরণী,
মন্ত্র-স্তব্ধ যেন চারিটি ধার;
কি বিপ্লব-কথা নীরবে কহিছে,
থাকে না বুঝি-বা জগৎ আর!

তটিনীর কূলে কুঁড়ে ঘরখানি,
দ্বারের বাহিরে জেলেনী জেলে
ভয়াকুল প্রাণে আছে দাঁড়াইয়ে,
কুটীরের স্নিগ্ধ আলোক ফেলে।

সহসা অশনি কড় মড় কড়
ঘোষিল ভেদিয়া আঁধার নিশি,
নিবিড় জলদ ভীম গরজনে
সঘনে কাঁপায়ে তুলিল দিশি!

বীর পরাক্রমে এদিকে ওদিকে
মাতিয়ে বহিল পবনরাশি,
ধাঁধিয়ে দিগন্ত বেড়াইছে ছুটে
সুবিকট ওই দামিনী হাসি।

নাহি সে তটিনী প্রশান্ত মুরতি,
ভীষণ সংহার-মুরতি তার:
সফেন তুফানে আক্রমিছে বেলা,
দুর্দাড় ভাঙিয়ে ফেলিছে পাড়!

সহসা উঠিল করুণ ক্রন্দন,
তরী একখানি যেন রে ডোবে;
কাঁপিয়া উঠিল ধীবর-দম্পতি
হৃদয় দহিল দারুণ ক্ষোভে।

বলিল জেলেনী, "ওই শুন আহা,
কোন্ অভাগার জীবন যায়";
ততক্ষণ ছুটি খুলি দিয়া খুঁটি
করুণ ধীবর উঠিল নায়।

এ কাল-নিশায় নাহি ভুরু ক্ষেপি
বায়ুবেগে ওই চলিল তরী,
আকুল পরানে তীরে দাঁড়াইয়ে
করজোড়ে সতী স্মরিল হরি!

কত রজনীতে কত ঝটিকায়
সাহসী দয়ার্দ্র সোয়ামী তার,
কত মরণেরে করেছে বারণ,
কতই বিপদ করিয়ে সার।

সমুখে জাগিল সেই সব ছবি,
পরান ভরিয়া গাহিল জয়,
পরান ভরিয়ে ডাকিল হরিরে,
'তার এ বিপদে করুণাময়!'

চলিল তরণী তুফানে তুফানে
কভু পড়ে পুনঃ উঠিছে কভু;
অটল-হৃদয় সাহসী ধীবর,
কোন ভয়-ডর নাহিকো তবু!

মনে তার শুধু জাগে সে রোদন,
ঝটিকা তুফানে চেয়ে না চায়,
কেবলই ডাকিছে 'কোথায় রে তোরা?
ভয় নেই আর, নে যাব আয়!'

তবুও উত্তর নাহি দিল কেহ,
রোদনও আর তো শোনা না যায়;
অধীর হৃদয়ে বাহি চলে জেলে,
ঝটিকায় তরী রাখাও দায়।

তুফানের পর উঠিছে তুফান,
গেল গেল তরী নাহিকো আশ;
নাহি ভ্রুক্ষেপ সেদিকে তাহার,
জলে চেয়ে দেখে চুলের রাশ।

ঝাঁপাইয়া পড়ি চোখের নিমেষে,
পিঠের উপর দেহটি তুলে,
তরঙ্গের সাথে যুঝিয়া যুঝিয়া
প্রাণপণে জেলে উঠিল কূলে।

জেলেনী দাঁড়ায়ে স্তম্ভিত-মূরতি,
নামাইল দেহ তাহার কাছে;
অবসন্ন প্রাণ রুদ্ধশ্বাস দেহ,
আপনি লুটিয়ে পড়িল পাছে।

জ্যোৎস্নায় নদীকূলে

আমি এ জ্যোছনা রাতে মধুর বসন্ত বাতে,
কবে কার কথা পড়ে মনে!
শাদা মেঘ ভেসে যায়, চাঁদখানি হেসে চায়,
ঢল ঢল মধুর স্বপনে!
সমুখে তটিনী বয়, উপকূল বালুময়,
চারিদিকে রজত-তুফান;
শুভ্রতার নাহি তুল, জলে স্থলে সব ভুল
ম্লান কেন দু-একটি প্রাণ।
ওপারে দিগন্ত বাঁকা, নিবিড় গহনে আঁকা,
শুভ্রতা হোতায় কাল-কায়া;
ও যেন গো জ্যোছনার, আঁধার হৃদয়ভার,
হায়! এ কি জগতের মায়া!
আঁধারেতে টিপ টিপ, করে দু-একটি দীপ,
আকাশে অগণ্য তারা ভায়;
বিমানের শুভ্র কায়া, তরুর জলদচ্ছায়া,
তটিনীর হৃদয় দোলায়।
প্রবাহিত হৃদিমাঝে বিশ্বের মহিমা রাজে,
গরবিনী উথলিত কায়!
আনন্দে আপনা ভুলে, সহস্র তরঙ্গ তুলে,
নিরুদ্দেশ হয়ে চলে যায়।
একাকিনী কূলে কূলে, মেয়ে দুটি এলোচুলে,
আনমনে কোন্ গান গায়!
দাঁড় বহা রেখে ফেলে, চমক যুবক জলে,
মুগ্ধ-আঁখি একদিকে চায়!
বনান্তে বিরহী পাখি, কুহু কুহু উঠে ডাকি,
স্তব্ধ নিশা সংগীত আকুল;
কাঁটার বেদনা ভুলে, সুখের নিঃশ্বাস তুলে,
অভাগিনী বাবলার ফুল।
সুবাস মাখানো গান, পরশি পরশি প্রাণ,
কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়;
কোন্ অনন্তের তীরে, হারাধন খুঁজি ফিরে,
কে জানে কেন রে নাহি পায়!
কেমনে পাবে রে ফের, এ পার যে অনন্তের,
অন্য পারে সে রতন ভায়!

আলোটুকু দূরে দূরে, নয়নের পথে ঘুরে,
ধরিতে স্বপন ভেঙে যায়।
এমনি সে মধু যামি, ছিনু দোঁহে, একা আমি;
একা তুমি দশদিশি গায়;
তাই এ জ্যোছনা রাতে, মধুর বসন্ত বাতে,
নয়ন আপনি ভেসে যায়।

ভাই-বোন

পরিপূর্ণ জ্যোছনায় মগ্ন দশদিশি!
সুখেতে মরম-হারা অতি স্তব্ধ নিশি।
রজনীর কানে কানে কি কথা কহে কে জানে,
বারে বারে ধীরে আসি মলয়-বাতাস;
নিশার আলোক কায়, ফেলিয়া মলিন ছায়,
কাঁপি কাঁপি ছাড়ে তরু আকুল নিঃশ্বাস
তটিনী-কোমল বুকে সে দুঃখে জাগায় ব্যথা,
মৃদু মৃদু কল্লোলি সে কহে সান্ত্বনার কথা।
তরীখানি এ সময়ে ধীরে ধীরে যায় বয়ে,
কে মরি, সোনার ছেলে তোরা ভাই-বোনে?
জ্যোছনার হাসিরাশি, মুখেতে পড়েছে আসি,
কচি মুখে চুমি খায় প্রাণের যতনে।
অধরে জ্যোছনা ভাসে, বোন দুটি চায় হেসে,
চুলগুলি আশেপাশে করে দুল দুল—
কচি মুখে হাসে আধো, গান গায় বাধো বাধো,
আর কিছু নয় তারা বসন্তের ফুল।
এক হাতে বায় তরী, আর হাতে গলা ধরি,
চুমি দেয় ধীরে ধীরে ভাইটি চপল;
কেন রে এমন প্রাণ! ও গানে মিলাতে তান,
বেসুরো নীরস কণ্ঠে চাহে অবিরল!
শুষ্ক এ তরুর শাখে, একটি না পাখি ডাকে,
একটি নবীন পাতা নাহি এর পরে;
শৈশবের খেলাধূলা, যৌবনের হাসি আশা,
একটি নাহিকো হেথা পড়িয়াছে ঝরে!
এবে বসন্তের বায়, কেন রে এ শুষ্ক কায়,
সহসা শিহরি উঠে অঙ্কুরিতে চায়?

একটি নবীন পাতা হয়তো বা অঙ্কুরিবে
আবার শুকাবে, সব ফুরাইবে হায়!

সত্যকার ছবি এ কি, আজিকে সম্মুখে দেখি?
কিংবা নিশীথিনী দেখে সুখের স্বপন?

সত্য বলে পরকাশে, এখনই মিলাবে হেসে,
যখনই প্রভাত রানী মেলিবে নয়ন।

কত স্বপ্ন দেখিয়াছি, আবার গিয়াছে ভাঙি,
এক ফোঁটা অশ্রু শুধু একটি নিঃশ্বাস—
সেই স্বপনের শেষে দেখেছি রয়েছে পড়ে,
স্বপ্নের অস্তিত্বে বুঝি জাগাতে বিশ্বাস।

ছিল যারা নাই আর, কোথায় কে জানে?
আকুল পরানে চাহি অন্তরের পানে;

অশ্রুতে পরান ভাসে, ধীরে আঁখি মুদে আসে,
জগৎ মিলায় ধীরে আঁধার নয়ানে।

এও যদি স্বপ্ন হয় আবার ভাঙিবে নয়:
কে তোরা সোনার ছেলে, দেখি দেখি আয়—

একবার কোলে করি, কূলে নিয়ে আয় তরী,
সুধামুখে চুমি খাব আয় আয় আয়।

নিয়ে যাবি সাথে করে? হেরি দিনরাত ধরে
সরল হরিণ-কান্তি জ্যোছনার হাসি,

তোমরা করিবে খেলা, খেলেনা হইব আমি,
তুলিয়া আনিয়া দিব ফুল রাশি রাশি।

শ্রান্ত হয়ে ঘুম এলে, বিছানা পাতিব কোলে,
ভাই-বোনে ঘুমাইবি কোলেতে আমার;

ঘুমন্ত সুখের হাসি, অধরে বেড়াবে ভাসি,
পুলকে দেখিব বসি অবিশ্রান্ত অনিবার।

অস্তে যাবে চন্দ্র তারা উদিবেক রবি পুনঃ,
আবার পশিবে দিন রজনীর প্রাণে;
কালেরে ডুবায়ে দিব কালের মহান কোলে,
অনন্ত চাহিয়া রবে অবাক নয়নে।
কে তোরা সোনার ছেলে দেখি দেখি আয়,

একবার কোলে করি, কূলে নিয়ে আয় তরী,
কচিমুখে চুমু খাব আয় আয় আয়।

বল বারবার

যা বলিছ আজ, সখা, নূতন তো নহে,
সর্বকালে সর্বজনে ওই কথা কহে;
আমিও তো চিরদিন জানিতাম মনে,
সৃজনের বিড়ম্বনা নারী এ ভুবনে।
দুঃখ জ্বালা কাঁটা মোর অশুভ অহিত;
তুমি শুধু বলিতে গো তার বিপরীত,
এমনি নূতন কথা, এত অপরূপ,
বিস্ময়ে উল্লাসে আমি রহিতাম চুপ।
আজন্ম বিশ্বাস তাহে টলিত তখন,
ভ্রান্ত কি হইতে পারে তোমার বচন।
বুঝিতে নারিনু তাহা মমতার ভুল,
বিধাতার মায়া যথা জগতের মূল।
প্রণয় ভেঙেছে এবে ভাঙিয়াছে মোহ,
পেয়েছে যা দিব্য সত্য, ভালো করে কহ।
প্রাণের সংশয় ধাঁধা মিটুক আমার;
হউক সত্যের জয়—বল বারবার!

* * *

সখি গো—
জানি আমি নারী হীন অভাজন অতি,
কোন গুণ নাই শুধু জগতের ক্ষতি;
অন্য কোনো প্রমাণের নাহি প্রয়োজন,
তোমার বিস্মৃতি আর তোমার বচন।
সযতনে হৃদিমাঝে ধরিয়া আগ্রহে—
বুঝিলে যা চাহ তুমি তাহা তো এ নহে।
সহসা প্রণয় তব হইল মলিন,
উচ্চ-নীচে, সুখে-দুখে, নাহি হয় লীন।
দোষ কিন্তু সদা চাহে গুণের আশ্রয়,
আর যাহা মিথ্যা হোক ইহা মিথ্যা নয়।
আর সব সত্য, মিথ্যা ওইটুকু শুধু;
রমণীর প্রেম নহে প্রতারণা মধু।
খাঁটি সত্য ওইখানে, নহে ফাঁকি শূন্য,
সহস্র দোষের মাঝে ওইটুকু পুণ্য।
করিয়াছ ভালোবেসে ভুল একবার,
শত দোষ গুণ ছিল নয়নে তোমার।

পাইয়াছ সত্য, খুলে গেছে আঁখি-অন্ধ,
এখন ওটুকু পুনঃ অপ্রেমের ধন্ধ।
যখন সহে না প্রাণে যাতনা বিষম,
মনে হয় একবার ভাঙুক ও ভ্রম!
কাজ নাই কাজ নাই! কেমনে সহিবে?
যে দিন বুঝিবে সত্য নয়ন খুলিবে—
বড় তীব্র বাজিবে সে অনুতাপ-ব্যথা,
বুঝে কাজ নাই তবে যাহা সত্য কথা।
মধুর মিথ্যার মাঝে থাক চিরদিন,
হউক কঠোর সত্য আমাতে বিলীন।
মিথ্যা নহে সব সত্য, বল বার বার;
প্রাণের সংশয় ধাঁধা ঘুচুক আমার!

কে ছোটো কে বড়ো?

১

উত্তাল তরঙ্গময় দুর্জয় প্রতাপ
অন্ধকার পারাবার গর্জে ভীমনাদে,
ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ বক্ষে তার ক্ষুদ্র তরীখানি
কভু উঠে, কভু পড়ে, কভু মহাবলে
ছুটে দিশাহারা, কভু ধীরে অগ্রসরে ;
মহোর্মির নিদারুণ ঘাত-প্রতিঘাতে
প্রতারিত সন্ত্রাসিত ব্যথিত তরণী;
পরাভব তবু নাহি মানিবারে চায়,
উপেক্ষি সে মহাবল নিজ ক্ষীণ বলে
যুঝে প্রাণপণে লক্ষ্যপথে পঁহুছিতে।

২

তীর দিয়া চলে যারা থমকি দাঁড়ায়;
দেখি এ অদ্ভুত দৃশ্য করুণ তামাসা
বিস্ময়ে স্তম্ভিত কেহ, কেহ হেসে সারা,
কারো ঝরে অশ্রু, কেহ লভি তত্ত্বজ্ঞান,
কহে সুগম্ভীর স্বরে, 'ধন্য তুমি তরি!
যে শক্তি প্রভাব দিব্য অনুভবি হৃদে
প্রবল-প্রতাপ এই বিশাল সাগরে

অসম সাহসে তব করিতেছ হেয়,
ক্ষুদ্র হয়ে বড়ো তুমি সে মহা শক্তিতে!'
কেহ কহে ভ্রূকুটিয়া ইহার উত্তরে—
'এ নহে সাহস, শুধু বৃথা গর্বভরা
অজ্ঞান আস্পর্দ্ধা; অল্পবুদ্ধি তরী হায়!
জানিত সে যদি তার নিজ ক্ষমতায়
সাধ্য নাই এক পদ আগু-পিছু হতে;
তা হলে টুটিত এই বড়ত্বের ভান!
এখনও যে দেহ লয়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে,
এখনও যে উঠে পড়ে সংগ্রাম-নিরত,
সে শুধু সিন্ধুর দয়া, নিজ বলে নহে;
শার্দুল খেলায় যথা শিকারে তাহার,
সিন্ধুর এ খেলা তথা আর কিছুই নয়।
যখনি খেলার সাধ হবে অবসান,
গভীর অতলে নিজ করিবে গমন,
প্রাণপণ শক্তি ওর বিফল করিয়া;
ক্ষুদ্রের এ বৃথা গর্ব—জল-বুদবুদ!'

৩

তীরেতে বসিয়া আমি পান্থ একজন,
নয়নে জাগিছে মোর ওই মহা খেলা,
কানে আসি পশিতেছে যত তর্ক কথা,
প্রাণে সব বাজিতেছে সমস্যার মতো।
কেবা ছোটো কেবা বড়ো এ দোঁহার মাঝে,
কিছু না বুঝিতে পারি ভাবিয়া ভাবিয়া;
বৃথা তর্কজালে শুধু হইয়া জড়িত
আপনার চিন্তামাঝে হারাই আপনা।
পুরাতে সমস্যা অন্য প্রত্যক্ষ উপায়ে
আরম্ভিনু গনিবারে—প্রত্যেক মুহূর্তে
কতগুলি বীচিমালা বিফল করিয়া
দেখাইছে তরীখানি বিক্রম আপন।
সহসা চমকি উঠি গণনার মাঝে
দেখিনু, গনিনু যাহা এতক্ষণ ধরে
সকলই গিয়াছি ভুলে, মিথ্যা পরিশ্রম!
মনোমাঝে একই শুধু চিন্তার লহরী
উথলে অজ্ঞাতভাবে, অবিরাম বেগে—
কে ছোটো কে বড়ো এই জীবন-সংগ্রামে,

বিশাল নিয়তি সিন্ধু অথবা সুক্ষুদ্র
দোদুল ধৈর্যবিন্দু মানব-তরণী?'
কে দিল উত্তর যেন—'যে দেখে যেমনে!
উচ্চৈঃশ্রবা লয়ে যথা ঘটিল বিবাদ;
দ্বৈতাদ্বৈতবাদী যথা আরোপি ঈশ্বরে
সগুণ নির্গুণ দ্বন্দ্ব করি সদা মরে!'

যামিনী

এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী
সে শুধু গো যদি আসিত।
পরানে এমন আকুল পিয়াসা,
যদি সে শুধু গো ভালোবাসিত।
এ মধু বসন্ত; এত শোভা হাসি,
এ নব যৌবন, এত রূপরাশি,
সকলই উঠিত পুলকে বিকাশি,
সে শুধু গো যদি চাহিত!
মিথ্যা তুমি বিধি! মিথ্যা তব সৃষ্টি,
বৃথা এ সৌন্দর্য নাহি যদি দৃষ্টি
যদি হলাহলে-ভরা প্রেমসুধা মিষ্টি,
কেন তবে প্রাণ তৃষিত!

শত কণ্ঠে কর গান

শত কণ্ঠে কর গান জননীর পূত নাম,
মায়ের রাখিব মান—লয়েছি এ মহাব্রত।
আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা,
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত।
সাক্ষী তুমি মহাশূন্য, না লব বিদেশী পণ্য,
ঘুচাব মায়ের দৈন্য,—করিলাম এ শপথ।
পরি ছিন্ন দেশী সাজ, মানি ধন্য ধন্য আজ।
মায়ের দীনতা-লাজ হবে দূর-পরাহত,
এই আমাদের ধর্ম, এই জীবনের কর্ম,

এই বস্ত্র, এই ধর্ম, এই আমাদের মুক্তিপথ।
নমো নমো বঙ্গভূমি, মোদের জননী তুমি,
তোমার চরণে নমি, নরনারী মোরা যত।

তবু তারা হাসে

তবু তারা হাসে?
মাগো! ম্লান তব চন্দ্রানন, অশ্রুপূর্ণ দুনয়ন,
ব্যথিত সুতনু লৌহপাশে—
তবু তারা হাসে!

তবু তারা খেলে—
তুমি ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর, গৃহ ধনধান্যপুর,
অন্নজল তবু নাহি মেলে—
তবু তারা খেলে।

কেন তবে মরে না তাহারা?
এ হাসি এ খেলাধূলা শুধু যে জ্বলন্ত চুলা
দেখিতে সুন্দর শুভ্র বালুক সাহারা!
কেন মরে না তাহারা!

এসো, ভাই, মরে তবে বাঁচি!
ধর্মহীন কর্মহীন, হেয়, পদানত, দীন;
বাঁচিয়া যে মরিয়াই আছি—
এসো, ভাই, মরে তবে বাঁচি!

আয়, ভাই, আয় তবে আজি—
সাধিতে মায়ের কাজ, মুহূর্ত না করি ব্যাজ
এক সূত্রে মরিবারে সাজি—
আয় তবে আয় সবে আজি!

শ্রাবণ

সখি, নব শ্রাবণ মাস!
জলদ-ঘনঘটা, দিবসে সাঁঝছটা,
ঝুপ ঝুপ ঝরিছে আকাশ!
ঝিমিকি ঝম্ ঝম্, নিনাদ মনোরম,
মুহুর্মুহু দামিনী-আভাস!
পবন বহে মাতি, তুহিন-কণাভাতি
দিকে দিকে রজত উচ্ছ্বাস!
উছলে সরোবর, পত্র মরমর—
কম্পে থর থর পান্থ নিরাশ!
যুবতী-যুবাজনা পরম প্রীতমনা,
দুঁহু দোঁহে বাঁধা ভুজপাশ।
বিরহে যাপি যামী, ঘুমায়ে ছিনু আমি,
স্বপনেতে মিলন-উল্লাস!
সহসা বজ্রপাত কড়াক্কড় নিনাদ
কাঁপি উঠি, হৃদয়ে তরাস!
নয়ন মেলি চাই, কোথায় কেহ নাই,
উথলিত আকুল নিশ্বাস!
আমার বঁধুয়া পরবাস!

১

কালাংড়া-আড়খেমটা

চল লো কাননে যাইব দুজনে,
জুড়াতে হৃদয় জ্বালা!
সজনি লো, আজি, ফুলে ফুলে সাজি,
কাটাবি সারাটি বেলা!
তরুমূলে বসে ফুল তুলে তুলে,
কহিব মরম কথা;
গাহিব লো গান খুলিয়ে পরান,
ভুলিয়ে সকল ব্যথা।
তুলিয়ে বকুলে পরাইব চুলে,
বেলায় করিব দুল;
উড়ায়ে ভ্রমরে, বোঁটা ধরে ধরে,
তুলিব গোলাপ ফুল।
কিসের বেদনা, কিসের যতনা,
কিসের হৃদয় জ্বালা!
দেখিব আজিকে হৃদয়-আঁধার
ঘোচাতে পারি কি, বালা!

২

মল্লার-কাওয়ালি

সখি লো! রিমঝিম ঘন বরিষে।
গুরু গুরু গর্জনে গর্জে নবীন ঘন,
দলকে দামিনী বিকাশে!
বিরহী নয়ান-পারা ঢালিছে শ্রাবণ-ধারা;
কি জ্বলে মরমে জ্বালা—নিভাই কেমনে সে?

৩

দেশমল্লার-আড়া

আকাশের ওই মেঘ এখনই তো ছুটিবে!
আবার জ্যোছনা ভাতি এখনই তো ফুটিবে!
কিন্তু গো, সজনি, আর হৃদয়ের এ আঁধার
এ জনমে অভাগীর কভু না ঘুচিবে!
জীবন-বরষা যদি বহায় শোনিত-নদী
তবু এই আঁখি-ধারা জন্মে না মুছিবে!

৪

কেদার আড়া

আজ ওরে বজ্র! তোরে কভু না ছাড়িব—
আটকি হৃদয়ে তোরে এ হৃদয় দাহিব!
হৃদয়ে কি কাজ আর, পুড়ে হোক ছারখার,
হৃদয় সর্বস্ব ছেড়ে হৃদয় কেন রাখিব!
এ প্রাণ জীবন হৃদি তাহারই না হল যদি
আমারই বা হবে কিসে! পর তারে তেয়াগিব।

৫

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া

ভুলে যাও দুখিনীরে ভুলে যাও ওহে নাথ!
নহিলে হবে না সুখী একটি পলকপাত।
এমনি অভাগী বালা, বিপদ যাতনা জ্বালি—
যেখানে যেখানে আমি তারা ফিরে সাথ সাথ।
ভুলিবারে কহিতে গো কি বেদনা লাগে প্রাণে,
কেবলই যাতনা-জীর্ণ মরমী সে ব্যথা জানে।
হোক তবু তাও সবে, তুমি, নাথ, সুখে রবে,
ভুলে যাও ভুলে যাও, তাই যাচি দিনরাত।

৬

মেঘমল্লার—আড়া

ঘোষে বজ্র কড় মড়, কাঁপে পৃথ্বী থর-থর,
প্রলয় বিপ্লবে কাঁপে সর্ব চরাচর;
উন্মত্ত পবন ছোটে, তটিনী গরজি ওঠে,
তরঙ্গ ছুটিছে যেন সচল ভূধর!
পাগলিনী! শোন ওরে, তোরে এই বুকে ধরে
বাহিরের ঝড়জ্বালা পশে না অন্তর;
তরী যায় যাক ডুবে, কি ভয়? আমরা উভে
সুখের শয়নে রব নদীর ভিতর!

৭

পিলু—যৎ

ফোটা ফুলগুলি আনিয়াছি তুলি
আঁখি দুটি মেলি হের গো হের!
এইটি নলিনী, কাহাকে বলিনি,
চুপি চুপি আমি এনেছি ধর।
গোলাপটি ওই মোর হৃদিসই!
সে যে তোমা বই হবে না কারো—
হৃদিধনে ভুলে তুলেছি বকুলে,
সেঁউতির ফুলে পর গো পর!

৮

মিশ্র মল্লার—কাওয়ালি

আজু কোয়েলা কুহু বোলে!
আয় তবে সহচরি, রুনুঝুনু রুনুঝুনু,
বসন্ত-জয়ধ্বজা তুলে!
মাধবী লতিকা, মল্লিকা যূথিকা,
কম্পিত মলয়-হিল্লোলে;
সরসে ঢল ঢল প্রফুল্ল শতদল
খেলত লহরী কোলে;

পরিমল আকুল মত্ত মধুপ কুল
বিহরত বিকশিত ফুলে।
আয়, সই, মিলি জুলি ফুলগুলি তুলি তুলি
সাজাব সখী রে সবে মিলে!

৯

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথ চেয়ে
দূরভেদ্য, অন্ধকারে হৃদয় রয়েছে ছেয়ে।
ভয়ানক সুগভীর বিষাদের এ তিমির,
আশারো বিজলি রেখা উজলে না এই হিয়ে।
হৃদয়ের দেবতারে পূজিনু জনম ধরে
মর্ম্মভেদী যাতনার অশ্রুজল দিয়ে;—
দিয়াছি হৃদয় প্রাণ সকলই তো বলিদান,
একটু মমতা তবু পাইনু না ফিরিয়ে।

১০

বেহাগ—কাওয়ালি

সুখের বসন্তে আজি, সখি লো, চেন লো
মুখানি, আহা, বিষাদে মলিন হেন?
উৎপল আঁখিদুটি সজল কেন, লো, কেন?
দেখলো কুঞ্জে প্রফুল্ল যূথিকা মাটি
মাখি চন্দ্রমা বিমল ভাতি রে,
ঢালে আসিয়া পরিমলে রঙ্গে লো।
পিউ পিউ মধুর তানে ওই,
ডাকে পাপিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে, সই!
মাতাইয়ে দিক কুহুকুহু পিক্
কূজিছে, সজনি লো!
আয় রঙ্গে নিকুঞ্জে, সজনি, মিলি
গাঁথি মালিকা বিষাদ ভুলিয়ে,
প্রেম-মদে প্রাণ ঢালি;
মধু রজনী রে!

১১

ললিত—আড়া

এ হৃদয়-ফুল, সখি, শুকায়ে পড়েছে, ওরে!
কেমনে কুসুম তুলি বল লো প্রমোদ ভরে?
বিমল এ জ্যোছনায়, সুমন্দ এ মৃদু বায়,
দলিত কুসুমকলি আর কি উঠিতে পারে!
নাহিকো সুরভি হাস, অকালে কীটের বাস,
যতনেও তোলো যদি পাপড়িগুলি যাবে ঝরে!

১২

পিলু—কাওয়ালি

আমোদে কি আছে, সখি, বাসনা এখন!
আমোদ ফুরায়ে গেছে জন্মের মতন!
দারুণ যাতনানলে হৃদয় পরান জ্বলে,
তুই কি বুঝিবি, সখি, আমার বেদন!
বসন্ত উৎসব হবে, তোরা, সখি, সুখী সবে,
মিলিবে লো ভালোবাসা, সোহাগ, যতন!
আমার মরম তলে কি যে এ আগুন জ্বলে,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে হতেছে দাহন,
তোরা কি বুঝিবি, সখি, আমার বেদন!

১৩

দেশমল্লার—আড়া

কেন গো ফেলিছ, সখি, দুখ অশ্রুধার,
ও চাঁদমুখানি কেন বিষাদে আঁধার?
মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে কি যাতনা পরকাশে!
সজনি, থাম গো থাম দেখিতে পারিনে আর!
নূতন শোভায় সাজি আশার মুকুলরাজি
আবার তো বিকশিবে, শুকাবে না আর।
নবীন লতিকাচয়ে কুসুমে পড়িবে ছেয়ে,
যে রবি গিয়েছে ডুবে উদিবে আবার!

১৪

বেলোয়ার—আড়া

জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা!
জীবন ফুরায়ে এল আঁখিজল ফুরালো না।
এমনি অদৃষ্ট ঘোর, জনমেও, সখি, মোর
পুরিল না জীবনের একটি কামনা।
এখন সুখের কথা উপহাসি দেয় ব্যথা,—
এই এ মিনতি, সখি, ও কথা তুলো না!

১৫

সোহিনীবাহার—কাওয়ালি

সজনি, নেহারো বসন্ত সাজে,
ক্যায়সে মাতল হরষে দিক!
কাননে কাননে ফুলকুল জাগল,
কুঞ্জে কুঞ্জে কুহরল পিক!
কোমল কুসুমে চুমি চুমি যতনে,
কম্পয়ি সঘনে লতিকাকায়;
সৌরভ চুরিয়া, প্রমোদে ঢালিয়া
ক্যায়সে বহয়ত দখিনা বায়।
মুচকি মুচকি মৃদু হাস হাস বিধু
ঢালতো মধুময় জ্যোতিকরাশি,
জোছনা-তরঙ্গে যমুনা রঙ্গে
উথলত নাচত হরষে ভাসি।
আও লো, সজনি, এ সুখ রজনী
নিকুঞ্জে আজু পোহায়ব দোঁহে;
সব দুখ জ্বালা পরান, বালা,
বিসঁরব তোঁহার প্রেমক মোহে!

১৬

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া

আমরি লাবণ্যময়ী কে ও স্থির-সৌদামিনী,
পূর্ণিমা-জোছনা দিয়ে মার্জিত বদনখানি!

ঢুলু ঢুলু আঁখিদুটি আবেশে পড়িছে লুটি,
মৃদুমন্দ ঢল ঢল আধো ফুট কমলিনী।
নেহারি ও রূপ, হায়, আঁখি না ফিরিতে চায়,
যত দেখি তত যেন নব নব মনে গনি।
অধরে মধুর হাস—তরুণ অরুণাভাস,
অপ্সরা কি বিদ্যাধরী, কে রূপসী নাহি জানি!

১৭

বিভাস—যৎ

পোহাইল বিভাবরী, উদিল নব তপন,
উষার মোহন রাগে রাঙিল গগন;
তুমি, উঠ, উঠ, বালা, জাগ গো এখন!
বহিছে মৃদুল বায়, পাপিয়া প্রভাতী গায়,
ফুলকুল সৌরভে আকুল ভুবন।
শিশির মুকুতা-পাঁতি চুমিছে রবির ভাতি,
কমলিনী মেলে আঁখি পেয়ে সে চুম্বন;
তুমিও মেলো, গো বালা, কমল নয়ন!

১৮

আলাইয়া—আড়া

কি গভীর বেদনায় হৃদয় জ্বলিয়া যায়
কথায় প্রকাশ তাহা করিব কেমনে!
বিষাদ যন্ত্রণা ব্যথা যতই গভীর হেথা,
কথাও তেমনি ক্ষুদ্র তার পরিমাণে।
বাসনাও নাহি আর খুলিতে লুকানো দ্বার,
মর্মের নিভৃতে থাক মর্মের কাহিনী,—
অশ্রুরুদ্ধ হোক প্রাণ, প্রকাশ সে অপমান;
আপন তরঙ্গ বলে ফাটুক আপনি।

১৯

আলাইয়া—আড়া

বিরাগ ভরে অমন করে এখন আর যেয়ো না সবে!
ভয় নাই আসিনি তো জ্বালাতন করিবারে।
এসেছি, দিব না ব্যথা, তুলিব না কোনো কথা,
এসেছি দেখিতে শুধু নিতান্ত, না থাকতে পেরে।
নব অনুরাগ ভরে থাক তুমি সুখ ঘোরে,
অন্তিম-বিদায় নিয়ে এখনই যাইব ফিরে।
যেথায় আছ সেথায় থাক-আর কাছে যাবনাকো,
একটি পলক শুধু দেখে নেব প্রাণ ভরে।

২০

সাহানা—আড়া

সহসা হাসিল কেন আজি এ কানন!
মাতিয়া বহিল কেন সুখদ পবন!
ফুটিল মুদিত ফুল, কুহারিল পিককুল,
যে কানন হয়েছিল নীরব শ্মশান
সেই সে শ্মশান আজি নূতন শোভায় সাজি
সহসা মোহিল কেন হৃদয় পরান!
যে সুখের চাঁদ, আহা, কতদিন থেকে
ভীষণ মেঘের কোলে পড়েছিল ঢেকে,—
আজিকে সেই যে শশী মেঘমুক্ত হাসি হাসি
ঢালিছে কি মধুময় জোছনা কিরণ!
ঘুচিল সকল মোহ, ফিরিল প্রণয় স্নেহ,
হাসিল চৌদিক আজ, হাসিল জীবন!

২১

ভূপালি—কাওয়ালি

হের গো উদয় ওই মকর-কেতন!
প্রণয়ের পরিমলে মোহিয়া ভুবন!
আবেশে অনঙ্গ তনু, উরসে কুসুমধনু,

সঙ্গে রতি, সুখ-গীতে উথলে নয়ন!
ফুলে ফুলময় অঙ্গে, বসন্ত বিরাজে সঙ্গে,
ধরণী হইল কিবা পুলক-মগন।

২২

মাঝ—দাদ্‌রা

আয় লো, আয় লো, আয় লো, আয় লো,
মিলে সবে, সজনি।
বাসরে পোহাব আজি কি সুখের রজনী!
ভাসিয়ে সুখ তরঙ্গে, মাতিয়ে প্রমোদ রঙ্গে,
হাসিব সখীর সঙ্গে, দিব সুখে হুলুধ্বনি!

২৩

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা

কেন, সখি, আসিতে না চায়!
যদি বা আসে সে হেথা,
কেন, সখি, থাকিতে না চায়?
যাই যাই করি করি—
কেন বুকে বিঁধে ছুরি নিঠুর কথায়!
সখি, কেমন করিয়া প্রাণ ধরি,
তার যদি এতই অসাধ—
থাকিতেই বলি বা কি করি;
মুখ, সখি, ফুটে না যে তায়!
মনের তরঙ্গ যত মনেতে মিশায়।
সখি, হাসিয়া যাইতে তারে বলি,
মনে মনে যাতনায় জ্বলি,
ভয় মনে, সে যাতনা জানিতে বা পায়,
পাছে আঁখি উথলায়!
সখি, বড় অভিমান করে যাইতে যে বলি তারে,
বোঝে না সে পলাইয়া যায়,
সে যে কেবলই কাঁদায়!

২৪

শ্রাবণ বেলাওল—আড়া

সখি সে কেমনে চলে যায়।
আমার তো দেখিলে তাহায়, শুধু দেখিলে তাহায়,
শুধু মুখ পানে চেয়ে প্রাণ উঠে উথলিয়ে,
শতবার হৃদিমাঝে বিদ্যুতের লহরী খেলায়,
সদা ভয়ে ভয়ে সারা, বুঝি পড়িলাম ধরা,
হৃদয়ের ভাব বুঝি নয়নে প্রকাশ পায়!
সে তো বুঝিতে না পারে শুধু যাই যাই করে,
মনে মন না বুঝিলে কে বোঝাবে কায়!
আমি বড় ভালোবাসি সে মুখের হাসি,
মলিন দেখিলে মুখ বুক ফেটে যায়;
তবু সাধ যায়, সখি, একবার দেখি
সে প্রাণে বেজেছে ব্যথা না দেখে আমায়!
দেখিতে পাইনে বলে হৃদয়ে বেদনা জ্বলে,
সখি, এ হেঁয়ালি বল কে বোঝায়!

২৫

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা

ছি ছি কেমন জামাই! লাজে মরে যাই;
ঢুলু ঢুলু আঁখি, মুখে নাহি বাক,
শিরে জটাজুট, অঙ্গে মাখা ছাই!
আমাদের উমা সোনার প্রতিমা,
মরি! ম্লান অঙ্গে যেন মণির মহিমা!
ধিক তোরে রানী! হইয়ে জননী
হলি এমন পাষাণী কেমনে, শুধাই।
কবি বলে, ধনি, বলিছ না ভালো,
কালো না থাকিলে শোভিত কি আলো!
নীরদে দামিনী, কমলে মধুপ,
রূপের জগতে কুহক অরূপ;
তাই তো দেখিতে পাই!

২৬

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—যৎ

আয় লো, বালা, গাঁথব মালা
    চামেলির ফুলে;
উড়িয়ে অলি বেলের কলি
    পরবো লো চুলে।
ওই ফুটেছে গোলাপ-রানী
    চলো গিয়ে আনি তুলে;
রচি রূপের হাসি, প্রেমের ফাঁসি,
    দেখি কেমনে খোলে!

২৭

বাঁরোয়া-ঝিঁঝিট—ঠুংরি

সাগর ছেঁচা মানিক আমার! ঘর করেছ আলো!
তুমি নইলে, রতন মণি, তিনটি ভুবন কালো!
হৃদয় মাঝে ওই মুরতি সদাই আছে জাগি,
সদাই উথলে উঠছে হিয়া, প্রিয়া, তোরি লাগি।
    আমি খুঁজে নাহি পাই—
হৃদয়ের কোন্‌খানেতে রেখে তোরে—হৃদয় জুড়াই!
কি দিয়ে মোর মানস পূজার আকাঙ্ক্ষা মিটাই?
এ সংসারে তোমার যোগ্য কোন্ বস্তু ভালো!

২৮

দেশ—কাওয়ালি

আমার সাধের পূর্ণিমার চাঁদ ফুটলো বুঝি আকাশে ওই!
জ্যোৎস্না হাসি ঢালছে রাশি, প্রাণে ফাঁসি দিলে যে সই!
    সবাই হাসছে ও রূপ দেখে,
    সবাই পাগল ও রূপ মেখে,
হাসব বলে এসে শেষে—আমিই কেঁদে সারা হই!

২৯

কীর্তনী সুর

সই লো মকর গঙ্গাজল!
সাত রাজার ধন মানিক আমার, কোথায় আছিস বল!
সর্ষে ফুল হেরছি চোখে তর্সে রেখে ছল।
তুমি ধনি, চাঁদবদনী জীবন মরণ কাটি,
ক্ষণিক তোমার অদর্শনে মরি লো দম ফাটি।
তুমি আমার তালুক মুলুক, তুমি টাকার তোড়া,
তুমি চেলি বারাণসী তুমি শালের জোড়া।
ও লো আমার সাধের ধোঁকা কহি চুপে চুপে,
সদাই ভয় জাগে মনে তোমায় কে কখন নেয় লুপে!
তুমি আমার পায়সান্ন, মিষ্টি, মেঠাই, ছানা;
শীতের তুমি দোলাইখানি, গরমির চিনিপানা।
বর্ষাকালের ভরসা তুমি তালপত্রের ছাতি,
তোমায় পেলে হৃদয় ফর্সা, ও লো সকল ভাতির ভাতি!
তুমি বেদ আগম পুরাণ, তুমি তর্ক যুক্তি,
তুমি আমার ভজন পূজন, সাত পুরুষের মুক্তি!
তুমি আমার যাগযজ্ঞি সকল পুণ্যির ফল,
সকল কর্মের সিদ্ধি, ও লো, দাও চরণে স্থল!
স্বর্গসুধা সঞ্চারিত তোমার প্রেমে, প্রিয়ে,
পাপ তাপের দমন তুমি মুড়ো খ্যাংরা নিয়ে!
হেসে হেসে কাছে এসে, ও লো, সকল দুঃখ ঘুচো,
অধীন তোমার দাসানুদাস শ্রীচরণের ছুঁচো!

৩০

কীর্তনী সুর

ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল!
খুশির খুশি মহাখুশি সপত্নী-কোন্দল!
তুমি আমার ঘরকন্না উনকুটি চৌষট্টি,
ধান ভানাতে ঢেঁকি তুমি, মাছ বানাতে বঁটি।
বেড়ির মুখে হাঁড়ি তুমি, তুমি খোন্তা হাতা,
মশলা পেষার শিলনোড়া, কলাই পেষার জাঁতা।
হাতিশালের হাতি তুমি, ঘোড়াশালের ঘোড়া,
তিন ভুবনে কোথায় মেলে, তোমার একটি জোড়া!

গো-শালেতে তুমি আমার বাঁধা কামধেনু,
আর, মন মজাতে তুমি, প্রভু, বংশীধারীর বেণু!
ভাঁড়ার ঘরের ভরাভর্তি, শয়ন ঘরের বাতি,
ভাগ্যিবলে কভু মেলে পদগম্বুজের লাথি!
বিপদকালে তুমি আমার মহাবীর হনু,
দেখা দিয়ে বাঁচাও গিয়ে অদর্শনে মনু!
ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল!
ঈরিষা তিরিষা বারণ, আর বারণ প্রেমানল!
কাঁচা চুলে দড়ি তুমি, পাকা ধানে মই,
সাঁতলা ভাজায় তুমি আমার মুড়ি মুড়াক খই!
ব্যঞ্জনেতে লবণ তুমি, মাছের মুড়ো ঝোলে
মোচার ঘণ্টে বড়ি তুমি, কাঁচা আম শোলে!
ভাপা দই তুমি সাফা, দুধের ক্ষীর চাঁচি,
তোমা নইলে বল প্রাণে কেমন করে বাঁচি।
টোপা কুলে সলপ তুমি, অরুচির রুচি!
তোমা পেলে নিমেষেতে নয়নের জল মুছি।
তুমি আমার—
পান্তাভাতে বেগুনপোড়া, ফ্যানসা ভাতে ঘি,
কেমন করে বলব, বঁধু, তুমি আমার কি!
তুমি আমার জরি জরাও, তুমি পাকা কোটা,
সকল শুদ্ধির শুদ্ধি তুমি গোবর জলের ফোঁটা!
শীতের তুমি ওড়ন পাড়ন, গ্রীষ্মে জলের জালা,
বসন্তে বাহার তুমি, বর্ষাকালে নালা!
এক মুখেতে করব তোমার গুণগান কত,
অভিমানে সোহাগ তুমি, বেশ বিন্যাস যত!
তুমি অঙ্গে অঙ্গরাগ, পানে দোক্তা চুন,
তোমায়, এক দণ্ড নাহি পেলে একেবারে খুন!
যৌবন-জোয়ার জলে তুমি রূপের ঢেউ,
যতন কল্লেই রতন মেলে (আমা বই)
তোমায় পায় না কেউ!
তুমি আমার—
সোনার রং-য়ে, জোড়া ভুরু, কাল জুলপি চুল;
খাসা নাকে ঢাসা নথ তাহে নলক দুল!
বাউটি তাবিজ রতনচক্র তুমি সুগোল হাতে,
সিঁতি ঝুমকো কণ্ঠহার ধুকধুকিটি হাতে!
মলের তুমি রুনুঝুনু, চন্দ্রহারের খামি,
আমারূপী বোচকাবাহি, তোমায় নমি, স্বামী!

৩১

সোহিনীবাহার—আড়া

সুচারু চাঁদিমা মাখি উদয়তি ঋতুপতি!
নেহারিয়ে চমক নয়ান!
মন্দ মলয় বায় কম্পে অবলাকায়,
অন্তরে ডারল বাণ!
মুকুলিত রসালে, পলবিত তমালে,
কোকিল কুহুকুহু কুজতি রঙ্গে;
কাঁহা আজু বিহরতি? আওরে প্রাণের বঁধু!
খেলিব হোলি তুয়া সঙ্গে!

৩২

বারোঁয়া খাম্বাজ—কাওয়ালি

মধু বসন্ত সখি রে!
যৌবন আকুল, ফুল্ল কুসুমকুল,
উলসিত ঢল ঢল শশিকর মাখি রে!
সমীরণ চঞ্চল, যমুনা কল কল,
কুহুরত কুহু কুহু নিকুঞ্জে পাখি রে!
সুহাসিত যামিনী, সচকিত কামিনী,
কম্পিত হিয়া পর ঝর ঝর আঁখি রে!
কাঁহা বৃন্দাবন হরি, কাহে মধু বাঁশরী,
বাজিল না আজু, মরি, রাধা রাধা ডাকি রে!

৩৩

মেঘমল্লার—একতালা

এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী,
সে শুধু গো যদি আসিত!
পরানে এমন আকুল পিয়াসা,
যদি সে শুধু গো ভালোবাসিত!
এ মধু বসন্ত, এত শোভা হাসি,
এ নবযৌবন, এত রূপরাশি,

সকলই উঠিত পুলকে বিকাশি,
সে শুধু গো যদি চাহিত!
মিথ্যা তুমি বিধি! মিথ্যা তব সৃষ্টি,
বৃথা এ সৌন্দর্য নাহি যদি দৃষ্টি
যদি হলাহলে ভরা প্রেমসুধা মিষ্টি,
কেন তবে প্রাণ তৃষিত!

৩৪

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি

দিনের আলো নিভে এল, তবু প্রাণের আলো
চোখে জাগে!
নাহিকো হেথায় দিবা রাতি সদাই জ্বলছে
ভাতি অনুরাগে!
মেঘের কোলে জ্বল জ্বল তারা দুটি
উঠল ফুটে;
ফুলের গন্ধ লুটে নিয়ে মলয় বাতাস
বেড়ায় ছুটে।
ওগো—প্রেমের বাতাস আরো উদাস,
বাঁধন ছাঁদন নাহি মানে,
উধাও কেবল ভাসিয়ে নে যায়
তাহার কূল সে অকূল পানে!

৩৫

মিশ্র কানাড়া—কাওয়ালি

ওহে পরান প্রিয়!
তারে দিও গো দিও—
তব মধুর দৃষ্টি, মোহন হাসি,
বচন অমিয়!
তব সোহাগ যতন রাশ,
তব প্রণয়-পরশ মদির সরস,
পুলক-পাশ,-

যাহা কিছু আছে ভালো তব,
পুরাতনে যাহা নহে পুরাতন,
চির নব—
দিয়াছ যা মোরে নাই যা দিয়াছ—
সঁপিও সব।
শুধু দিও না, সখা,
কঠোর বচন, ব্যথা অযতন—
গরল মাখা।
তাহা আমারই বলে শুধু
মনে রাখিও!

৩৬

মিশ্রভৈঁরো—কাওয়ালি

নিভে গগন সীমান্তে হায় রে ওই তারাশশী।
তবু যদি বা আসে সে তাই এখনও আছি বসি।
ফুটিল ফুল বনে, উঠিল উষা হাসি,
হাতের কুসুমমালা হইল ম্লান বাসি!
বুঝি আনপথে সারা নিশি ঢুঁড়েছে,
এমনি কাতর প্রাণে বুঝি ফিরেছে!
ওই ঢালে রবি ছটা, রাখাল সংগীত গায়:
অভাগিনী বিরহিনী কেন তবু কেঁদে চায়!

৩৭

আশাবরী—আড়া

মনের উচ্ছ্বাসে, হরষ উল্লাসে,
ভাসি কে ও যায় স্রোতের টানে!
সহাস আননে, প্রমোদ তুফানে,
ঢালি দিয়ে সুখে হৃদয় প্রাণে।
যাও, সখা, যাও, বাসনা মেটাও,
আমি কেন ফিরে ডাকিব কূলে?
সাধাসাধি মিছে, চেয়োনাকো পিছে,
আপনে থাক গো আপনা ভুলে!

দেখিতে দেখিতে, ভাসিতে ভাসিতে,
কতদূর, সখা, গিয়াছ চলে!
ডাকিলে এবার কে শুনিবে আর,
কে চিনিবে মোরে আমিই বলে!
যাও, সখা, তবে যাতে সুখী হবে,
ভাসিয়ে হরষ স্রোতের টানে!
আমি কেন আর ডাকি বারবার,
ব্যথিত তোমার হৃদয় প্রাণে!

৩৮

পরজ—আড়া

হাস একবার, সখি, সে মোহন হাসি!
ভস্মময় হৃদে যাহা ঢালে সুধারাশি।
বিষাদ-তিমিরে, সই, একটি আলোক ওই,
আঁধার সংসারে উহা ধ্রুবতারা মম!
সঙ্কট কণ্টকগণে ও হাসির পরশনে
শোভে হৃদে সুখময় কুসুমের সম
অনন্ত বিপদে, প্রিয়ে, ডরায় না এই হিয়ে,
যা লাগি লভেছি তোমা অমূল্য রতন।
তোমার কোমল বুকে বাজিল অভাগা দুখে,
তাই তো, সদয়া বালা! দিলে নিজ মন!
বার বার শত শত ঘেরিল তরঙ্গ যত,
যতই নিবিড় ঘন বিষাদের রাতি;
ততোই দ্বিগুণ, প্রিয়া, উজলিল দুই হিয়া,
ততোই বিমলতর প্রণয়ের ভাতি!
যতদিন মোর লাগি সোহাগে উঠিবে জাগি,
সখি লো! অধরে তোর মধুময় হাসি—
ততোদিন, প্রিয়ে শোন, আমার হৃদয় মন
সুখ বলি মানিবে লো বিপদের রাশি!

৩৯

গৌরমল্লার-একতালা

তারকা হারাতে পারে ভাতি,
দিবসের অবসানে নাহি পারে আসিতেও রাতি;
কিন্তু, সখি, এ হৃদয় মাঝে, তোমা তরে যে প্রেম বিরাজে-
রবে তাহা চির জ্যোতির্ময়,
পরিপূর্ণ অমর অক্ষয়;
জন্ম জন্মান্তরে তাহা জীবনের সাথী!

৪০

সিন্দুড়া—আড়া

যাতনা-সমুদ্র মাঝে ডুবায়ে হৃদয় প্রাণে,
অভাগিনী অনাথিনী চলেছি স্রোতের টানে!
প্রত্যেক তরঙ্গ-যায় হৃদয় বিচূর্ণপ্রায়,
এখনো অসাড় তবু হল না বেদনে!
দলিত আহত হিয়ে, তবু এ হৃদয় দিয়ে
মমতা-শোণিত তপ্ত বহিছে গোপনে!
এ হেন যন্ত্রণাভারে রুধিতে তা নাহি পারে,
বৈরাগ্য বিরাগভরা ধরা দিতে এইখানে।

৪১

পিলুবারোঁয়া—কাওয়ালি

এ হৃদয় বুঝিল না কেহ!
অনাদরে উপেক্ষায় সেই ফিরাইল, হায়,
যাহারে সঁপিতে গেনু এত প্রেম এত স্নেহ।
এ মহা পাষাণ ভার বহিতে পারিনে আর,
কোথায়, মরণ, তুমি চরণে শরণ দেহ।
মৃত্যু না জীবন তুমি, শূন্য না আশ্রয়ভূমি?
তাপিত-তারণ ওহে! নিরাশ্রয়ে দাও গেহ।
তুমিও না দিলে ঠাঁই, তোমারো সাড়া না পাই,
না পেনু দুঁখিনী বলে তোমারও করুণা লেহ!

৪২

বেহাগ—আড়া

চোখের আড়াল হলে সবে ভুলে যায়!
পড়িয়ে যে থাকে শুধু কেঁদে কেঁদে চায়!
শুধু পথপানে চাহে, স্মৃতির কাহিনী গাহে,
আকুল আকাঙ্ক্ষা মাঝে বিশ্বাস জাগায়!
ব্যথাভরা ভালোবাসা, বিরহে অসীম তৃষা,
তাই সে ভুলিতে ভোলে একা এ ধরায়!

৪১

গৌড়—ঠুংরি

এমনে কেমনে রব না দেখি তাহায় রে!
গণিয়ে নিমেষ পল দিন না ফুরায় রে!
শব্দে চমকি উঠি, দুরু দুরু হিয়া,
প্রাণ যারে চায় কেন বিধি না মিলায় রে!

৪৪

মূলতান—আড়াঠেকা

এ হেন পাষাণ যদি কেন ভালো বেসেছিলে!
আশা দিয়ে ভুলাইয়ে কেন বা ভুলে রহিলে!
তোমারই বিরহ সহি দিবস রজনী দাহি,
যাতনা দিতে কি শুধু প্রেমাগুণ জ্বালাইলে!
প্রেমের শপথ সেই মনে পড়ে বার বার,
আবেগে আবেগময় সতৃষ্ণ আঁখির ধার;
প্রাণের আহ্বানগীতি, আদর নূতন নিতি,—
কেমনে দুদিনে, সখা, সকলই সে ফুরাইলে!

৪৫

মিশ্র—একতালা

এমনি করে—
তারও কি কাঁদে প্রাণ আমারও তরে!
সেথা—জোছনা রজনী ম্লান কি, সজনি,
এমনি তাহারো নয়নলোরে!
ওই দুটি তারা আপনাতে হারা,
শুনিছে তারও কি বিরহ গান?
মালাগাছি গলে তেমনি কি দোলে,
শুকানো তবু কি তেমনই মান?
বুকে ধরে চেপে উঠে সে কি কেঁপে,
শিহরে কভু বা অধরে রাখি?
ওগো এমনই পিয়াসা, এত ভালোবাসা,
এমন স্মৃতিতে বিহ্বল সে কি?
প্রাণ কেঁদে কয়, নয় তাতো নয়।
সবই বিসরণ সে মায়াপুরে!
সেথা পুবাতন বলে কিছু নাহি ছলে,
শুধু বাজে বাঁশি নিতি নূতন সুরে!

৪৬

বেহাগড়া—আড়া

এ হৃদি নিভাতে চাহে ও মরম ব্যথা!
এ প্রীতি মুছাতে চাহে ও নয়ন পাতা!
প্রাণ চায় প্রাণ দিতে, ও আননে ফুটাইতে
সরস হরষ হাসি, নব প্রফুল্লতা!
জ্বলন্ত এ অশ্রুধার, কিছুই নহে গো আর,
কহিবার প্রকাশ শুধু সেই আকুলতা!

৪৭

ভৈরবী—আড়া

জনমের মতো, সখা, বিদায় দেহ গো মোরে!
এই দেখা শেষ দেখা আর দেখা হবে কি ফিরে?

ও মোহন মুখশশী, ওই মধুময় হাসি,
জন্মশোধ শেষবার দেখেনি হৃদয় ভরে।
অঙ্কিত যে ও মুরতি হৃদয়ের শিরে শিরে,
জীবন মুছিবে তবু ও ছবি মুছিবে কি রে!
নয়নে দেখি না দেখি তবুও দূরেতে থাকি,
যতনে পূজিব ছবি অভাগীরে অশ্রুনীবে!
তাতেই ভুলিয়া রব, তাতেই প্রাণ সঁপিব,
স্মরণের সুখে সুখী রহিব অন্তরে!

৪৮

আলাইয়া—আড়া

শুখাইতে রেখে একা ফেলিয়ে চলিলে, সখা!
যাও যাও দূর দেশে, সুখে থেকো এই চাই!
যখন আসিবে ফিরে, শুনিও হরষ ভরে
জ্বালাতন করিবারে অভাগিনী বেঁচে নাই!
যে সুখ আমোদ আশে মুখানি হরষে ভাসে,
পূর্ণ হোক, সখা, তব আশ-অভিলাষ সেই!
জন্ম জন্ম সুখে ভাসি হাসিও অনন্ত হাসি,
এ-ছাড়া আর অন্য সাধ অন্য কিছু ভিক্ষা নেই!

৪৯

ভৈরবী—আড়া

কেমনে বিদায় দেব অভাগী সর্বস্বধনে!
ভাবিতে এ কথা যে গো এখনই শিহরি প্রাণে!
যে মুখটি নিরখিয়ে—অনন্ত যাতনা সয়ে,
তবুও অতুল সুখে ভাসি মনে মনে;
কেমনে ছাড়িয়ে রব সে প্রাণের প্রাণে!
না না, নাথ, যাও তুমি দূর দেশান্তরে,
যেখানে পাবে না ব্যথা দুখিনীর তরে।
যা আছে অদৃষ্ট হবে, তুমি তো গো সুখে রবে
সুখী আমি মনে মনে রব তাহাতেই!
শুধু গো তোমার কাছে কানে তোমারই ধ্যানে

জীবন ত্যাজেছে এই অভাগিনী বালা,
এড়ায়ে গিয়াছে চলি সুখ দুঃখ জ্বালা;
একবিন্দু অশ্রুধার তখন গো উপহার
দিয়ো তব অভাগিনী মৃতের স্মরণে!

৫০

জিলফ—আড়া

চোখের আড়াল হলে সবে ভুলে যায়—
পড়িয়ে যে থাকে শুধু কেঁদে কেঁদে চায়!
শুধু পথ পানে চাহে, স্মৃতির কাহিনী গাহে,
আকুল আকাঙ্ক্ষা মাঝে বিশ্বাস জাগায়।
ব্যথা ভরা ভালোবাসা, বিরহে অসীম তৃষা,
তাই সে ভুলিতে ভোলে একা এ ধরায়!

৫১

ছায়ানট—আড়া

কে তুমি, স্বপনময়ী কল্পনাকুমারি!
ধরিব ধরিব করি ছুঁইতে না পারি!
ও ছবি হৃদয় মাঝে আলো করি সদা রাজে,
দেখিতে না পাই কেন নয়ন প্রসারি?
অন্তরে আলোক ভায়, নয়নে প্রকাশে তায়
একটি আঁধার ঘোর ছায়া মাত্রা তারই!

৫২

ভূপালি—কাওয়ালি

আর না আর না, সখি, ও কথা বলো না আর!
অভাগীনী এ দুখিনী ফিরিবে না কূলে সে—
ভেসেছে আঁধার জাগরে নিরাশা করিয়ে সার।
হাসে না এ হৃদি সুখে, কাঁদেনাকো কোনো দুঃখে,
যা লো, সখি, ফিরে যা, মিছে ডাকা বারবার!

৫৩

সরর্ফদা—আড়া

জ্বলিল কেন এ হৃদে দুরন্ত অনল!
কেন এ নয়নে আজি উথলিত অশ্রু জল!
ভেবেছিনু অশ্রুধার কভু না বহিবে আর,
হৃদয় হয়েছে ভস্ম, শুষ্ক এ মরমতল!
কঠিন বজ্রের সম বেঁধেছিনু হৃদি মম,
সহস্র আঘাতে তাহা ছিল তো অটল!
জানিনে তবে রে পাষাণ সে হৃদি হেন—
কোমল পরশে এত হইলা বিহ্বল!

৫৪

সিন্ধুভৈরবী—কাওয়ালি

মরমের সাধ, সখি, মরমে লুকায়ে রাখি,
দূরে থেকে শুনে থাকি সে কেমন আছে লো!
বিজনে বেদনা সই, ভয়ে ভয়ে কথা কই,
আমার কথার আঁচ লাগে তারে পাছে লো!
বাহিরে চাপিয়ে ব্যথা, ঢাকিয়ে হৃদয় কথা,
দূরে থাকি যেন আমি কেহ কারো নই লো!
লুকাইয়া একা একা কখনও পাইলে দেখা—
দেখেও দেখি না যেন পরভাবে রই লো!

৫৫

মল্লার—ঝাঁপতাল

এত বুঝাইনু কেন বোঝে না এ মন?
কি লাগি যাতনা প্রাণে সে সুখী যখন!
এ দুঃখের অশ্রুধার তার প্রতি তিরস্কার,
জাগায় সে হাসি মুখে বিষাদ বেদন।
এই কি নিঃস্বার্থ প্রেম? এই কি গো ভালোবাসা?
এখনো গোপনে যদি আপন সুখে লালসা।
পুড়ে ইহা হোক খাক, প্রাণ ইথে যাবে যাক,
যার প্রাণ সে নিলে না মোর কিবা প্রয়োজন!

৫৬

বেহাগ—যৎ

সারাদিন পড়ে মনে,
লাজভরা প্রেমরাগে চেয়েছিল সে কেমনে!
রবির কিরণ আগে, সে আলো-কিরণ জাগে,
সন্ধ্যা না আসিতে সন্ধ্যা সে দিঠির স্মৃতিঘনে।
হাসি কাঁদি সারাদিন সে নয়নে চিরলীন,
স্বপ্নখানি যেন তার, মরি বাঁচি তাহে ক্ষণে!

৫৭

মিশ্রপিলু—যৎ

লুকাইবি যদি পুনঃ কেন দেখা দিলি, বালা!
কেন এ শীতল স্পর্শ শুধু বাড়াইতে জ্বালা!
স্বর্গের অমৃত তানে মোহিলি কেন এ প্রাণে,
নিমেষের তরে শুধু যদি এ স্বপন লীলা!
আঁধারে ছিলাম ভালো, কেন এ ক্ষণিক আলো,
প্রাণে শুধু ধাঁধা হানে এ-রূপ চপল খেলা!
কানে সেই গীত রেশ, প্রাণে সেই মধু বেশ;
গলে সেই ফুলহার, তবু সে শুকানো মালা!

৫৮

শ্রাবণ মল্লার—কাওয়ালি

সখি, নব শ্রাবণ মাস!
জলদ ঘনঘটা, দিবসে সাঁঝ ছটা
ঝুপ ঝুপ করিছে আকাশ!
ঝিমিকি ঝমঝম, নিনাদ মনোরম,
মুহুর্মুহু দামিনী আভাষ!
পবন বহে মাতি, তুহিন কণা ভাতি,
দিকে দিকে রজত উচ্ছ্বাস।
উছলে সরোবর, পত্র মরমর,
কম্পে থরথর পান্থ নিরাশ;

যুবতী যুবাজনা পরম প্রীতিমনা,
দুঁহু দোঁহে বাঁধে ভুজপাশ।
বিরহে যপি যামী ঘুমায়ে ছিনু আমি,
স্বপনেতে মিলন উল্লাস;
সহসা বজ্রপাত, কড়াক্কর নাদ,
কাঁপি উঠি, হৃদয় তরাস;
নয়ন মেলি চাই, কোথাও কেহ নাই,
উথলিত আকুল নিশ্বাস।
আমার বঁধুয়া পরবাস!

৫৯

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি

সখি, মোর বিরহ ভালো!
মিলনেতে পুরে সাধ, আছে তাহে অবসাদ;
কে জানে উচ্ছ্বাস স্রোত বহে কি মিলালো!
সখি, মোর বিরহ ভালো!
তীব্র সুখময় স্মৃতি, তৃষাভরা ব্যথা অতি,
চির সচেতন প্রীতি—চির দীপ্ত আলো।
সখি, মোর বিরহ ভালো!

৬০

আসোয়ারি—কাওয়ালি

আহা কেন ওই মুখখানি আজি বিষাদ বরনে রয়েছে ম্লান?
কি দুখ বেজেছে কোমল পরানে শুধায়, সখি, এ আকুল প্রাণ!
বিষণ্ণ হেরিলে ভেঙে যায় বুক, হৃদয়ের শিরা ছিঁড়িয়ে যায়!
কি যে মর্মভেদী সে দারুণ জ্বালা মরমী শুধু তা জানে যে হায়!
শত চাঁদমাখা ওই মুখখানি কেন আজি আহা বিষাদময়!
চির হাসিমাখা নয়নযুগলে কেন আজি অশ্রু সলিল বয়,
প্রফুল্ল হেরিতে ও মুখকমল মুছিতে বিন্দু সলিল বারি!
কি করিতে বল করিব এখনই, কি না তার তরে সহিতে পারি!
জীবন পরান যা আছে আমার হাসিয়া সঁপিব চরণে আনি,
যদি একবার নিমেষেরো তরে উজলে তাহাতে ও মুখখানি!

৬১

মিশ্রমল্লার—আড়া

উদরে মধুর মধু কোথায় প্রাণের বঁধু
অভিমানী যামিনী-কামিনী।
তাই ঘন গরজন, রিমঝিম বরষণ,
চমকিত চকিত দামিনী।
সারাক্ষণ যার লাগি আশায় রয়েছি জাগি
আসেনি সে, তাই উন্মাদিনী!
নয়নেতে অশ্রুজল তাই ঝরে অবিরল,
ঘন বহে আকুল নিশ্বাস।
পরানে লেগেছে দুখ, দেখিবে না চাঁদমুখ,
তনু ঢাকা জলদের বাস।
তরুণী রজনী বালা, হৃদয়ে বিরহ জ্বালা,
খুলিয়াছে হাসিখুশি সাজ—
মধুর বসন্তে তাই চাঁদিনী সুষমা নাই,
বরষা বাদল ঘন আজ!

৬২

ভৈরবী—একতালা

কত দূরে থেকে অধীর হয়ে
ছুটে এল মলয়-বায়—
কেন গো গোলাপ-কলি মুখটি তুলি
তার পানে না ফিরে চায়?
আসছে বায়ু সাড়া পেয়ে
বোঁটায় সে যে পড়লো নুয়ে,
হাসিটি ফুটতে গিয়ে
কেন হল অশ্রুময়?
মলয় তার কাছে এসে
আদর করে হেসে হেসে,—
উঠলো না সে—সে পরশে—
কেন ঝরে-ঝরে পড়ে যায়?
আকুল প্রাণে তারে বালা
ডেকেছে সারা বেলা;—
এল বায়ু সাঁজের বেলা,

সে অভিমানে মরে যায়!
ছিল বালা ফোটার আশে,
ফুটতে ফুটতে ফুটলো না সে—
মলয়-বায়ু আকুল প্রাণে,
করে শুধু হায় হায়!

৬৩

ভৈরবী—রূপক

চেয়ে আছি, কবে হইবে সে দিন
সুখ দুখ সব ফেলিয়ে থুয়ে—
মরণের শান্ত শীতল কোলেতে
বিরাম লভিব আরামে শুয়ে!
ভাঙিবে না কভু যে গভীর ঘুম,
ফেলিতে কেবল যাতনা শ্বাস,
পারিবে না কভু ভাঙিতে যে মোহ,
ধরার বিকট পিশাচী হাস।
দেখিতে দেখিতে পলকে পলকে
একটি একটি একটি করি—
ছেলেবেলাকার সুখের স্বপন—
সকলই তো হায় পড়িল ঝরি।
এ জীবন-ফুল পড়িল শুকায়ে,
ফুটিতে ফুটিতে ফুটিল না;—
যত কিছু আশা ছিল এ মরমে—
একটিও তার মিটিল না।
শিথিল হয়েছে দেহের বাঁধুনি,
ভুলেছে বহিতে শোণিত-ধার;
ফুরায়ে এসেছে নয়নের জল,
এক ফোঁটা নাহি ফেলিতে আর!
নিভিল না তবু সে পুরান স্মৃতি!
কত দিন আর এমন করি—
পুষিয়া রাখিব এ চিতা-অনল—
মরমের এই শ্মশান ভরি।
সে সুখের দিন আসিবে রে কবে,
যে দিন অভাগা জনম-দুখী—

মরমের শান্ত শীতল কোলেতে
মাথাটি রাখিয়ে হইবে সুখী!

৬৪

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া

ভুলে যাও দুখিনীরে ভুলে যাও ওহে নাথ!
নহিলে হবে না সুখী একটি পলকপাত।
এমনি অভাগী বালা, বিপদ যাতনা জ্বালা—
যেখানে যেখানে আমি তারা ফিরে সাথ সাথ!
ভুলিবারে কহিতে গো কি বেদনা লাগে প্রাণে
কেবলই যাতনা-জীর্ণ মরমী সে ব্যথা জানে!
হোক তবু তাও সবে, তুমি, নাথ, সুখে রবে—
ভুলে যাও ভুলে যাও, তাই যাচি দিনরাত!

৬৫

ভীমপলাশী—আড়া

উথলিত অশ্রুবারি, এ পোড়া নয়নে হেরি,
ভাবিও না আমারে যে ভুলে গেছ কাঁদি তাই।
তুমি আছ শান্তি-সুখে কাঁদিব আমি কি দুখে?
কে আমি করিব আশা, আরো হৃদে পেতে ঠাঁই?
ভালো যে বাস না মোরে, ভুলেছ যে একেবারে,
ভালোই করেছ সখে, আর কি ভাবনা তবে?
ভাবি দুখিনীর কথা, আর তো পাবে না ব্যথা,
তুমি তো নিশ্চিন্ত হলে, হোক যা আমার হবে।
পাছে সমদুখী জনে, আমি ব্যথা দিই মনে,
আমা দুখে পাছে তব মুখখানি মলিন হয়—
এই সে আশঙ্কা ছিল, সে আশঙ্কা দূরে গেল,
আর তো বাস না ভালো, হয়েছ পাষাণময়।
তবে আর কিসে ডরি, যাহা ইচ্ছা তাহা করি,
নাহি তো মমতা ডোর কে আর রাখিবে বাঁধি!
নিশ্চিন্তে মরণ-বুকে, ঘুমাতে যেতেছি সুখে,
সুখ-অশ্রু পড়ে তাই, ভেবো না দুখেতে কাঁদি।

৬৬

গৌর-সারং—যৎ

আকাশের পটে মধুর মুরতি
আবার আজকে দেখি রে কেন?
কেন রে আবার নয়নে উদিলি
প্রভাতী চাঁদের জোছনা হেন?
জান না কি, প্রিয়ে ও মুরতি দেখি
কঠোর পাষাণও গলিয়ে যায়?
জান না কি, প্রিয়ে, ও মুরতি দেখি
শবের তনুও জীবন পায়?
জান না কি, প্রিয়ে, ও মুরতি দেখি
এ হৃদি-কবাট আপনি খসে?
গলে গলে যায় মরম আমার
মধুর কি এক নেশার বশে?
তবে কেন তুই দেখা দিলি, সই,
হাসিলি কেন ও করুণ হাসি,
বিষাদের ওই ম্লান চাহনিতে
কেন বরষিলি পীযূষরাশি?
দেখা যদি দিলি বিস্মৃতি টুটিলি,
সুদূর অম্বরে কেন লো তবে?
তোর লাগি এই পেতেছি হৃদয়,
আয় হৃদে হৃদে মিশাই এবে!

৬৭

বেহাগ—আড়া

চলিলে প্রবাসে তবে, হৃদয়ের ধন,
শূন্য করি অভাগীর হৃদি প্রাণ-মন?
যাও তবে যাও, সখা, হয় তো এ শেষ দেখা,
এ বিদায় হল বুঝি জন্মের মতন!
লভিয়ে সৌভাগ্য-কান্তি পাবে যথা সুখ শান্তি—
যাও তবে, প্রিয়তম, সুদূর সেখানে—
আজিকে হৃদয় খুলে, উপহার অশ্রুজলে,
দুখিনী বিদায় সরবস্ব ধনে।
অভাগিনী অনাথিনী, রহিল যে একাকিনী,
মনে রেখো এইটুকু ধরি গো চরণে।

প্রণয়-কুসুমে গাঁথা, বিগত সুখের কথা,
আনন্দ উল্লাস মাঝে করো তবু মনে।
না না, নাথ, সুখে থেকো
মনে রেখো নাই রেখো।
তোমারই স্মরণে যেন রাখিনু জীবন—
তোমারই তোমারই ধ্যানে রব অনুক্ষণ।

৬৮

বেলোয়ার—আড়া

যাতনার এই দুখময় সুখ
তুই কি বুঝিবি সজনি?
কি বুঝিবি তুই কি যে এত সুখ
কাঁদিয়ে দিবস রজনী!
অমনি অমূল্য যাতনার এই জীবন
আমার ঠাঁই লো,—
চির হাসিময় সুখের জীবন বিনিময়ে
নাহি চাই লো,—
হাসিবার কথা নয় এ তো সখি,
হেসো না এ কথা শুনিয়ে,
হেসো না হেসো না দিয়োনাকো ব্যথা,
আর লো ভুলিতে বলিয়ে।
আজীবন ধরে জ্বলিব পুড়িব
সারাটি দিবস রজনী,—
তবুও তবুও হৃদয়ের ধনে
ভুলিব না কভু, সজনী!

৬৯

পিলু—যৎ

ফোটা ফুলগুলি আনিয়াছি তুলি,
আঁখি দুটি মেলি হের গো হের!
এইটি নলিনি, কাহাকে বলিনি,
চুপি চুপি আমি এনেছি ধর!

গোলাপটি ওই মোর হৃদি সই!
সে যে তোমা বই হবে না কারো—
হৃদিধনে ভুলে তুলেছি বকুলে,
সেউতির ফুলে পর গো পর!
দেখিয়ে এ অশ্রুরাশি, হেসো না ঘৃণার হাসি,
মাথা খাও দুখিনীর—হেসো না ও হাসি!
যদি মুহূর্তেরই তরে ভালোবেসে থাক মোরে,
তাহারই তাহারই দিব্য হেসো না ও হাসি।
তুমিই তো সাক্ষী সখে, তুমি তো. দেখেছ চোখে–
কত যে ঝটিকা-ঝঞ্ঝা সহেছি কি করে;
কিন্তু ও ঘৃণার হাসি, জ্বলন্ত গরলরাশি,
ছুটিছে অসহ্য বেগে মরম ভিতরে!
আমারে ভুলিয়ে গিয়ে, আছ যে নিশ্চিন্ত হয়ে,
তাহাও তো সহিতেছে এ হৃদি-পাষাণ;
কিন্তু অবিশ্বাস তব, হায়, কি করিয়ে সব
ভাবিতে পারিনে আর বিদরে পরান!
পাতিয়ে দিতেছি হৃদি, বাসনা থাকে গো যদি
মার মার ছুরি তাহে, দেখ কত সয়!
কর ইচ্ছা যা তোমার, কিন্তু গো বলো না আর
ছলনার অশ্রু এ যে সরমের নয়।

৭০

মিশ্রমল্লার—কাওয়ালি

আজু কোয়েলে কুহু বলে!
আয় তবে সহচরি, রুণুঝুণু, রুণুঝুণু
বসন্ত-জয়ধ্বজা তুলে।
মাধবী লতিকা, মল্লিকা যূথিকা,
কম্পিত মলয়-হিল্লোলে;
সরসে ঢল ঢল প্রফুল্ল শতদল
খেলত লহরী কোলে;
পরিমল আকুল মত্ত মধুপ-কুল
বিহরত বিকশিত ফুলে।
আয়, সই, মিলি জুলি ফুলগুলি তুলি তুলি
সাজাব সখিরে সবে মিলে!

৭১

বসন্তবাহার—কাওয়ালি

একি এ সুখে তরঙ্গ বহিছে!
এ ভরা পুলকভার, সহিতে পারিনে আর,
প্রেমসুধাধারে হৃদি টুটিছে।
এ নিখিল চরাচর মাঝে,
আনন্দ রাগিণী নব বাজে,
সে আমার আমি তার—এ উচ্ছ্বাস গীতধার
দিকে দিকে উলসি ছুটিছে;
সুখের প্লাবনে হিয়া ডুবিছে।
চাঁদিমা ছড়ায় জ্যোতি হায়,
ফুলকুল ঢালিছে সুবাস,
পাখি মধু গান গায়, আবেশে উথলে বায়,
কি নব মাধুরী প্রাণে ভরিছে।
স্বরগ বসন্ত বুঝি ধরাতলে ফুটিছে!

৭২

কীর্তনী সুর

আমি কি করি বল, সহচরি?
আমার প্রাণে উঠছে গানের তুফান, আমি গাহিতে নারি!
আমার মনের বাসনা—যে রূপে নাই তুলনা,
যে রূপে পাগল হৃদি মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন
মনের সাধে দিনরাতে সে রূপের স্তুতি গান করি
গাহিব কি, বিন্দে সখি, পোড়া বাঁশরী আর।
আমি চাই বাঁশির তানে তাহার প্রাণে করুণা জাগাই
রাই গো! শরণ দাও বলে,
সে চরণের তলে পরান বিকাই।

৭৩
মিশ্রবিভাস—কাওয়ালি

যাও যাও যাও হে, কাছে এসো না।
নিতান্ত আসিবে যদি কাছে বসো না।
ভোর তো হয়েছে নিশা, এখন কেন গো আসা?
যার তরে ভালোবাসা, যাও—যাও সেথা হে,—
হেথা এসো না।
কেন ঘোমটা খোলা, কথা কহিতে বলা,
সখা হে, মিছে এ সাধা।
আমি কে তব? শুধু সুখের বাধা।
যেথায় মন এসেছ রেখে, যাও হে সেথা সখে!
অমন শূন্যমনে মনভোলানো হাসি হেসো না।
এত জ্বালাতে মরি দহে সেও প্রাণে সহে,
বঁধু হে পায়ে ধরি অমন হাসিতে নেশো না।

৭৪
বেহাগ—আড়খেমটা

সখি রে, ক্যায়সে বাজাওয়ে কান।
ও নহি রে গীত্‌তান, মুঝ অনুমান।
বাঁশরিকো হিয়া ভরি নিঠুর কানাইয়া মরি,
অনুক্ষণ সুতিখণ হানয়িছে বাণ।
টুটয়িল সরম, আকুলিল মরম,
চুর চুর অন্তর প্রাণ।
ও ক্যায়সে নিরদয় কান।

৭৫
ভৈরবী একতালা

কোথায় গেল কালরূপ! কেঁদে সারা নন্দভূপ!
যশোদার কোল অন্ধকার।
দাঁড়ায়ে যমুনাজলে গোপনারী ভাসে জলে
বাজে না যে কদমতলে

রাধা রাধা বাঁশরীটি আর।
তোমা বিনে, প্রাণের বাঁকা,
সাধের গোকুল শূন্য ফাঁকা!
তোমার শ্রীদাম সুদাম সবাই একা!
মন বাঁধে না কার!
ওহে, ব্রজবাসির হৃদয়শশি! ব্রজপুরে ত্বরায় পশি-
ঘুচাও হে তার মনের মসী
কালো রূপের আলোতে আবার!

৭৬
মারু—আড়া

প্রেমের অমৃত-বিষে হৃদয় তো রয়েছে ভরিয়ে!
তবে কেন পিয়াস মেটে না!
সই মেটে কি করিযে!
কি মদিরা মাখানো সে মুখে!
সারাদিন রাখি চোখে চোখে,
সারাদিন পিয়া হিয়াভরি
তবু কেন পিয়াস মেটে না!
তবু কেন অতৃপ্ত এ জ্বলন্ত বাসনা?
সুধাপানে মত্ত হিয়া, সুখোচ্ছ্বাসে উঠে উথলিয়া,
কাঁদিয়া আবার চাই বিষে,—
বড় সাধ সে হৃদয় এ হৃদয়ে মিশে!
বড় সাধ হিয়ায় হিয়ায়, একেবারে মিলাইয়া যায়,
বল, সখি, হয় কি করিয়ে!

৭৭
টোরী—আড়া

সুখের স্বপনে ছিনু কে ভাঙালে ঘুমঘোর!
সে মধু মূরতি আহা কোথা মিশাইল তোর!
কোথায় পালালি, বালা, ফুরাল সুখের খেলা,
ভাঙিল সাধের স্বপ্ন, ভাঙিল হৃদয় মোর!

ফিরে পুন স্বপ্নঘোরে, মোহের ছলনে,
ও রূপ দেখিতে পেলে কি চাহি, ললনে!
তা তো হইবে না আর! যে স্বপন একবার
ফুরায়েছে, তারে হৃদে পাব আর কেমনে!
আবার পাব কি ফিরে, কল্পনার সে সখি রে!
মধুর ভাবের খেলা ফুরালো নিমেষে!
স্মৃতি সুখবিন্দু আর নিরাশার অশ্রুধার,
রহিল সম্বলমাত্র স্বপনের শেষে!

৭৮

ভৈরবী—আড়া

এখনো এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন!
এখনো হেরিলে তারে কেন রে উথলে মন!
উপেক্ষা ভ্রূকুটিরাশি, হেরি সে ঘৃণার হাসি,
তবুও ভুলিতে তারে নারিনু কেন এখনো।
চোখের দেখা দেখতে গেলে, তাও দেখা নাহি মেলে,
বিরক্তি তাচ্ছিল্যভরে সে করে যে পলায়ন।
তাই থাকি দূরে দূরে, ভাসি মর্মভেদী নীরে,
মুহূর্তেও দেখা পেলে স্বর্গ হাতে পাই যেন,
জ্বলে প্রাণ যাতনায় জ্বলুক কি ক্ষতি তায়,
সে আমার সুখে থাক নাহি সাধ অন্য কোনো।

৭৯

জয়জয়ন্তী—কাওয়ালি

নিঠুর নয়নে কেন চাহ বার বার,—
কেন গো এখনো, সখা, সেই তীব্র তিরস্কার!
এত যে নয়নজল, ভিজায়ে চরণতল,
ঢালিনু—হল না তবু করুণা সঞ্চার?
তব প্রেম-ভিখারিনী, নহে তো গো এ দুখিনী,
অভাগী ভিখারি শুধু একটু দয়ার!
ভালো যদি নাই বাস, তবুও একটু হাস,
আদর করিয়া কথা কহ একবাব!

অধিক করি না আশা, চাহি না তো ভালোবাসা,
একটু দয়ার ভিক্ষা—তাও অহংকার?

৮০

কেদারা—যৎ

চলিনু জন্মের মতো আসিব না আর,
এ শুষ্ক মলিন মুখে জ্বালাইতে বার বার।
নব অনুরাগভরে, থাক হে সুখের ঘোরে,
চলিনু আঁধারময় নিস্তব্ধ বিজনে,
খুলিব হৃদয়জ্বালা তরুলতা সনে,
নিঠুর নরের পারা, নহে তো পাষাণ তারা,
ব্যথিতের তরে বাজে তাহাদেরো মনে।
তবে আমি যাই যাই, সুখে থাক ভয় নাই,
মনে করো, যদি কভু পড়ে মনে ভুলে.-
অকালে এ প্রাণকলি, নিঠুর চরণে দলি,
জনমের সুখশান্তি নেশেছ সমূলে।

৮১

সিন্ধুকাফি—আড়া

কেহ শুনিল না, হায়, এ পূর্ণ প্রাণের কথা।
চিররুদ্ধ রয়ে গেল তরঙ্গিত আকুলতা।
স্বজন সমাজ হেন, বিজন শ্মশান যেন,
চন্দ্র-সূর্য-তারা আছে নাহি তাহে উজ্জ্বলতা।
এ কি রে ভীষণ ঠাঁই! সব আছে কেহ নাই—
সম্মুখে অপার সিন্ধু নেভে না তৃষ্ণার ব্যথা।

৮২

সাহানা—যৎ

প্রাণ সঁপিলাম তোমায় হয়ে প্রেমভিখারি,
রাখ রাখ মার মার যা বাসনা তোমারই।
যদি দেহ আপনারে, পূজি জীবনোপচারে,
স্থাপিয়ে হৃদিমন্দিরে চিরদিন সেবাধারী।
যদি করে দাও দূর, মন-প্রাণ চুরচুর,
মরিব তোমারই দ্বারে তোমারই নাম উচ্চারি।
প্রসন্ন বা হও বাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
তোমারই নিষ্কাম মুক্তি, তোমাতে কামনাচারী।

৮৩

দেশমল্লার—একতালা

এমন বারি ঝরে, এমন থরে-থরে,
আকাশ ঘন ঘোরে ছেয়েছে;
এমন বরষায়, সে মোর আজি, হায়,
কোথায় কোন্ দূরে রয়েছে।
নির্ঝর সচকিত মিলন জাগরিত,
চমকি উথলিত পুলকে;—
চাতক তৃষ্ণা ভরি, আমরা পান করি,
ভ্রমিছে ঘুরি ঘুরি দ্যুলোকে।
বনানী নুয়ে নুয়ে, এ ওরে ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
গাইছে প্রাণ খুলে প্রেমগান;
ফুলের রূপ রাশি, উঠিছে হাসি হাসি.
শুভ্র হিমনীরে করি স্নান।
এ হেন বরষায়, কাহার ভরসায়,
দিবস যাপি?
কাহার প্রেমাগুনে, সযতনে
হৃদয় তাপি?
কাহার আঁখিতারা, মাতোয়ারা,
করে এ প্রাণ মোর?
কাহার সুধাচুমে, একঘুমে,
জীবন করি ভোর

কাহার প্রাণে গিয়া,   লুকাইয়া
জুড়াই ব্যথা?
এমন ঘনঘটা,   বারিচ্ছটা,
হায়, সবই বৃথা।

৮৪

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা

ওগো, একবার চেয়ে শুধু নয়নকোণে—
কি সুধা ঢালিয়া গেল হৃদয় মনে।
সে মদিরা মোহে আমি, মগন দিবস যামি,
চির প্রেমে—মধু স্বপনে।
কি কুহক জানে, সখি, মনোমোহনে।

৮৫

মিশ্রকানাড়া—একতালা

ওই বুঝি দেবী সে আমার।
হৃদয় যাহারে চায়?
যাহার আসন ধরে হৃদি পরে,
অনুক্ষণ এ জীবন, আহ্বান-সংগীত গায়?
বুঝি ফুলের গন্ধ, তারার হাসি—
যাদের আমি ভালোবাসি—
তারা গো প্রেমে আমার সদয় হয়ে
চেতন রূপে জনম লয়ে আজিকে নয়নে ভায়!
দেবী, তুমি নয়নের কান্তি!
হৃদয়ের শান্তি,
দুখ তাপ ভ্রান্তি তব কটাক্ষে মিলায়।
আত্মার নির্বাণ মুক্তি তুমি এ ধরায়।

৮৬

দেশসিন্ধু—কাওয়ালি

সে প্রেম সে ভালোবাসা গেছে সব ঘুচে,
এ ছবি হৃদয় হতে ফেলিয়াছি মুছে।
তবু, সখা, রাখ এই নিদর্শনটুকু ;
মনে যদি পড়ে কভু পুরান সে সুখ—
ক্ষতি নাই তাহে কিছু, নাহি তাহে ব্যথা ;
পুরাতন স্মৃতি শুধু, নাহি আকুলতা।

৮৭

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

বিদায় প্রাণেশ!
চিরদিন কাঁদিয়াছি আজ অশ্রু শেষ
দুখের মিলন গেছে চিরকাল, চিরদিন,—
চেয়ে শুধু মুখ পানে এ নয়ন জ্যোতিহীন ;
হৃদয় আকুল অতি বহিয়ে নিরাশা ব্যথা
আজিকে বিদায়, সখা, আজ এই শেষ কথা।

মনের সাধে

আহা কি সুন্দর হাসি—সরল উচ্ছ্বাসরাশি!
এই বেলা কচি প্রাণে হেসে নে মনের সাধে!
আজি ও অধরপাতে, যে সুখের হাসি ভাতে,
আর হাসিবিনে তাহা, মিলাবে খানিক বাদে।
প্রাতের এ যাত্রা শুধু, সমীর মধুর মৃদু,
শ্যামল কোমল পথ, স্নেহের কুটির ধাবে;
এখনই দুদন্ড পরে, জ্বলিবি প্রখর করে,
পদতলে তপ্ত বালু মিলিবে কঙ্করভারে।
ধূ ধূ শূন্য মরুমাঝে, আর্তনাদ কানে বাজে,
আতঙ্কে শরীর মন উঠে ঘন শিহরিয়া;
উৎপীড়ন অত্যাচার চোখে পড়ে অনিবার
নিবারণে নাহি বল থাক দূরে দাঁড়াইয়া।
খুঁজিতে আপন পথ, সঙ্গিগণ ব্যস্ত রত,
যারা ছিল আত্ম অতি তাহারই পর ঘোর
এই যে প্রফুল্ল হাসি, অধরে বেড়ায় ভাসি,
নিজেই ভুলিয়া যাবি একদিন ছিল তোর
তখনো আসিবে হাসি, সে শুধু সন্দেহ রাশি!
সে শুধু ভ্রূকুটি তীব্র, ঘৃণাময় হাসি বাঁকা;
সে শুধু ভুলিতে রোষ, বিধাতার প্রতি দোষ,
খুলিতে সত্যের মূর্তি নিরখি রহস্য ফাঁকা!
সে দিন অসার আগে, এমনই উচ্ছ্বাসে রাগে,
ও মধুর হাসি তোরা হেসে নে মনের সাধে,
মেঘের বরণ যেন, এখনই মিলাবে হেন,
সমস্ত জীবন দিলে পাবিনে একটু বাদে!

কাঁটার ব্যথা

ওগো, এ ভবে তোমরা সবে
জান কাঁটারই ব্যথা!
তার হিয়াতলে কি ব্যথা জ্বলে—
কিছুই জানো না তা!
চির অভিশাপে, মহা পাপে
জীবন ধরি;
যেই ভালোবেসে কাছে আসে—
শত্রু বরি!
ওগো, সেই দূরপর নিরন্তর
যারেই ভালোবাসি;
যদি, কোন মোহে ভুলি হৃদে তুলি-
অমনি প্রাণ নাশি!
ওগো, তোমরা তো দুঃখ কত
হৃদয়ে বহ;—
এ মহা নিখিলে কোথা মিলে
এমন দুখী কহ!

মহাযাদু

পথে যেতে দেখা শুনা—
দুটো দিন, দুটো দিন শুধু!
তারই মাঝে ঢেলে গেল
যত তীব্র হলাহল—
যত কিছু সুধা মধু!
শুধু দুটো দিন হায়!
শুধু দুটো বিন্দু মুহূর্ত!
তারও চেয়ে কম আরও—
সহে না পলক ভরও,
অণু হতে পরমাণু যেন—
তারই মাঝে স্বপন স্ফূর্ত!
তারই মাঝে প্রভাত বিমল,
মেঘান্ধ রজনী তারই মাঝে,

তারই মাঝে বজ্রের নির্ঘোষ,
তারই মাঝে চির বাঁশি বাজে;
কণ্টক ভীষণ তারই মাঝে,
কুসুম কোমল তাহে রাজে,
তারই মাঝে বসন্ত প্রকাশে,
তারই মাঝে দাবানল ধূ ধূ!
তারই মাঝে যত দ্বেষ ছল
তারই মাঝে যত প্রেম স্নেহ,
তারই মাঝে যত পুণ্য পাপ,
তারই মাঝে যত কাম মোহ!
তারই মাঝে যত কিছু দিয়া
গড়িল এ 'আমি'র অনন্ত,
এ কণিকা বর্তমানে রাজে,
জীবনের আদি উপান্ত!
সে স্বপন দরশ পরশে
সমগ্র বিশাল সত্য আমি—
চিরস্থির স্বরূপ আকারে
অনন্তকালের অংশগামী;
ওহো! একি সুবিস্ময় মহাযাদু!

গিয়াছে তৃষা

তোরা কাঁদিস, সখি, নয়ন-জলে;
আমি কাঁদি মোর আঁখি-লোর
বহে না বলে।
তোরা কাঁদিস, সখি, মিলন চাহি;
আমি কাঁদি, হায়! তোদের প্রায়
বিরহ নাহি!
তোরা কাঁদিস ধরি, বাসনা বুকে;
আমার সাধ নাই, কাঁদি তাই
গভীর দুখে।
তোরা কাঁদিস নাহি ভুলিয়া প্রেমে;
আবেগে বহে চির প্রেম-নীর
নাহিকো থেমে।

আমি কাঁদি কেন? নাহি হেন
ভালো যে বাসা,
আমার গিয়াছে প্রীতি, গেছে স্মৃতি,
গিয়াছে তৃষা!

লিখিতেছি দিন-রাত

১

কত গান কত ছন্দে, কত গলা কত বন্ধে,
লিখিতেছি দিন-রাত;
তবুও পুরাতে নারি, এ বৃহৎ মহাভারী
জীবন-পুঁথির পাত!
কি লিখি ফিরি না চাই, পড়িতে সময় নাই,
শ্রান্ত আঁখি, শ্রান্ত হাত!
তবুও পোরে না পাত!
লিখি আর করি মনে, এ প্রবন্ধ সমাপনে
কিছু না রহিবে বাদ;
প্রতিবার ভুল ছুটে, তবু না বিশ্বাস টুটে,
বিষম এ পরমাদ!
এ কি ছল আত্মসাথ!

২

কোনো দিন বড় শ্রান্ত, লেখনী করিয়া ক্ষান্ত
যদি মুহূর্তের লাগি—
খুলিয়া পুস্তকখানি, পড়িতে আপন বাণী
ইচ্ছে মনে উঠে জাগি,—
লিখেছি কতই হাসি, কত হর্ষ সুখরাশি,
শ্রান্তি সব হবে দূর—
মজিয়া আপন রসে, ডুবিয়া আপন যশে,
নব বলে হব পুর;
এই আশা মনে নিয়া, পাতা যাই উলটিয়া—
হায়! কোথা সুখ হাসি!
মুছিয়া গেছে সে সব, শুধু অশ্রু হা হা রব,
নয়নে উঠিছে ভাসি!

৩

যে পাতা ছিঁড়িতে চাই, তাহাতে শকতি নাই,
এমনই তা মহা শক্ত!
ছিঁড়ে যদি যায় হাত, তবুও ছেঁড়ে না পাত,
শুধু ত্যক্ত বিরক্ত!
আরাম বিশ্রাম, হায়, মুহূর্তে ফুরায়ে যায়,
পড়া-শুনা পরিহরি—
আবার নূতন করে হাসিভরা সু-অক্ষরে
লিখিতে আরম্ভ করি।
দিন রাত মিছে শ্রম, শ্রান্তি, ক্লান্তি আর ভ্রম,
আপনাতে এ সম্পাৎ!
কি জানি অপরে পরে, কোন ছত্র ইথে পড়ে,
তাতে খ্যাতি বা অখ্যাতি।

১
পিলু বারোঁয়া—ঠুংরি

সখি রে তু বোলো,
কাঁহে এত মন মজিলো!
যব পেখনু সো হাসি,
পরান ভেল উদাসী,
স্বর শুনু ভইনু পাগলো।
কি আছে সো আঁখিয়াতে মই পরান হারালো।
সখি রে তু বোলো,
কাঁহে মেরা আইসে ভেলো—
আপনা শুধায়ে, সখি, উত্তর না পাওয়লো।

২
ছায়ানট—কাওয়ালি

কাহে, লো যমুনা. নাচত খেলত
বিলাস বিকশিত কায়?
মৃদু মৃদু পবনে হিয়া তুয়া সঘনে
কাহে লো ডগমগ ভায়?
কাহে, লো চন্দ্রমা, বরষিয়ে মধুরিমা,
শোভয়ে তুঝ হৃদে আজি?
ছি ছি, সখি, ধিক্! বিনে সে রসিক
মাতল নব সাজে সাজি?
সব তো লৌ তুয়া কুলে, মোহন কদমমুলে
নাহি খেলে শ্যাম মুরারি;
অব তো বাঁশরি বোল উছলি ন ভুলাওয়ে
ব্রজপুর গোপিনী নারী।
কদম্ব কেশর—কম্পয়ি থর থর

ঝর ঝর ঝরল হতাশে;
মাধবী লতিকা—লুণ্ঠিত ধরণী,
অব্ নাহি মাধুরী বিকাশ!
নিকুঞ্জে অলিকুল, রোতে রোতে গুঞ্জত,—
কোয়েলা কুহরি বিলাপে;
রমণী-পরান মুঝ—নাহি তো জুড়ায় তো,
জারল বিরহ উতাপে।
কাহার মুরতি দেখিয়ে ফুরতি
তবে লো, যমুনা, ভইল তোর?
কোন সুখ আজ পাওয়ালো তুই,
আমোদে হৃদয় হইল ভোর?
নব প্রেমে তুয়া সুখ উপজত,—
নেহারি মো হিয়া দহল লাজে,
কিসিকো সোহাগে ছি ছি লো নদিয়া!
সাজত আজু এ মোহন সাজে?

৩

যোগিয়াবিভাস—একতালা

সজনি লো
যমুনা পুলিনে নিশি পোহাইনু,
না এল, না এল, না এল, কালা!
কবরী কুসুম শুকাইল, হায়,
শুকাল লো তোর সাধের মালা।
ক্ষণেক চমকি উঠি নেহারিনু,
ক্ষণেক থমকি বসিয়া কাঁদি;
কাটানু রাতিটা ঢেউ গণে গণে,
পাষাণে হতাশ হিয়ারে বাঁধি।
ওই যে ওই যে এল বুঝি শ্যাম!
মধুর বাঁশরি বাজিল ওই—
চমকি উঠিয়ে আবার ধাইনু,
হরষে পরান নাচিল, সই!
হরষে উথলি যমুনা বহিল,
কাঁপিল কদম ফুলের ভরে,

যাইতে হরষে পড়িনু উঠিনু,
　　লাজেতে চরণ নাহিকো সরে।
আসুক না আগে তবে দেখা যাবে
　　কত ছল জানে ব্যথিতে বালা,
কাঁদিব কাঁদাব, চরণে ধরাব,
　　তবে তো ঘুচিবে মরম জ্বালা!
কই, কই হায়! শ্যাম তো না এল,
　　নাহি শুনি আর বাঁশরি রব!
আশার খেয়ালে বুঝি মনে মনে
　　সই লো স্বপন—দেখিনু সব?
হতাশে আবার যমুনারি তীরে
　　অলসে আইনু ফিরিয়া ধীরি;
একাকী বসিয়ে কত যে কাঁদিনু,
　　বারিতে মিশাল নয়ন, বারি!
খেদেতে যমুনা উজান বহিল,
　　কদম-কেশর পড়িল খসি;
নয়নের জল থামিল না, হায়,
　　আকাশে মিলাল তারকা শশী।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে পোহাইল নিশি,
　　তবু তো না এল নিঠুর কালা;—
হৃদয়ের সাধ হৃদয়ে রহিল,
　　মরমে রহিল মরম জ্বালা।

৪
কাফি—যৎ

কোন্ চুরায়লো তু, মুঝ পরান বঁধুয়া?
হাম দেশা দেশ পর ঢুঁরত ঢুঁরত ফিরি
　　তুয়া লাগি রোরুয়া!
　　অব পাকড় গেই তু,—
　　মেরি শ্যামাচন্দ্র হৃদিচন্দ্র রে,
　　অব নাহি ছোড়ব, কানুয়া!
বিরহ দহন সুখ—সমজ লেওগি অব,
হামারে যে দিল দুখ সো দুরজনুয়া!

৫

জয়জয়ন্তি—কাওয়ালি

দূর বিজন বনে একাকী যাইব চলে,
মানুষ নিশ্বাস বায় যেখানে নাহি উথলে!
অনাথিনী উদাসিনী—যাব চলে একাকিনী,
দোসর আশাও আর রাখি না মরম তলে।
ভালোবাসা—প্রতিদান—সে আশাও অবসান,
অবসন সুখ-আশা সুখ-সাধ একপালে।
সুখেরই জনম যার—এই দুখিনী আর
দিবে না সুখে বাধা, কাঁদাবে না পলেপলে।
সাক্ষী থেকো রবি-শশী, জ্বলন্ত তারকা-রাশি
সাক্ষী থেকো, গিরি নদী, তোমরা সকলে।
যতই যাতনা সই, যেখানেই মরে রই,
সুখে রব সুখী ভেবে—দেখিও হৃদয় খুলে।

৬

মল্লার—কাওয়ালি

নিঃঝুম নিঃঝুম গম্ভীর রাতে—
কম্পিত পল্লব দক্ষিণ বাতে,
    পেখল, সজনি,
    সতিমির রজনী,
অম্বরে চন্দ্র না তারকা ভাতে;
    ঝিল্লিধ্বনি কৃত
    বন পরিপূরিত,
কলয়ত জাহ্নবী মৃদুল প্রপাতে।

৭

বাহার—কাওয়ালি

আয় আয় আয়, কে আছিস তোরা!
    মরম ব্যথায় যার—
দিবস রজনী পড়িছে বিফলে
    নয়ন-সলিল-ধরে;

কাতর হৃদয়ে কাঁদিছে যে জন
হারায়ে বিভব মান,
হুতাশ প্রেমে হুতাশে সদাই
জ্বলিছে যাহার প্রাণ;—
কাঁদিতে হবে না, যাতনা রবে না,
রবে না ভাবনা ভার—
আয় আয় আয়, কে আছিস তোরা!
খোলা এ আনন্দ-দ্বার!

৮

সাহানা—কাওয়ালি

সুশীতল মহীরুহ সুশীতল ছায়
তেয়াগি অনলকুণ্ডে ঝাঁপিতে যে চায়;
রমণীয় বেলাভূমি করি পরিহার
উন্মত্ত সাগর মাঝে যেতে সাধ যায়,
দুর্গ ছাড়ি সহিবে যে সমর-পীড়ন,
যাব সে এ বন ছাড়ি যথা তার মন।
এ-মন সুখদ কানন-বাস,
পশে না যেথায় শোকের শ্বাস;
হেথায় শান্তি বিরাজমান,
কলহের হেথা নাহিকো স্থান—
এ ছেড়ে কি বৈজয়ন্তে কারো মন ধায়!

৯

রামকেলি—আড়া

কে আছে রে অভাগিনী আমার মতন!
জানিনে কখন কিবা সোহাগ-যতন।
জনম দুখিনী, হায়! আপনারি ভাবি যায়
ছুঁতে যাই, অমনি সে হয় অদর্শন।
পরিমলে মাখামাখি একটি গোলাপ দেখি
আপনারে ভুলিয়ে, আহা, মোহময় হরষে
তুলিতে গিয়েছি যেই, প্রফুল্ল কুসুম সেই

অমনি শুকায়ে গেছে এ হাতের পরশে!
একটি পুষেছি পাখি যদি ভালোবাসিয়ে,
দুদিনে খাঁচাটি ভেঙে গিয়াছে সে পালিয়ে
কাঁদিয়ে জনম গেল, কেহ তো বাসেনি ভালো
অনন্ত এ অশ্রুধারা করেনি কেহ মোচন।

১০

হাম্বীর—আড়া

বুঝি গো সে এল না!
চিরদিন চিরনিশি জাগরণে গেছে মিশি,
যাহারি বিরহ মাঝে ধরিয়া আশার কণা।
আর তো রহে না আঁখি, মুদে আসে পাতা,
আসিছে অনন্ত নিদ্রা, এখনো সে কোথা?
এখনো এল না সখি, সেই কোলে মাথা রাখি,
এ-জীবনে তবে আর ঘুমনো হল না।
কাঁদিতে কাঁদিতে ওরে চলিনু জন্মের ত-রে,
অভাগীর শেষ দিনে শেষ সাধও পূরিল না!

১১

খাম্বাজ—একতালা

আয় লো, আয় সরলে, প্রাণের প্রতিমা।
    আয় লো হৃদয়ে রাখি।
কতদিন হতে রয়েছি আশায়
    কি বলিব বল, সখি?
আয় আয়, প্রিয়ে, তেমনি করিয়ে
    গা না লো মধুর গান;—
কি মোহিনী গুণ আছে ওই গানে,
    পাই যেন নব প্রাণ।
পেয়েছি তোরে লো! হাসিব এখনই
    ভুলিব প্রাণের জ্বালা;—
ও হাসি হেরিলে আঁধার এ হৃদে
    জোছনা ভাতিবে, বালা!

১২

মিশ্রভূপালি—একতালা

প্রিয়ে, আজি এ কেমন বেশ?
এ নয়ন কমল জলে ঢল ঢল
এলানো ছড়ানো কেশ?
পারিনে পারিনে, দেখিতে পারিনে,
ও মুখ তোমার ম্লান;
মরমের শিরে কি যে বেঁধে গেল—
ফেটে ওঠে যেন প্রাণ!
সর্বস্ব ধন, প্রেয়সী আমার!
রাখি লো হৃদয়ে আয়!
ভাঙাচোরা এই হৃদয় আমার—
চিরদিন তোরি হায়!
তোমারি কারণে জীবন ধারণ,
আমি যে তোমারি, সখি,
প্রমোদ মাখানো আশার প্রতিমা—
আয় তোরে হৃদে রাখি!

নববর্ষে

ওই বাজে মঙ্গল আরতি, যাত্রী যত উল্লাসে মগন,
"দীর্ঘ পথ অবসান এবে, দেখা যায় তীর্থ নিকেতন!"
আশার উচ্ছ্বাসে আকুলিয়া, সচকিতে চারিদিকে চাই—
কোথায় গো দেবতা নতুন, তোমার তো দেখা নাহি পাই!
চোখে পড়ে নীল নভশুল, রবি শশী গ্রহ তারাগণ,
তরুলতা সমুদ্র অচল, সেই সবই চির পুরাতন!
বিরাট এ পুরাতন মাঝে, শুনিয়াছি তুমি আদি ভূপ!
বিশ্বব্যাপী মুরতি তোমার—অতুল সুন্দর মহারূপ!
কেন তবে করিছ ছলনা, প্রকাশ হে প্রচ্ছন্ন মহিমা,
পুণ্যমঙ্গল-নবালোকে ভরি দাও স্বর্গমর্ত্য সীমা।

বাউলের গান

হে গুরু, হে স্বামী, তুমি এই দীনজনে,
শিখালে বাজাতে বীণা অতি সযতনে
সুর বাঁধিবারে কিন্তু শিক্ষা দাও নাই,
সে কষ্ট সে শ্রম নিজে লয়েছ সদাই।
আজি তুমি নাহি কাছে, গেছ চলি দূরে-
ছিন্ন-ডোর বীণা তাই বাজিছে বেসুরে।
নীরব ধ্রুপদ, টপ্পা, খেয়াল সুতান,
একতারে বাজে শুধু বাউলের গান।

কেন গো শুধাও?

কেন গো শুধাও বারবার
কি দুখে বহিছে অশ্রুধার?
এমনি কাঁদিয়া চিরদিন,
এমনিই সুখ-শান্তি-হীন,
এ জীবন পড়িবে ঝরিয়া;
নিভিবে না হৃদয়ের ভার!
জন্মেছি অশ্রুজল লয়ে,
কাঁদিবও অশ্রুজল হয়ে।
কাঁদিতে দাও গো একা একা,
শুধাও না কারণ কি সখা!
কেন হৃদে জ্বলিছে অনল,
কেন বহে নয়নেতে জল,
কেন যে গো সারা রাত-দিন
এ হৃদয় গায় দুখ গান,
জানে না তা জানে না পরান।
কি আর বলিব বল তবে,
শুনিয়ে কি আর বল হবে;
শুনিলে গো যে দুঃখের কথা
সুখী হৃদে জানাইতে ব্যথা,
কেন তা শুধাও বারে বার?
জানি না কি দুঃখে
কাঁদে পরান আমার!

জাতীয় সংগীত

১

জয়জয়ন্তী—যৎ

বড় সাধ বড় আশা বড় আকিঞ্চন—
পরাতে, জননি, তোরে রত্ন-আভরণ!
জানি দীনহীন অতি, ক্ষুদ্র বল ক্ষুদ্রমতি,
অপার আকাঙ্ক্ষা তবু মানে না বারণ!
বাসনার বলে বলী কেবলি আপনা ছলি,
অসাধ্য সাধন তরে প্রয়াস যতন।

শ্রান্ত ক্লান্ত প্রতিদিন, নিরাশায় আশা ক্ষীণ,
তবুও দুরাশা মনে নহে সংবরণ!
এ দুর্বল বাহু জোরে বিদারি ভূধরবরে
তুলিবারে চাহি হীরা কনক রতন!
মাটি তুলি ফেলি আর, উঠে কাচ শিলাভার,
তাহাই চরণে আনি করি সমর্পণ।
জননি, এমনি ধারা কাটিবে জীবন সারা?
বুঝেছি জীবন-আশা শুধুই স্বপন!

২

দেশসিন্ধু—আড়া

ধরণী গো!
মানব জনম যদি লভিনু, মা, এই ভবে,
দিলে যদি সন্তানের শ্রেষ্ঠ অধিকার দান—
কেন হেন দীন হীন আযোগ্য করিলে তবে?
এমনি দুর্ভাগ্য যদি, কেন তবে নিরবধি,
জ্বলে হেন দুরাকাঙক্ষা-দাবানল দবদবে?
তোমারই সন্তান অন্য শৌর্য বীর্যে মহাধন্য,
মোদের জনম কি, মা, তার পদাঘাত জন্য?
দানবের শক্তি তার, বিদ্যাবুদ্ধি দেবতার,
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ অগ্নি তার যত দাস সৈন্য!
আমি তো তাহারই ভাই, আমার কিছুই নাই,
হৃদয় দহিতে থাকে যন্ত্রণায় লাজে ক্ষোভে!
নিষ্ফল বাসনা বুকে, কাঁদি আমি নতমুখে,
অপমানি স্ফীতমুখে বলে, মা, সে অট্টরবে।
এ কেমন অবিচার, মা হয়ে গো মা তোমার।
পাতালে নাবাও একে, অপরে উঠাও নভে।
মানবের সম গর্ব, দিয়ে কর হেন খর্ব—
তোমারেই অভিশাপী তোমাতে জনম লভে?

৩

বাউলের সুর

বল, ভাই, বল!
কেন গেয়েছিস বল!
দলিতে ছলিতে কি রে অভাগা দুর্বল?
তোদের স্বার্থের মুখে, বলিদান যেতে সুখে,
নিরীহ পরানগুলি সৃজিত কি ধরাতল?
ধাতার প্রসাদ মধু, তোমাদেরই তরে শুধু,
তাহাদের ভাগ্যে যত বজ্র আর হলাহল?
তা নয় রে মহাবলি! এ শুধু আপনা ছলি,
বাড়াইছ আপনার প্রতিশোধ-কর্মফল!
হরি নন শয়তান—কৃপাময় ন্যায়বাণ,
এ শক্তি পেয়েছ দান বারিতে অন্যায় ছল!
তাহে যদি কর হেলা, আসিবে তোমারও পালা,
সুখ মোহে দুঃখ তাপ বাড়াইছ এ কেবল!
সাধিতে শক্তির কাজ, যদি হে বাসনা আজ—
বিনাশি অন্যের দুঃখ আন পুণ্য সুমঙ্গল।

৪

তবু তারা হাসে!
মাগো! ম্লান তব চন্দ্রানন, অশ্রুপূর্ণ দুনয়ন
ব্যথিত সুতনু লৌহপাশে—
তবু তারা হাসে!
তবু তারা খেলে—
তুমি ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর, গৃহ ধনধান্য-পুর
অন্নজল তবু নাহি মেলে—
তবু তারা খেলে!
কেন তবে মরে না তাহারা!
এ হাসি এ খেলাধুলা, শুধু যে জ্বলন্ত চুলা—
দেখিতে সুন্দর শুভ্র বালুকা সাহারা!
কেন মরে না তাহারা!
এসো, ভাই, মরে তবে বাঁচি!
ধর্মহীন কর্মহীন, হেয় পদানত দীন;
বাঁচিয়া যে মরিয়াই আছি—

এস, ভাই, মরে তবে বাঁচি!
আয়, ভাই, আয় তবে আজি—
সাধিতে মায়ের কাজ, মুহূর্ত না করি ব্যাজ,
একসূত্রে মরিবারে সাজি—
আয় তবে আয় সবে আজি!

৫

প্রভাতী—একতালা

কি আলোক-জ্যোতি আঁধার-মাঝারে,
কি পুলকে প্রাণ ছায়!
ফুটিল এ না কি অন্ধ নয়ন—সমুখে নেহারি কায়।
আপনার মায়ে পেয়েছি দেখিতে,
চিনিয়াছি ভাই বোন;
কেন তবে দূরে দাঁড়াইয়ে—
আজি মহোৎসব সম্মিলন!
আজিকার দিনে ভোলো আত্মপর,
থেকো না আপনা লয়ে,
অনাথ জনের জুড়াও যাতনা প্রেমের অমৃত দিয়ে।
শত হৃদয়ের দলরাশি মিলে একটি পরান হোক,
এক হয়ে যাক শত হৃদয়ের হরষ বিষাদ শোক।
শত কণ্ঠ তুলে অনন্তের সুরে গাহ রে মিলন-গান,
অসীম আকাশে উথলি উঠুক বিমল মধুর তান।
স্বরগের শান্তি আনিবে বহিয়ে আকুল সে প্রেমগান,
পবিত্র হইবে মলিন পৃথিবী, তৃষিত পাইবে প্রাণ।
শত কণ্ঠ তুলে অনন্তের সুরে গাহ রে মিলন-গান,
স্বরগের শান্তি আনিবে বহিয়ে আকুল সে প্রেম-তান।
দূরে যাবে পাপ, দূরে যাবে তাপ, থাকিবে না অভিমান;
পবিত্র হইবে মলিন পৃথিবী, তৃষিত পাইবে প্রাণ!

ধর্মসংগীত

১

টোরি—একতালা

ফুরায়েছে হাসি সব হেরি ও ম্লান আননে;
আশা তবু এ কি জাগে প্রাণের অন্তর কোণে!
অপূর্ব সুন্দর সবই, পুরান গৌরব ছবি,
অভিনব রূপে, মা গো, বিভাসিত এ নয়নে!
তব কুসন্তান যত, অন্যায়-অধর্ম-রত—
এনেছে দুর্ভাগ্য যারা হীন স্বার্থ-আচরণে;
নাশিতে তাদের কর্ম, লইয়া মহান ধর্ম,
শোভিছে তোমার অঙ্গে দেবতা মহাত্মাগণে
যুধিষ্ঠির ভীষ্ম রাম—কেবল নূতন নাম!
নবযুগ অভিরাম সত্য কলি সম্মিলনে।
বশিষ্ঠ ভাস্কর আর্য, করিছে বিস্ময় কার্য,
বিতরিছে মহাজ্ঞান ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণে।
মহত্বে নাহিকো ছেদ, শূদ্রনারী গাহে বেদ,
মানুষের অধিকার বর্তিত মানুষ জানে।
সাবিত্রী জানকী সতী, খনা লীলা দুর্গাবতী—
জ্বালিছে নূতন জ্যোতি তোমার এ নিকেতনে!
শচী লক্ষ্মী সরস্বতী, নারীরূপে মূর্তিমতী—
গাহিছে বিশ্বের স্তুতি বাসি ফুল্ল উপবনে।
নারদ বাল্মীকি ব্যাস, কলকণ্ঠ কালিদাস—
সমচ্ছন্দে পাশে বন্দে সৌন্দর্য-বিমুগ্ধ মনে।
চাহি ও মলিন মুখে, ডাকিয়া বিদীর্ণ বুকে,
পাই, মা, তাঁহার সাড়া এ মঙ্গল সুস্বপনে
যদিও মহিমা তব, হেরিতে আমি না রব,
সত্য ইহা স্বপ্নরূপে তোমার কুমারী
ভণে।

২

মিশ্রবিভাস—যৎ

তুমি সয়ম্ভু সুন্দর ভূমা ভয়ংকর,
ওঁ পরাৎপর নমস্তে!
তুমি ত্রিলোক-কারণ, ত্রিলোক-পালন,
ত্রিলোক-তারণ নমস্তে!
তুমি কালাকাল গতি, চরাচর স্থিতি,
সত্য শুদ্ধমতি নমস্তে!
তুমি করুণানিদান, মঙ্গল বিধান,
পূর্ণ প্রেমকাল নমস্তে!

৩

প্রভাতী—একতালা

মধুর প্রভাতে মধুর রবি,
মধু রূপময়ী ধরণী ছবি,
মধুর মিলনে আলোকিত সবই,
দশদিকে প্রেম পুলক বয়!
লতা পাতা ফুল ঢালিছে সুগন্ধ,
পবন বহিছে শীতল সুমন্দ,
বিহগ গাহিছে সংগীত আনন্দ,—
তব নামে নাথ উঠিছে জয়।
এত সুখ ভরা এই নিকেতন,
দ্যুলোক ভূলোক প্রণয়-মগন,
কেন, পিতা, তবে এ সন্তানগণ
দীন দুখী শুধু তোমার ঘরে?
এমন প্রভাত এত সুখালোক,
মেলিতে ফেলিতে সুখের পলক,
হের তাহাদের নিমীলিত চোখ—
বেদনার অশ্রু সলিল ভরে।
দিলে যদি জ্ঞান কেন এই মোহ?
কেন ঈর্ষা দ্বেষ যদি দিলে স্নেহ?
এ আনন্দরাজ্যে কেন, নাথ, নেই
এত অমঙ্গল বিপদ ক্লেশ?

এ মহা আঁধার, প্রভু হে, ঘুচাও,
এ সুখ প্রভাতে তাদেরও জাগাও;
তব রাজ্য হতে দূর করে দাও—
দুঃখ শোক তাপ বেদনা-লেশ!

৪

বাহার—কাওয়ালি

বিভু হে, তোমারই আদেশে আজই বসন্ত উদয়!
মলয় ছাড়িয়ে বায়ু মধুর প্রবাহে বয়!
তোমারই আদেশে শশী, তারকা-মাঝারে বসি,
ঢালিছে জোছনারাশি মধুর সুষমাময়!
শোভাতে অসমতুল, ফুটিত কুসুমফুল,
বিহঙ্গের গীততানে ধ্বনিত নিকুঞ্জচয়।
না জানি তুমি হে তবে, কতই সুন্দর হবে—
দেখিতে ব্যাকুল ওহে! দেখা দাও প্রেমময়!

৫

কানাড়ী ঝিঁঝিট—কাওয়ালি

ওহে সুন্দর প্রেমময় প্রিয়তম প্রাণসখা!
মানস-নয়নে আজই পেয়েছি তোমার দেখা।
পিয়ে তব প্রেম-সুধা, মিটেছে প্রাণের ক্ষুধা,
নিখিল জগৎ আজই সৌন্দর্য-অমৃত-মাখা!

৬

কেদারা—চৌতালা

ওহে জগজনত্রাতা, শোক তাপ শান্তি দাতা!
কৃপা-নেত্রে চাহ, পিতা, ভক্তজন প্রতি!
দীনবন্ধু দীনজনে, দাও এ শক্তি মনে,
আমরণ ও চরণে থাকে যেন মতি!

তোমার ইচ্ছার বলে, চন্দ্র সূর্য তারা জ্বলে,
শত শত গ্রহ-চক্রে ঘোরে অনুক্ষণ;—
মহাঘোর শূন্যময়, আছিল এ লোকত্রয়,
তোমারই কটাক্ষে সব হইল সৃজন।
স্নেহ প্রেম দয়া দিয়ে, রেখেছ ভুবন ছেয়ে,
তুমিই করুণা রূপে ব্যাপ্ত চরাচর,
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু হর, ধ্যায়ি তোমা নিরন্তর,
জীবন তো দিতে পারি দেহ এই বর!

৭

পরজ—আড়া

দীন দয়াময়! দীন জনে দেখা দাও!
করুণা-ভিখারি আমি করুণা-কটাক্ষ চাও!
চরণে উৎসর্গ দান, করিতেছি এই প্রাণ,
সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও।
আপনার ছিল যারা, চিনিতে না পারে তারা,
বিরূপ বিকৃত মূর্তি দেখিয়ে আতঙ্কে সারা!
ও হে আত্ম হতে আত্ম! সব মিথ্যা তুমি সত্য,
সঞ্জীবনী দৃষ্টে তব শোধন করিয়ে লও!

৮

ইমনকল্যাণ—আড়া

বহুক ঝটিকা ঝড় কাঁপায়ে চেতন জড়—
ভবের তরঙ্গভঙ্গে বিচলে কি এ হৃদয়!
ধরিয়ে চরণ যাঁর, বিচরি এ পারাবার,
সর্বশক্তিমান তিনি তাহাতে মঙ্গলময়।
ঘিরুক না ঘোর ঘন দিগন্ত ব্যাপিয়ে,
নিরখিব ধ্রুবতারা সে মুখ চাহিয়ে।
আশ্রয় অভয়দাতা! ভ্রূক্ষেপি সহস্র বাধা,
লুকাব অমৃত ক্রোড়ে কিসে আর করি ভয়!

৯

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল

কি সুন্দর নিকেতন। নেহারিয়ে পূর্ণ মন!
স্বত উচ্ছ্বাসিয়ে ওঠে তোমাপানে জগত-জীবন!
তোমারই মঙ্গল গাথা, গাহিছে প্রকৃতি হেথা,
তোমারই মঙ্গল ভাব পাতিয়াছে হেথায় আসন।
তোমার শান্তির হাস, চারিদিকে পরকাশ—
তাহারই বিমল ছায়ে ঘুমাইছে স্নিগ্ধ উপবন।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, শান্তির সুষমা দেখি,
তোমার স্নেহের ভাবে অভিভূত হৃদি প্রাণ মন!
হেথায় প্রভেদ নাই, নভ পৃথ্বী একঠাঁই,
তব প্রেমামৃত পিয়ে আনন্দে করিছে আলিঙ্গন।
সে প্রেম উছলি আসি, হৃদয়-মন্দিরে পশি,
সঞ্চরে তাপিত প্রাণে, প্রভু! ওহে নূতন জীবন!
সুরভি লহরী তুলি, বিজনে পরান খুলি,
তোমারই মহিমা গায় দিবস-রজনী সমীরণ।
চারিদিকে তরুলতা, হরষে নোয়ায় মাথা,
সমভাবে একমনে ধেয়াইছে তোমারই চরণ।
এমনি এ পুণ্যস্থান, সংশ্রবে পবিত্র প্রাণ,
পৃথিবীর দুঃখ জ্বালা করে ভয়ে দূরে পলায়ন।
পিতা গো, আজিকে তাই, এসেছি ওই পুণ্য ঠাঁই,
জুড়াও তাপিত হৃদি করি শান্তি-সুধা বরিষণ!

১০

সিন্ধু—একতালা

হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা—
নিবারে কেমনে, প্রভু, সংসারের বিন্দু ভালোবাসা!
চাহি মান, চাহি ধন, চাহি প্রিয় পরিজন,
যত পাই আরো চাই, কেবলই দুরাশা!
কিছুতে মেলে না শান্তি, বাসনার বাড়ে ভ্রান্তি,
অতৃপ্তির মরীচিকা মোহ সর্ব্বনাশা!
বুঝি গো প্রেমের সিন্ধু হৃদি তোমারেই চাহে,
বুঝিয়া বুঝিতে নারি ডুবিয়া অজ্ঞান মোহে।

এসো, নাথ, এসো প্রাণে, আত্মার মিলন দানে,
পূর্ণ কর এ অভাব এ অনন্ত তৃষা!

১১

বেলাওল—কাওয়ালি

দোষ করেছিনু, সখা, ব্যথেছিল তব প্রাণ—
হাসি মুখ দেখতে গিয়ে হেরিনু আনন ম্লান।
তাই ফেলি নিজ পুরে, চলিয়ে এসেছি দূরে,
না বুঝে তোমার পরে করে সখা, অভিমান!
এখন পরান কাঁদে, হিয়া না ধৈরা বাঁধে,
কেমনে রয়েছ স্থির শুনি এ আকুল গান?
এস প্রেমময় সখা! তৃষিতে দাও হে দেখা,
ক্ষমার ভিখারি জনে কর হে প্রসাদ দান।

১২

কানাড়ি-খাম্বাজ—একতালা

অনাথ নাথ হে ভয়-দুঃখহারি!
ধন্য ধন্য হে করুণা তোমারি!
সুখে-দুঃখে, প্রভু, তব প্রসাদ নেহারি,
পুণ্য পাপে তব মঙ্গলবারি;
মোহ জ্ঞানে তব প্রভাব প্রসারি,
নিখিল বিশ্ব প্রেম মহিমারি!
জয় জয় হোক তোমারি।

১৩

মিশ্র রামপ্রসাদী সুর

মা বলে আর ডাকব না মা!
নাম রেখেছি পাষাণ মেয়ে!
ডাকছি এত আকুল প্রাণে,
তবুও দেখলি নে চেয়ে!

সবাই বেড়ায় হা হা করে,
সবার চোখে অশ্রু ঝরে,
অশ্রু নয় সে হৃদয় ফেটে
রক্তরাশি পড়ে বেয়ে!
কেমন মায়ের ভালোবাসা?
সে রক্তে তোর মেটে তৃষা?
মা হয়ে মা নৃত্য করিস সন্তানের রক্ত পিয়ে!
কি গুণে সবে না জানি, বলে তোয় করুণারানী,
এমন তো পাষাণী আমি দেখি নাই ভবভুঁয়ে!
মা আমার জননী ও মা!
মা বলে আর ডাকিব না!
সন্তানে স্নেহ দিলিনে ছি ছি মা জননী হয়ে!

১৪

খট্‌—যৎ

দয়াময়ী নামে তোর কলঙ্ক দিসনে শ্যামা!
নিরীহ নির্দোষের পানে নয়ন তুলে বারেক চা মা
অত্যাচারের পাষাণ পায়, দুর্বলে প্রাণ হারায়,
এ সংকটে দয়াময়ী! দিসনে, মা, তোর দয়ার সীমা!
চা গো মা করুণাময়ী নয়নতুলে বারেক চা মা!

১৫

টোরি---আড়া

ওগো তারা দয়াময়ী! তোমার দয়া কে বা জানে!
বিশ্বভুবন বেঁচে গেছে করুণা-অমৃতপানে!
যে না চাহে তোমায় মাগো,
তারো হৃদে তুমি জাগো,
অন্ধজনের নয়ন ফোটাও,
পুণ্য ঢালো পাপীর প্রাণে!
মা গো আমার! তুই মা তারা
ত্রিভুবনের নয়নতারা,
তোর করুণা ভাবতে গেলে
নয়নের জল নাহি মানে!

বাউলের সুর

তোমার আপনার জনা আপন হল না!
মন রে! দিবানিশি কাঁদ তুমি, একি জল্পনা!
তোমার কেহ নাই ভবে, তাই আপনার সবে;
বিশ্বজোড়া গৃহ তোমার, কিসের ভাবনা?
রবি শশী তারা সদাই ঢালে স্নেহধারা,
ফুলরাশি হাসি করে হর্ষ সাধনা;
পাখি গান গায়, বহে মৃদু বায়,
নদীগিরি দুনিয়াদারি করে অর্চনা;
তোমার কিসের ভাবনা?
যত ছোটো মেয়ে ছেলে তোমারে পেলে—
কোলে পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে খেলাধূলা ফেলে;
দূরে কাছে যেথা যাও ভাই-ভগিনী কত পাও,
কাছে আসে, ভালোবাসে, করে বন্দনা।
তোমার সবাই সখি-সখা, তবু ভাব একা,
কেন এমন বিড়ম্বনা?
এ যে খেলার পুতুলঘর! হেথা কে আপন কে পর!
হেথা ক্ষণতরে স্নেহ করে সেও তো আপনা—
তোমার কিসের ভাবনা!

খেয়াযাত্রীর শেষ কথা

১

এখনো তো নাহি এল
পারের পিতম নেয়ে!
দয়া কর ভোলা ভায়া—
নিয়ে চল খেয়া বেয়ে!
ওই যে গো আঘাটায়,
সারা বেলা অপিখায়
বসে আছে ম্লান মুখে
দাদু মোর কচি-মেয়ে!
রবি ওই ডোবে ডোবে—
রাখাল ফিরিছে গেয়ে,
দয়া কর দয়া কর—
চল জোরে জোরে বেয়ে!

২

ওর যে কেহই নাই,
হায় দাদা আমি ছাড়া!
যখন দুধের মেয়ে
তখন মা-বাপ হারা।
নাহি যাব যতক্ষণ,
খাবে না তো ততক্ষণ
থালে বাড়া তপ্ত ভাত
হয়ে যাবে পান্তা পারা।
সাঁঝের দীপটি জ্বেলে
রহিবে সে পথ চেয়ে!
চল ভাই দয়া কর—
চল জোরে জোরে বেয়ে!

৩

জানিস তো তোরে ও যে
কত ভালোবাসে ভোলা।
দিনে না তো দেখাইলে
দিতে মুড়ি ভাজা ছোলা।
ওই কি উঠিছে ধ্বনি!
মস্ত যে প্রমাদ গনি
গাঁয়ের মাঠঘাট
ধাধায় হইল ঘোলা!
ওই বুঝি আনে ঝড়!
কাঁদে বাছা ভয় পেয়ে,
চল ভাই দয়া কর
চল চল জোরে বেয়ে।

৪

ওই যে হাসের সরে উড়ে চলে কালো মেয়ে
দমকি পবন বয়, ঢেউ ছোটে ফুলিয়ে।
টান টান জোরে টান—
গেল বুঝি তরীখান!
দুটো দিন ভগবান নাহি দিলে তার লেগে
কে দেখিবে তারে তবে—বলি দাদা ধরি পায়ে
হাত ধরে তুলে নিও নয়ন মুছাইয়ে।

নববর্ষে

হে ভারতি হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী-রানী!
নববর্ষে দাও বর, শোনাও মা সুখকর
সৌভাগ্য সূচিত মহাবাণী!
অয়ি দেবী অনাদি প্রবীণা,
কালাতীত ত্রিকাল নবীনা,
ছাড়ি দীনা তপস্বিনী-সাজ
কিরীটিনী রূপ ধর আজ
ভূপতিতা বীণা তুলি করে
ত্রিলোকনন্দন সুরে স্বরে—
গাও নব রাগিনী কল্যাণী
যুগে যুগে লও পূজা দেবী বীণাপানি!

অনাদি মন্ত্র

আকাশে কি উঠে গীতি বাতাসে কি ভাব বয়?
কি মন্ত্র অনাদি যন্ত্রে ধ্বনিত নিখিল ময়?
"ভালোবাসা ভালোবাসা—
বিশ্ব বাঁধা প্রেমবলে—"
নীরবে মহান রবে
এই কথা সবে বলে।
এ ধ্রুব পরম সত্য
খণ্ডিবারে যেবা চায়,—
সেই শুধু মিথ্যাবাদী
সেই ব্যর্থ দুনিয়ায়।

হায় রে অভিমানী

ও আমার সূর্যমুখী
ওগো কুসুমরানী,
শুধাই তোরে চুপে চুপে গোপন একটি বাণী।
এমন তোমার রূপের ঘটা!
এমন বর্ণ এমন ছটা!
লুকাও তুমি কিসের তরে
মধুর গন্ধখানি?
কমলিনী আকুল হেসে,
গোলাপ দোদুল গন্ধে ভেসে
সুখের গুনগুনানি!
করে অযতন কাহার ভুলে
তুমি আনন শূন্যে তুলে,
সাঁঝ না হতে পড় ঢুলে
হায় রে অভিমানী!

*দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(পূজনীয় বড়দাদা)

ওহে ভ্রাতঃ! আমার তো ছিল না একার,
বিশ্বপ্রেমে বাঁধা তুমি দাদা সবাকার;
যে এসেছে কাছাকাছি,
ছোটো বড়ো নাহি বাছি,
আলিঙ্গিয়া ধরিয়াছ বক্ষের মাঝার।
পশু-পক্ষী ভয়হীন,
তব বন্ধু চিরদিন,
চড়ে কোলে, উঠে শিরে অপূর্ব ব্যাপার।
ওহে দ্বিজোত্তম কবি,
কলি ধন্য তোমা লভি,
প্রণমি তোমারে স্মরি বার, বার, বার॥
স্বভাব সরস জ্ঞানী কি সৌম্য মূরতি;
বরপুত্র কবিতার কল্পনা সারথি।
"স্বপ্ন প্রয়াণে" তব দেখালে কি অভিনব
অপরূপ ছন্দময়ী বাণী মূর্তিমতী॥
কুসুম দুলিল ছন্দে! বিহঙ্গ কূজিয়া বন্দে!
তরঙ্গ-বিক্ষেপে তালে তান্ডব যতি!
মর্ত্যে উঠে জয়কার!
চমৎকার! চমৎকার!!
রবি-শশী স্বর্গে করে আনন্দ আরতি!!
তোমার মহিমা গানে, মনপ্রাণ ধন্য মানে,
লহ শোক-পুষ্পাঞ্জলি সাশ্রু প্রণতি!!

ক্ষণিক ভুলে

কবির ক্ষণিক ভুলে—
লেখাভরা তার পাতাটি খাতার
লুটায় তরুর মূলে।
উপর হইতে ফুলের পাপড়ি
কালির আখর হেরি
হাসিয়া ঢলিয়া ভুরু বাঁকাইয়া
বলে—"কি রূপেরি ছিরি।"

সুগম্ভীর স্বরে খাতার আখর
পাতার কুসুমে কয়—
"হেসো না হেসো না গরবিনী এত—
গরব ভালো তো নয়।
দুদণ্ডের রূপ চেয়ে না দেখিতে
চকিতে তোমার ঝরে;
তখন, বল তো, গুণ-কীর্তনে
কে রাখে অমর করে?"
"তুমি সেই জন! পেনু দরশন—
ভাগ্য আমার ভালো;"
নমি বলে ফুল, বিস্ময়ে আকুল
"কালো যে জগৎ আলো।"

নমামি ত্বাং

মিশ্র বেহাগ—কাশ্মিরী খেমটা

নমামি ত্বাং ভারতি, হৃদয়-কমলদলবাসিনী!
নমামি ত্বাং বানি, রাগ-রাগিনী-বিকাশিনী!
নমামি ত্বাং নন্দননন্দিতাং সুরনরবন্দিতাং বীণাপানি।
তব প্রেম-পরশরস-রাগে—
পুলকিত, মোহিত চিত নিত জাগে—গীত অনুরাগে;
নমামি বাগ্‌বাদিনি সরস্বতি! ভক্তচিত্তে দিব্য জ্যোতিবিভাসিনী।

সত্যেন্দ্র কবির অমরা-প্রয়াণ

১

গুরু গরু গর্জনে বারিধারা বহে,
কি জানি প্রমত্ত তানে কি কথা সে কহে।
এমন বর্ষণ ক্ষণে, বিরহী যক্ষের মনে,
যে ছন্দ উঠিল জাগি তাহা তো এ নহে।

২

উন্মত্ত মাতন এ যে ভৈরব নর্তন,
বিশ্ব-বীণা-যন্ত্র-তন্ত্রে ঝংকৃত প্লাবন।

মূর্ছনায় মূর্ছনায়, বিদ্যুৎ চমকি যায়,
অশনি-মৃদঙ্গ-তালে চলে প্রভঞ্জন।

৩

গাছে গাছে উন্মাদন-শিহরণ দোলা,
তরঙ্গিণী রঙ্গ ভঙ্গে নটী চঞ্চলা।
মেঘে মেঘে কোলাকুলি, শিখী নাচে পুচ্ছ তুলি,
নৃত্য-শ্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত আষাঢ়ান্ত বেলা।

৪

সহসা পশ্চিম নভে আরক্তিম রবি,
স্তব্ধ বরষার নৃত্য! স্তব্ধ দিক্‌ছবি!
ধূ ধূ চিতা জ্বলে তীরে, নরনারী ভাসে নীরে,
মর্ত্য ত্যাজি স্বর্গধামে চলেছেন কবি!

সত্যেন্দ্র-স্মৃতি

১

বিলাপ কাকলি-হীন, অশ্রু-হীন হোক—
তবু এ যে বুক-ফাটা জ্বালাময় শোক!
সত্য আর সত্য নাই!
কি কথা শোনালে ভাই?
আপনার হতে সে যে আপনার লোক!

২

ছিল না সে একা মোর, ছিল বিশ্বজন;—
যখনই ডেকেছি তবু পেয়েছি দর্শন!
আজ এ ব্যাকুল ডাকে
আকুল না করে তাকে!
এ দুঃখ হায় রে প্রাণে বড় অসহন!

৩

কি সুন্দর নম্র-মূর্তি প্রশান্ত আনন।
সত্যে ধ্রুবচিত্ত, প্রীতি-প্রফুল্ল নয়ন!
হাসিমাখা ওষ্ঠাধরে
ধীর স্নিগ্ধ বাক্য ঝরে;
শোভিলে প্রশংসা তার—সার্থক রচন।

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : ২৮ অগাস্ট ১৮৫৬ জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা। মাতার নাম সারদাদেবী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন-দিদি।

শিক্ষা : অন্তঃপুরেই প্রাথমিক শিক্ষা। প্রথমে জজ পণ্ডিত ও পরে মেম-এর কাছে শিক্ষাগ্রহণ। ফলে সংস্কৃত, বাংলা এবং ইংরেজি তিনটি ভাষাই আয়ত্ত হয়। এছাড়া পড়েন আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশির কাছে। ইংরেজি শিক্ষা বোম্বাইতে।

বিবাহ : ১৮৬৭ সালে ১৭ নভেম্বর জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে ব্রাহ্মমতে বিবাহ হয়। আপাতভাবে সংসারে উদাসীন স্বর্ণকুমারী সবসময় নিজেকে এক দূরত্বে সরিয়ে রাখতেন। জানকীনাথও স্ত্রীকে দুঃখ-বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতেন তাঁকে সাহিত্যক্ষেত্রে সার্থক করে তুলতে। স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য-খ্যাতি অন্তরায় হয়নি দাম্পত্য-জীবনে। তাঁদের এক পুত্র : জ্যোৎস্নানাথ, এবং তিনটি কন্যা: হিরণ্ময়ী, সরলা ও ঊর্মিলা। হিরণ্ময়ী ও সরলা সর্বদা তাঁকে ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা ও সখি-সমিতি পরিচালনার কাজে সহায়তা করে গেছেন। স্বর্ণকুমারীর বৈধব্য ঘটে ১৯১৩ সালে।

কর্মজীবন : 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ (১২৯১-১৩০২); লেডিস থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভানেত্রীত্ব (১৮৮২-৮৬); সখিসমিতি নামে মহিলা-সমিতি স্থাপন (১৮৮৬); কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে যোগদান (১৮৯০); বিধবা শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা (১৯০৬); বিধবা শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা (১৯০৬ মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রাপক); বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সভানেত্রীত্ব (কলিকাতা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)।

সাহিত্য-সৃষ্টি : কাব্যগ্রন্থ॥ 'গাথা' (১৮৮০); 'কবিতা ও গান' (১৮৮৫); 'দেবকৌতুক (১৯০৬)।

উপন্যাস॥ 'দীপ-নির্বাণ' (১৮৮০); 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯); 'মালতী' (১৮৮০); 'মিবাররাজ' (১৮৮৭); 'হুগলির ইমামবাড়ি' (১৮৮৮); 'স্নেহলতা' (১৮৯০); 'বিদ্রোহ' (১৮৯০); 'ফুলের মালা' (১৮৯৫); 'কাহাকে?' (১৮৯৮); 'বিচিত্রা' (১৯২০); 'স্বপ্নবাণী' (১৯২১); 'মিলনরাত্রি' (১৯২৫)।

প্রহসন ও নাটক॥ 'বসন্ত-উৎসব' (১৮৭৯); 'বিবাহ-উৎসব' (১৮৯২); 'কনেবদল' (১৯০৬); 'পাকচক্র' (১৯১১); 'রাজকন্যা' (১৯১৩); 'নিবেদিতা' (১৯১৭); 'দিব্যকমল' (১৯৩০)।

ছোটোগল্প॥ 'নবকাহিনী' (১৮৯২); 'কুমার ভীম সিং'; 'লজ্জাবতী'; 'যমুনা'; 'গহনার ভাবিনী'।

প্রবন্ধ॥ 'পৃথিবী' (বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ ১৮৮২); সখী-সমিতি (১৮৮৬); 'কৌতুক-নাট্য ও বিবিধ কথা'; গ্রন্থাবলী: ১-৬ খন্ড (১৯১৬-১৯১৭)। এছাড়া বহু পাঠ্য-পুস্তক ও বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেন।

পত্রিকা-সম্পাদনা : ১৮৮৪-১৮৯৪ ও পরে ১৯০৭--১৯১৪ সাল 'ভাবতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

সম্মান-লাভ : ১৯২৭ সালে শ্রেষ্ঠ লেখিকা হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী সুবর্ণ-পদক' লাভ করেন। ১৯২৭ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভানেত্রী নির্বাচিত হন।

মৃত্যু . স্বর্ণকুমারী আজীবন·নানাভাবে বঙ্গ-ভারতীব সেবা করে গেছেন। ১৯৩২ সালের ৩ জুলাই (১৯ আষাঢ় ১৩৩৯) বালিগঞ্জেব বাসভবনে তাঁর মৃত্যু হয়।